ওয়েস্টার্ন

# যাত্রা অনিশ্চিত

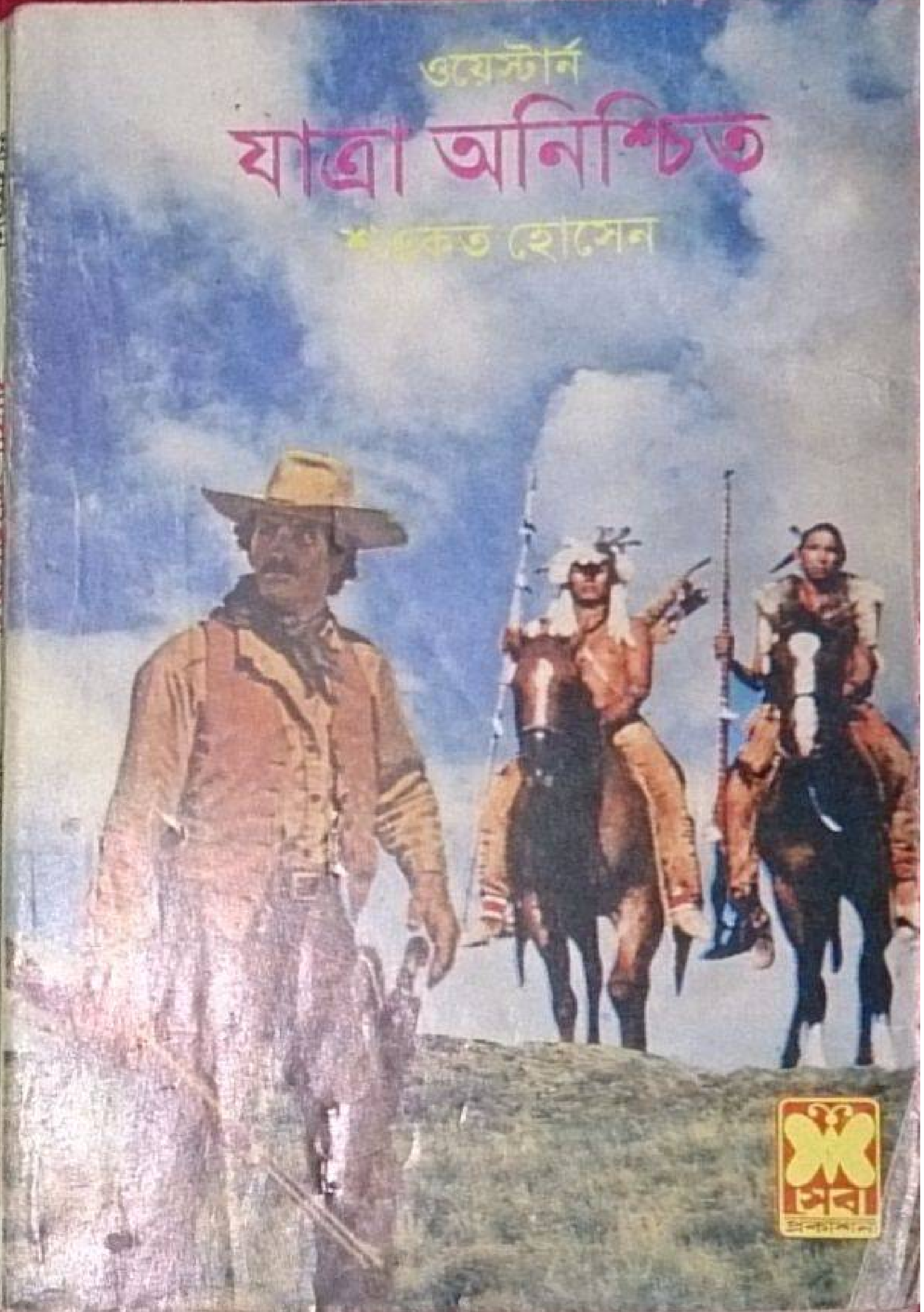
শওকত হোসেন

টুসানে যাচ্ছিল ওয়েস কেনেডি, একা।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়ে গেল উটকো ঝামেলায়।
মৃত্যুপথযাত্রী এক জনকে কথা দিতে হলো: যেভাবে
হোক তার বোনকে নিকটতম শহর লর্ডসবার্গে
পৌঁছে দেবে। চারদিকে গিজগিজ করছে
উন্মত্ত অ্যাপাচিরা, এদিকে পিছু ধাওয়া করছে
একদল আউট-ল: মেয়েটার বিশ হাজার ডলার
ছিনিয়ে নিতে চায়। আর সঙ্গের একমাত্র
শ্বেতাঙ্গ লোক, মেয়েটার হবু-বর,
প্রতিমুহূর্তে ঝামেলা পাকাচ্ছে; তারও নজর ঐ টাকার ওপর।

এমনি নাজুক পরিস্থিতি। কেনেডি কি পারবে
প্রাণ নিয়ে লর্ডসবার্গে পৌঁছতে?



সেবা প্রকাশনী, ২৮/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



---



## এক

উপত্যকার ঢালু কিনারায় জন্মানো ঝোপঝাড় ঠেলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল আবার: দু'জন পুরুষ আর কালো চুলের একটা মেয়ে। পরস্পরের গায়ে প্রায় সেঁটে আছে তিনজন। মসৃণ ঢাল বরাবর এগোল তারা; প্রবল উত্তেজনায় প্রত্যেকে টান টান হয়ে আছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ অদ্ভুত ছায়া সৃষ্টি করছে ওদের—ঘোড়ার পিঠে মিশে যাওয়া তিনটা মূর্তির মত লাগছে।

একেবারে সামনে রয়েছে মেয়েটা; দুই পুরুষের একজন লেপ্টে আছে ওর ঠিক পেছনে: পিছু ধেয়ে আসা বিপদের কবল থেকে যেন বাঁচানোর প্রয়াস পাচ্ছে ওকে। ছোটার ওপরই বারবার পেছন দিকে নজর বোলাচ্ছে। উল্টোদিকের ঢাল আবার যেখানে ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে সেখানে সোয়্যেলের পাদদেশের শুকনো খটখটে একটা মাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা।

আচমকা আরও পাঁচজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল আগাছারুক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ঝড়ের মত। সামনের তিন ঘোড়সওয়ারকে ধরার জন্যে প্রাণপণ ঘোড়া হাঁকাচ্ছে তারা। দলের একেবারে সামনের ঘোড়সওয়ার উঁচু করে ধরল পিস্তল, ট্রিগারে টান দিতে শুরু করল। লহমায় তার দলের অন্যরাও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা, বিস্ফারিত দু'চোখে পরিষ্কার আতঙ্কের ছাপ, পেছনে তাকাল মেয়েটা, উদ্বিগ্ন; ঠিক ওর পেছনে সেঁটে থাকা ঘোড়াটার চোখা চেহারার রাইডারের দিকে চোখ ফেরাল।

'ওরা আমাদের ধরে ফেলছে, ম্যাট!' বলে উঠল চিৎকার করে।

মাথা দোলাল রাইডার, চেঁচিয়ে পাল্টা জবাব দিল, 'মাথা নিচু করে রাখো!'

আবার সামনে তাকাল মেয়েটা, বে-র লম্বা শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিল নিজের শরীর। ঠিক তখুনি স্যাডলের ওপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ম্যাট, পতন ঠেকানোর জন্যে স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরল সে, কোনমতে সামলে নিল নিজেকে; আবার ঝুঁকে পড়ল ঘোড়ার পিঠের ওপর। শিথিল হয়ে আসছে তার পুরো শরীর, কাঁধের ঠিক নিচে পিঠের ওপর চওড়া একটা লাল রেখা ক্রমশ বড় হচ্ছে। এপাশ ওপাশ দুলতে লাগল ম্যাট। ঝটপট লাগামটা পমেলের সঙ্গে পেঁচিয়ে ফেলল সে, তারপর ঘোড়ার উড়ন্ত কেশর দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল; তাকাল পাশাপাশি চলমান লালচুলো অপর ঘোড়সওয়ারের দিকে, মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

'গুলি লেগেছে আমার গায়ে, জিম! লিজকে বোলো না!'

দ্বিতীয় রাইডারের ফর্সা চেহারা কঠিন হয়ে গেল কথাটা শুনে, বেঁকে গেল তার ভারি ঠোঁটজোড়া। খিস্তি করে উঠল সে। স্যাডলের ওপর পেছন ঘুরে আওয়ান দলটার উদ্দেশে পর পর দুবার গুলি বর্ষণ করল। পিস্তলের গর্জন কেমন যেন ভোঁতা শোনাল কানে।

'আমাদের আর কোন আশা নেই! এই রকম খোলা ময়দানে—অসম্ভব!'

ওদের বাম দিকে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা একটা ড্রয়ের মুখের দিকে দুর্বল ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করল ম্যাট। সংকীর্ণ ড্রটা সোজা পুব বরাবর আরও ওপরে, পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে গেছে।

'ওখানে! ঘোড়া ঘোরাও। গাছপালা আর ঝোপের আড়াল.মিলতে পারে ওদিকে!'

জিম একথার জবাব দিল না। মেয়েটার উদ্দেশে চিৎকার করল একবার, পরক্ষণে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ম্যাটের দেখানো ড্রয়ের দিকে। ওর



ডাকে সাড়া দিয়ে বিনা আপত্তিতে ঘোড়া ঘোরাল লিজও। পেছনে গুলির আওয়াজে বিকেলের পবিত্র পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দু'দলের মাঝে দূরত্ব কমে এসেছে এখন, ফলে নিশানা হিসাবে আদর্শ হয়ে উঠেছে ওরা। গুলির তোড় কেবল বাড়ছেই।

ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর খুরের আশপাশে মাটিতে গুলি বিঁধছে, বালি ছিটকে যাচ্ছে এদিক ওদিক। একটা বুলেট জিমের স্যাডলে টক্কর খেয়ে ছিটকে চলে গেল আরেক দিকে, আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল যেন লোকটা। বাতাসে শিস কেটে গোধূলির আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেল হানাদার বুলেট। আবার মুখ খারাপ করল জিম। পিছু ধাওয়াকারী রাইডারদের ওপর রিভলভারটা খালি করল।

মাঠে পৌঁছে গেল ওরা, সোয়েলের উঁচু কিনারা পেছনে ফেলে এল দ্রুত—পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি তুলল ওদের ঘোড়ার নাল পরানো খুর। অ্যারোয়োর সংকীর্ণ খোলা মুখের কাছে পৌঁছে গেল ওরা অবশেষে।

'ম্যাট চোট পেয়েছে!' সহসা চেঁচিয়ে উঠল লিজ। লোকটা স্যাডলে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, লক্ষ করল সে। নিজের বে-র গতি কমানোর চেষ্টা করল মেয়েটা।

'নাহ্!' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে নিষেধ করল জিম। 'আগে গাছপালার আড়ালে যেতে হবে আমাদের, গাঢাকা দিতে হবে!'

ওর নিষেধ গ্রাহ্য করল না মেয়েটা, ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল। হাত উঁচু করল ম্যাট, কোনমতে তাল সামলে দুর্বল ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে।

'আ-আমি ঠিক আছি!' বলল সে।

ফ্যাকাসে চেহারা, ঘোড়ার লাগামের ওপর টান কমাল লিজ, আবার জোর কদমে ছুটতে শুরু করল জানোয়ারটা। তুফান বেগে নুড়ি-পাথরে ঠাসা ওঅংশে ঢুকে পড়ল ওরা। দু'পাশ থেকে চেপে এসে প্রায় পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ সেজ ঝোপ আর র‍্যাবিট ব্রুশ। ঝোপ ঠেলে

সামনে এগোল ওরা। অচিরেই হোঁচট খেতে আরম্ভ করল জানোয়ারগুলো, গতি কমে এল স্বভাবতই। আগাছার দেয়াল আর পায়ের তলার শিথিল জমি বাধার সৃষ্টি করছে।

পিছু ধাওয়াকারী রাইডারদের মাঝ থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। ঝোপঝাড় তুচ্ছ করে একের পর এক গুলি চালাতে লাগল তারা। পাথরে বাড়ি খেয়ে বিঙ শব্দ তুলছে বুলেটগুলো।

বিড়বিড় করে গাল বকল জিম। এখন সবার সামনে চলে এসেছে সে, নিজের কালো ঘোড়াটাকে গতি বাড়ানোর জন্যে তাগিদ দিল, লাগামের বাড়ি মারল ওটার পিঠে।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি। বোঝা গেল এখন আর দৃশ্যমান টার্গেট নয় ওরা। আহত রাইডার কোনমতে সোজা হয়ে বসল, সামনের দিকে তাকাল।

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে!' বলল সে, 'ওরা ভাবতেই পারবে না—'

নিজের বক্তব্য শেষ করতে পারল না লোকটা, শুকনো আগাছার বাধা ভেঙে দ্রুত আগে বাড়ল ওর ঘোড়াটা, খসখস শব্দে চাপা পড়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর। জিম অবশ্য ঠিকই বুঝতে পারল কি বলতে চেয়েছে ও। ওঅংশের ঢালের উদ্দেশে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে শুরু করল সে। নিষ্ঠুর চেহারায় খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যেতে বাধ্য করল জানোয়ারটাকে, ওপাশে গাছে হাওয়া রিজের ওপর উঠতে চায়।

চূড়ায় ওঠার পর ক্লান্ত ঘোড়াটাকে পাঁই করে আবার ঘুরিয়ে নিল সে। তার পাশেই রয়েছে মেয়েটা। প্রায় চূড়ায় পৌঁছে গেছে ম্যাট। আচমকা অ্যারোয়োর পাদদেশ থেকে গর্জে উঠল একটা পিস্তল।

'ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে!' চেঁচিয়ে উঠল জিম। নিজের কালো ঘোড়াটাকে আবার সামনে বাড়াল। 'জলদি আগে বাড়ো!'



## দুই

একটা অগভীর বেসিনের সীমানায় এসে ঘোড়া থামাল ওয়েস কেনেডি। গোধূলির লালচে আভায় ওর তামাটে চেহারা আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। ঢেউ খেলানো পর্বতমালার ওপর একবার নজর চালাল ও। রাত নামছে। পর্বতমালার ওপর হালকা সোনালি একটা পর্দা নেমে আসছে যেন। কয়েক কদম দূরে শাদাটে বাদামী একটা খুদে গফার সারভেয়ারের স্টেকের মত দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে মাপছে ওকে, খুদে থাবা জোড়া গুটিয়ে রেখেছে বুকের কাছে, যেন নিঃসঙ্গ যাত্রীকে তার নিজস্ব জগতে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ঘাম আর ধুলোয় ভরা মুখ মুছল ওয়েস কেনেডি। এখানেই আজ রাতের মত ক্যাম্প করা যেতে পারে, ভাবল। সারাদিন অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, বাকস্কিনটার অবস্থাও কাহিল বলা যায়। ওদের দু'জনেরই বিশ্রাম দরকার। পেছনের একটা সাইডক্যানিয়নে ঝর্না দেখেছে ও, ওখানে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ানো আর নিজের ক্যান্টিন ভরে নেয়ার কাজটা সারা যাবে, বলল আপন মনে; আর এই বেসিনটা ঠাণ্ডা হাওয়ার তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপদ আশ্রয়ের কাজ দেবে। অন্ধকার ঘনালে দূরের মরু প্রান্তর থেকে হু-হু করে ধেয়ে আসতে শুরু করবে কনকনে হিম বাতাস, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল কেনেডি। লর্ডসবার্গে পৌঁছুতে আরও অন্তত দু'দিন লাগবে ওর, তারও দ্বিগুণ সময় প্রয়োজন হবে টুসান পর্যন্ত যেতে, তারপর শেষ হবে ডজসিটি থেকে শুরু করা ওর অন্তহীন

অনিশ্চিত যাত্রার। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছুতে চায় ও। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ: এবার আর কিছুতেই জুড ওয়েদারবির চাকরি হাতছাড়া হতে দেবে না। কিন্তু কেন যেন ওর মনে হচ্ছে কাজটা না-ও জুটতে পারে শেষ পর্যন্ত!

নির্দিষ্ট দিনে টুসানে যেতে না পারলে চাকরির আশা ছেড়ে দিতে হবে চিরদিনের মত—ওয়েদারবির সঙ্গে যোগ দেয়া হবে না আর কোনদিন। ওয়েদারবি এদেশের সেরা এবং বৃহত্তম ওয়্যাগন ট্রেইন অপারেটর। অনেক বছর ধরে এই কঠিন টাস্ক মাস্টারের দলে যোগ দেয়ার চেষ্টা করে আসছে কেনেডি, গত বছর একবার সেই সুযোগ এসেওছিল।

ওয়েস কেনেডি তখন ডেল উইলসের হয়ে কাজ করছিল: একটা ট্রেইল ড্রাইভের দায়িত্ব বর্তেছিল ওর কাঁধে। ড্রাইভটা শেষ করার ব্যাপারে ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল উইলসের কাছে। ওয়েদারবি খবর পাঠায় আউটরাইডার ক্যাপ্টেনের পদটা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, গেলেই যোগ দিতে পারবে।

প্রস্তাবটা ঝটপট লুফে নেয় কেনেডি। কেবল বেশি বেতন দেয় ওয়েদারবি তা নয়; সব সময়ই লোকের দরকার হয় তার; তার দেওয়া চাকরি গোর খননকারীদের মতই স্থায়ী। ওয়্যাগন মাস্টারের বরাবরে নিজের সম্মতির কথা দ্রুত পাঠিয়ে দিয়েছিল ও, হাতের কাজ শেষ করে নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত জায়গায় হাজির হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেল সব, ড্রাইভ শেষ করতে এক সপ্তাহ বেশি সময় লেগে গেল কেনেডির।

সেবার কেনেডির জায়গায় অন্য লোককে চাকরি দিয়ে শূন্য পদ পূরণ করার ব্যবস্থা নেয় ওয়েদারবি। চলে যাবার সময় কেনেডির জন্যে সংক্ষিপ্ত একটা বার্তা রেখে গিয়েছিল সে। ওয়্যাগন ট্রেইন যেখানে জড়ো হয় সেজায়গার আস্তাবল মালিকের কাছ থেকে দ্ব্যর্থহীন বার্তাটা পায় কেনেডি: মানুষকে তার মুখের কথায় বিচার করে, বলেছে ওয়েদারবি, ভরসা করে; কেউ যদি ওয়াদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তার সঙ্গে চিরদিনের



মত সম্পর্ক শেষ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

যা হোক, গত বছরই শেষ দিকে, ডজসিটিতে স্পেশাল ডেপুটির দায়িত্ব পালন করছিল ওয়েস কেনেডি, সৌভাগ্যক্রমে জুড ওয়েদারবির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওর। চাকরি খালি থাকলে যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে কেনেডি। কোন অজুহাত দেখায়নি ও তখন, কোন ভণিতার ধার ধারেনি, সোজাসুজি বলেছে: উইলসের কাছে ড্রাইভ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটাই রক্ষা করেছে গতবার। তারপর একটা অলৌকিক কাণ্ডই ঘটে গেল বলা যায়। ওকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিতে রাজি হয়ে গেল জুড ওয়েদারবি।

যথারীতি আবার ডাক এসেছে ওর। টুসানে গিয়ে ওয়েদারবির সঙ্গে যোগ দিতে হবে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার জন্যে একটা ওয়্যাগন ট্রেইন সংগঠিত হচ্ছে ওখানে। আউট-লদের উৎপাতের খবর পাওয়া যাচ্ছে আজকাল ওদিকটায়: মেক্সিক্যান, ইণ্ডিয়ান আর রেনিগেড আমেরিকানরা খুব জ্বালাচ্ছে। ওয়্যাগন ট্রেইনকে পাহারা দিয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে একজন শক্তিমান যোগ্য লোক দরকার। এধরনের কাজে ওয়েস কেনেডির জুড়ি নেই। কাজটা সে পছন্দও করে। বিনা দ্বিধায় তাই প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছে, যথাসময়ে টুসানে হাজির থাকার ওয়াদা করেছে ওয়েদারবির কাছে।

প্রয়োজনের চাইতে একদিন আগেই ডজ সিটি থেকে রওনা হয়েছে ওয়েস কেনেডি, যাতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। চলার পথে মনে মনে একটা পরিকল্পনাও খাড়া করেছে—টুসানে পৌঁছেই ড্রাইভের জন্যে প্রয়োজনীয় লোকজন রিক্রুট করবে। জনা ছয়েক ভাল লোক হলেই চলবে। অভিজ্ঞ এবং অস্ত্র চালনায় দক্ষ লোক বাছাই করবে। লোক জোগাড় করতে অবশ্য তেমন সময় লাগবে না। সারাদেশ ভবঘুরে লোকে বলতে গেলে গিজগিজ করছে, সামরিক বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে প্রায় সবার।

এমন একটা ট্রিপেরই অপেক্ষা করছিল এতদিন কেনেডি। এর আগে জীবনে একবার মাত্র সোনার দেশ ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার সুযোগ হয়েছিল ওর। খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল সেবারের সফরটা। আসল কথা—জুড ওয়েদারবির কাছে যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায় ও। একজন টপ ওয়্যাগন মাস্টারের অধীনে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায়। ফি বছর ট্রেইলে একটা রোমাঞ্চকর কাজের নিশ্চয়তা পাবে—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবার আর কিছুই ওকে ওর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না—কিছুই না!

কিন্তু আগে ওকে টুসানে পৌঁছুতে হবে। এবং চলার পথে একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে: ইন্ডিয়ানরা ঝামেলা শুরু করেছে। অ্যারিজোনার ক্যাম্প গ্র্যান্টে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার জের ধরে খেপে গেছে অ্যাপাচিরা। সমগ্র অ্যারিজোনা আর মেক্সিকোর অর্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তারা প্রতিশোধ নেবে বলে। ঘুরপথে আসতে গিয়ে ইতিমধ্যে আস্ত একটা দিন নষ্ট হয়েছে ওর। অবশ্য এখনও বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে ও—খুব একটা বেশি না, তবে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে পারলে তেমন সমস্যা হবে না, পুষিয়ে নেয়ার আশা আছে।

ইন্ডিয়ানদের হাঙ্গামার খবর পেয়ে আগে স্থির করা গার্ডের সংখ্যা বদলাতে বাধ্য হয়েছে কেনেডি, পরিকল্পিত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ লোক নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথেই বিপদের আশঙ্কা আছে, ধরে নেয়া যায়।

এখন প্রায় যুদ্ধকালীন অবস্থা, ভাবল ওয়েস কেনেডি। স্কাউটিংয়ের কাজ করেছে ও। পাকা তিন বছর ফরেস্টের অধীনে এবং অল্প কিছু দিনের জন্যে কনফেডারেট রেইডার জন মসবির সঙ্গে কাটিয়েছে। সেই সময় নিঃশব্দে দ্রুত চলাফেরা করার কৌশল রপ্ত করেছিল ও, কারণ তখন বাঁচতে হলে এছাড়া উপায় ছিল না কোন। প্রশিক্ষণে ওর কোন ত্রুটি নেই।



যুদ্ধকালীন বৈরিতার অবসান ঘটার পরেও সেই শিক্ষা অনেক কাজে এসেছে ওর। স্কাউটিং কিংবা আউটরাইডিংয়ের চাকরির অভাব হয়নি কোনদিন। ওর জন্যে সবার দুয়ার সবসময় অবারিত। মাঝে মাঝে ট্রেইল ড্রাইভিং কিংবা বুনো কোন শহরে আইন রক্ষার দায়িত্ব পালন করার সুযোগও পেয়েছে সে। এতে করে দ্রুত আশপাশে নাম ছড়িয়ে গেছে ওর। এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে জুড ওয়েদারবির মত ডাকসাইটে লোকও ওর খবর রাখে। কিন্তু প্রচারবিমুখ এবং খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক বলে কখনোই এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারেনি কেনেডি।

একা থাকতে পছন্দ করে ও, একাই চলাফেরা করে; খুব একটা বন্ধুবৎসল বলা যাবে না ওকে। তবে এটা কোন ব্যাপার নয়। আপন উদ্দেশ্য আর প্রতিশ্রুতির প্রশ্নেও নিরাপস; পয়েন্ট ফোর ফোর উইনচেস্টার কারবাইন চালানোর বেলায় ওর দক্ষতা তুলনাহীন। মাকড়শার জালের মত বিছিয়ে থাকা সীমান্ত এলাকার প্রতিটি ট্রেইল প্রায় ওর নখদর্পণে—এসবই অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে—এতটা যে, ওকে ঘিরে ইদানীং ছোটখাট একটা কিংবদন্তী জন্ম নিতে শুরু করেছে। ওর সুনামের কারণেই দূরের যাত্রীরা ওকে সঙ্গী হিসাবে পেলে স্বস্তি বোধ করে, নিরাপত্তা পায়।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ওয়েস কেনেডি। রোদ-হাওয়ার আক্রমণে তামাটে হয়ে গেছে ওর চেহারা, গম্ভীর অভিব্যক্তি। আবার পাইন আর জংলী গাছগাছালির দিকে এগিয়ে গেল। ঝর্নাটা ওদিকেই। ওর নড়াচড়ার ফলে গফারটা চারপায়ে ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়াল, পরক্ষণে সুড়ুৎ করে লুকাল ঝোপের ভেতর, একটা চাতালের নিচে উধাও হয়ে গেল।

ঘামে ভেজা হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দিল কেনেডি, আকাশের দিকে তাকাল একবার...পরিষ্কার...সামনে পূর্ণিমা, একটু পরেই যখন চাঁদ উঠবে, জোছনায় ভেসে যাবে চারদিক। দিনের বেলা ওর গেল্ডিংটা যদি

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে না পারত তাহলে সময় বাঁচানোর জন্যে হয়তো আরও কয়েক ঘণ্টা যাত্রা অব্যাহত রাখার কথা চিন্তা করত ও।

ঝর্নাটার উৎসস্থলে অগভীর গহ্বরটার চারপাশে ঘন হয়ে নানান জাতের গাছপালা জন্মেছে। ঘোড়া থামাল কেনেডি, নামল স্যাডল থেকে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে অস্বাভাবিক কোন শব্দ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল, এদিক ওদিক নজর চালাল। অবশেষে কাছেপিঠে আর কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে ঘোড়া নিয়ে পানির দিকে এগোল ও। ক্যান্টিন হাতে পুকুরটার পাড়ে চলে এল, পানিতে ছেড়ে দিল কনটেইনারটা, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে তেষ্টা মেটাল।

আশপাশে রাতের পরিচিত শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। এ ধরনের শব্দের সঙ্গে পরিচিত ও, তাই প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা করে চিনতে বেগ পেতে হলো না। উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। ডাহুকের কান্না, খরগোশের দৌড়ে যাবার শব্দ, তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় গিরগিটির কটকটিয়ে ওঠা—এসব স্বাভাবিক।

ঝর্নার কিনারায় নরম কাদায় হরিণের পায়ের ছাপ দেখতে পেল কেনেডি, ওগুলোর কাছাকাছিই রয়েছে কয়োটের পায়ের ছাপ। ঝর্নামাত্রেই জনপ্রিয় এবং অতি প্রয়োজনীয় একটা জায়গা, এটা আবার পড়েছে বিরাণ মরুভূমির কাছে, পশ্চিমেই রয়েছে মরুপ্রান্তর। হয়তো অনেক দূর থেকেও তৃষ্ণার্তরা তেষ্টা মেটাতে এখানে আসে।

ঘোড়ার খুরের ছাপ কিংবা মোকাসিনের চিহ্ন দেখতে পায়নি ওয়েস কেনেডি, তাই কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করছে ও মনে মনে। তবে এর ওপর ভরসা করা চলে না—জানে। অ্যাপাচিরা অবশ্যই প্রত্যেকটা ঝর্নার খবর রাখে, এটাও হয়তো নিয়মিতই ব্যবহার করে, কে জানে!

ক্যান্টিন পানি ভর্তি হলে সোজা হয়ে দাঁড়াল কেনেডি। এক মুহূর্ত অনড় থেকে পশ্চিমে নজর ফেরাল। অস্পষ্ট একটা শব্দ কানে এসেছে ওদিক থেকে। কিসের শব্দ বোঝার চেষ্টা করল ও। মনে হচ্ছে বেশ দূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ, নীরব পরিবেশে চাপা



শোনাচ্ছে। এখন একেবারে পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে কেনেডি। দু'চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। চেহারা দৃঢ় আবদ্ধ, চিন্তান্বিত। ওর ঠোঁটের একপাশ একটু কোঁচকানো—একটা ইয়াংকি মাসকিট বলের দাগ, মারফিসবারোতে প্রায় মরণ ডেকে আনতে যাচ্ছিল ওটা আরেকটু হলে। মানুষ হিসাবে অস্বাভাবিক লম্বা নয় ও, তবে ওর শারীরিক গঠনে কোন খুঁত নেই। চওড়া বুকের ছাতি, কাঁধজোড়া অবশ্য একটু চ্যাপটা মনে হয়।

হঠাৎ বাতাসের গতি বদলাল। নড়ে উঠল কেনেডিও। যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেছে আওয়াজটা। পিছু হটে ঝরা পাতার ওপর চলে এল ও, তারপর একটা শুকনো ডাল হাতে নিয়ে সামনে ঝুঁকে নিজের উপস্থিতির সব আলামত মুছে ফেলল সযত্নে। এবার বাঁকা পথে বাকস্কিনের কাছে ফিরে এল। ঘোড়া নিয়ে সরে আসার সময় ওটার খুরের চিহ্নও নষ্ট করল। গিরিখাতের উদ্দেশে এগোল এবার।

ক্যাম্প করার পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা। পানির উৎসের নিরাপদ দূরত্বে এটার অবস্থান। সব ধরনের প্রাণীর অধিকার আছে ঝর্নার পানির ওপর, যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক না কেন কারও উচিত নয় ওটাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ব্যবহার করা, এমনকি এক রাতের জন্যেও নয়, কারণ তাতে বুনো জন্তু-জানোয়ার ঝর্নার পানি থেকে বঞ্চিত হবে। ও যতক্ষণ আশপাশে থাকবে ততক্ষণ ওটার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না কেউ।

স্যাডলে চেপে শর্টকাট পথে আবার খুদে বেসিনে ফিরে এল কেনেডি। অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ করল এ মৌসুমে বেশ বৃষ্টি হয়েছে এদিকটায়। সব কিছুতেই কেমন ভেজা ভেজা একটা ভাব, তরতাজা পরিপুষ্ট দেখাচ্ছে। এবার হাঁটু সমান উঁচু হয়ে জন্মাবে ঘাস, কিছু দিনের জন্যে হলেও অভিযোগ বন্ধ রাখবে জনপদের র‍্যাঞ্চাররা।

বেসিনে আসার পর স্যাডল থেকে নামল কেনেডি। পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল ফের। নিস্তব্ধতার মাঝে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, কোন সন্দেহ নেই, সংশয়ের অবকাশ নেই কোন। একাধিক ঘোড়া—ছুটে আসছে উর্ধ্বশ্বাসে। অ্যাপাচি? হতে পারে, কিন্তু সন্দেহ আছে। কারণ কেবল নাল পরানো খুরের শব্দই এত দূর আসতে পারে। সামনের ওই রিজটার ওপাশের উপত্যকা থেকে এসেছে আওয়াজ এবং দূরত্বটা একেবারে কম নয়। অবশ্য এই উচ্চতায় শব্দ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে—হয়তো আরও দূর থেকে আসছে শব্দটা।

নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগল কেনেডি। হাওয়া গতি বদল করায় আবার মিলিয়ে গেল আওয়াজটা। কিন্তু, ভাবছে কেনেডি, এবার আগের তুলনায় অনেক কাছে ছিল শব্দটা। বেশ স্পষ্ট। ওর ধারণা জোরাল হচ্ছে: প্রতি মুহূর্তে এদিকেই আসছে ঘোড়াগুলো।

আপনা আপনিই সতর্ক হয়ে উঠল কেনেডি। নিবিড় পাইন বনে গা ঢাকা দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবল; ওদিকটায় অসংখ্য ড্র আর ক্যানিয়ন রয়েছে, ভাল কাভার পাওয়া যাবে।

আবার ঘোড়ার পিঠে চাপল ও, অন্ধকার-প্রায় ঢাল জরিপ করল। হ্যাঁ, গাঢাকা দেবে, দেরি করে ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এবার যে করেই হোক ওয়েদারবির সঙ্গে ঠিক সময়ে দেখা করতে হবে ওকে, দেরি করা যাবে না। আচমকা নীরবতা খান খান করে গুলির শব্দ ধাক্কা মারল ওর কানের পর্দায়। আবার জমে গেল কেনেডি। একটা নয়—কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠেছে। আধডজন, কমপক্ষে, সবগুলোই অবিরাম গর্জাচ্ছে। খুরের আওয়াজ এখন আরও জোরাল হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট এবং তীব্র—এদিকেই ধেয়ে আসছে।

এবার বৈপরীত্য ঘটল ওয়েস কেনেডির। খেপে গেল তলে তলে, প্রচণ্ড ক্ষোভে কুঁচকে উঠল ওর চেহারা। কারবাইনটা ঝট করে তুলে নিল হাতে। এই অসময়ে আবার কেন ঝামেলা দেখা দিল—নিজের চিন্তায় বাধা দিল ও—স্বার্থপরতার জন্যে গাল বকল নিজেকে। কি হলো ওর? সত্যি সত্যি কেউ বিপদে পড়ে থাকলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে



দেয়াটাই তো কর্তব্য। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই ওর। সাহায্য করতে ও বাধ্য।

গেল্ডিংয়ের পেটে স্পারের খোঁচা দিল কেনেডি। দ্রুত বেরিয়ে এল বেসিন ছেড়ে, রিজের উদ্দেশে এগোল। চূড়া থেকে কি ঘটছে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। রেনিগেড অ্যাপাচির কোন দলের পিছু ধাওয়া করছে একদল সৈন্য—যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে না, দূরেই থাকবে। সেনাবাহিনী জানে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়।

কিন্তু যদি অ্যাপাচিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে শাদা মানুষের কোন দল, অবশ্যই সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও, ওর ব্যক্তিগত মনোভাব যাই হোক না কেন। অ্যাপাচিরা এদেশে এখন সবার উদ্বেগের কারণ, আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন কারও পক্ষে বিপদগ্রস্তের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকা অসম্ভব।

একটা অপ্রশস্ত স্যাডল পেরিয়ে এল ও। স্যাডলটার নিচের প্রান্ত থেকে আরেকটা অনুচ্চ হগব্যাকের দিকে এগোল। এখন খুরের আওয়াজ আরও বেড়ে উঠেছে। ঝোপের শুকনো ডালপালার খস্‌খস্‌ আর পাথরের সঙ্গে ঘোড়ার খুরের ঘর্ষণের শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কেনেডি বুঝল আক্রান্ত লোকগুলো পাহাড়ের ওপাশ থেকে ছুটে আসছে, ওর দিকেই। চট করে ডানে ঘুরল কেনেডি, একটা জুনিপার ঝোপে গাঢাকা দিল।

গুলির শব্দ থেমে গেছে, তবে উপত্যকার ওপাশে কোথাও থেকে এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ইন্ডিয়ানদের হাঁকডাকের মত মনে হলো না; বোধ হয় সামনে পেছনে শাদা মানুষেরাই চিৎকার করছে। ব্যাপারটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল কেনেডি। আচমকা পাঁই করে ঘুরল ও, রিজের চূড়া থেকে আসা একটা আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। বুঝতে পারল ও, হাঁচড়েপাঁচড়ে চূড়ায় ওঠার জানপ্রাণ চেষ্টা করছে একটা ঘোড়া, হাঁপাচ্ছে ওটা, নাক সিটকাচ্ছে, দুড়দাড় শব্দ

তুলছে ওটার খুর। চামড়ার খস্‌খস্‌ শব্দও কানে এল ওর। আরোহীসহ ঘোড়াটা আচমকা ওর দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো।

দোহারা গড়নের লোকটা, ষাঁড়ের মত বিশাল গর্দান, মাথায় লাল চুলের জঙ্গল। লোকটার ফর্সা চেহারা উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে; দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট, ছোট ছোট চোখজোড়া কুঁচকে প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। তার কালো ঘোড়াটার শরীরের একপাশে রক্তের দাগ দেখে পরিস্থিতি কতখানি খারাপ বুঝে গেল ও।

এবার আরেকটা ঘোড়া উঠে এল রিজের চূড়ায়। বিশাল একটা বে, ওটার নাকের পাটা ফুঁসছে, চোখের শাদা অংশ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। স্যাডলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা মেয়ে, দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে স্যাডলহর্ন। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, ওর সব সৌন্দর্য যেন ভয়ের মুখোশে ঢাকা পড়ে গেছে। চূড়ায় উঠেই স্যাডলে সোজা হয়ে বসে পেছনে তাকাল মেয়েটা।

পাথুরে রিজের ওপর লাফিয়ে উঠে এল এবার আরেকটা ঘোড়া, উঠতে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ হবার দশা হলো ওটার। জানোয়ারটার দীর্ঘ কেশর আঁকড়ে ধরে রেখেছে ওটার আরোহী। প্রায় লুটিয়ে পড়তে গেল ঘোড়াটা। এক পাশ দিয়ে পিছলে পড়তে গেল সওয়ারী। লোকটার শার্টে গাঢ় একটা দাগ দেখতে পেল কেনেডি। আর দ্বিধা করল না ও, স্পার দাবিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। চরকির মত ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এল মেয়েটার সামনে। আচমকা ওকে উদয় হতে দেখে ভড়কে গেল মেয়েটা, পরক্ষণে তার দু'চোখে আশার আলো ফুটে উঠতে দেখল কেনেডি।

'আমাদের সাহায্য করো! প্লীজ!' প্রায় কান্নার সুরে বলে উঠল মেয়েটা, বে-টাকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। 'আউট-ল!'

মেয়েটার আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখজোড়ার দিকে একনজর তাকাল কেনেডি, আহত লোকটাকে দেখল; তারপর মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে



ধেয়ে গেল সামনে রিজের দিকে। 'ওদিকে চলে যাও তোমরা। আমি ওদের বাধা করব যাতে আমার পিছু নেয়,' বলল কেনেডি।

ওর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা, তারপরই সাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। ওর পাশে চলে এল লালচুলো। আহত লোকটাকে সামনে অবস্থান নেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দিল ওরা, তারপর তিনজন একসঙ্গে ঢালের উঁচু সীমানায় জন্মানো গাছপালার সারির দিকে ছুটে গেল।

তিনজন ঘোড়সওয়ার যে হগব্যাক পেরিয়ে এসেছে সেটার পাদদেশের দিকে ঘোড়া ছোটাল ওয়েস কেনেডি। আউট-লরা হয়তো খুব বেশি দূরে নেই—আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে যতটা মনে আছে—বোধ হয় একটা অ্যারোয়োতেই রয়েছে এখন ব্যাটারা। ওরা খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা শুরু করার আগেই যদি নাগাল পাওয়া যায় তাহলে হয়তো ঠেকানো যাবে।

## তিন

চূড়ায় পৌঁছে ক্ষণিকের জন্যে থামল কেনেডি। নিচের গাঢ় ছায়াময় ঝোপের মাঝে খস্‌খস্‌ শব্দ আর খসে পড়া নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ও। অ্যারোয়োতে পৌঁছে গেছে আউট-লরা, এমুহূর্তে ঢালের দিকে বাঁক নিচ্ছে তারা।

রাইফেল বাগিয়ে ধরল কেনেডি, আন্দাজের ওপরই পর পর ছ'টা গুলি চালাল শব্দ লক্ষ্য করে, পরক্ষণে বাকস্কিন সহ সরে এল একপাশে। চিৎকার জোরাল হয়ে উঠল আবার। গোটা তিনেক পাল্টা গুলির

আওয়াজ পাওয়া গেল।

'ওই পাথরগুলোর আড়ালে গাঢাকা দাও!' কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। 'ওরা লুকিয়ে পড়েছে!'

আরও ডান দিকে সরে এল কেনেডি। স্যাডল থেকে নামল ও, একটা খুদে সিডার গাছের সঙ্গে বাঁধল গেল্ডিংয়ের লাগাম। এবার আধো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে কান্ খাড়া করে শুনতে লাগল ওঅশের তলদেশ থেকে ভেসে আসা পদশব্দ; নড়াচড়া করছে লোকগুলো, সাবধানে শব্দ গোপন করার চেষ্টা করল। মনে মনে আউট-লদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল কেনেডি, তারপর ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল, খানিকটা ঘুর পথে এগোচ্ছে।

'রাইট, এখানে ঘোড়ার সঙ্গে থাকো তুমি,' আবার একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'ঠিক আছে, জন।'

থামল কেনেডি, লোক দুটোর অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল। প্রথম লোকটা ওর থেকে আনুমানিক গজ দশেক বাম দিকে রয়েছে, ঢালের পাদদেশের কাছাকাছি; রাইট আর ঘোড়াগুলো রয়েছে ঠিক ওর নিচে, অ্যারোয়োর মুখের কাছে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আবার সামনে পা বাড়াল কেনেডি। মনে মনে ভাবল: লালচুলো রাইডার ওকে সাহায্য করার জন্যে সঙ্গে এলে সুবিধা হত। উল্টোদিক থেকে কেউ আউট-লদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারলে ওর পক্ষে কাজ হাসিল করা নিঃসন্দেহে অনেক সহজ হয়ে যেত।

খেড়ের নিচে পৌঁছে গেল কেনেডি, পায়ের তলায় বালুময় তলদেশের উপস্থিতি টের পেল। আবার থামল ও। আউট-লদের চারজন এমুহূর্তে ওর মাথার ওপর রয়েছে। ওদের দম ফেলার প্রলম্বিত শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, বুটের মচ্-মচ্ আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। হগব্যাকের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওরা, ধরে নিয়েছে সঙ্গীদের সঙ্গে ঝোপ আর পাথরের স্তূপের আড়ালে গাঢাকা দিয়েছে



মেয়েটা।

উবু হয়ে অন্ধকার ছায়ার আড়ালে দ্রুত পায়ে ওঅশ বরাবর সামনে এগোল কেনেডি, ওর দুই চোখ রাইট আর ঘোড়াগুলোকে খুঁজছে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে গেছে এখন, নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে বিশাল থালার মত চাঁদ, চারপাশ উজ্জ্বল আভায় ঝলমলিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

রাইটকে দেখতে পেল কেনেডি। বড়সড় একটা পাথরের আড়াল নিয়ে বসে রয়েছে লোকটা, বাম হাতে পাঁচটা ঘোড়ার লাগাম ধরা, ঘাড় উঁচু করে ঢালের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মাথার ওপর কোথাও একটা পাথর খসে পড়ল, সশব্দে গড়িয়ে নেমে এল ওটা, ওঅশের তলদেশে আঘাত করল অবশেষে। গজগজিয়ে উঠল ওপরের একজন। বিজবিজ করে জবাব দিল আরেকজন। আলতো পায়ে ফের সামনে বাড়ল কেনেডি, খুব সাবধানে।

কিন্তু একটা ঘোড়া ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল, আতঙ্কিত ভঙ্গিতে নড়ে উঠল জানোয়ারটা। সামাল দেয়ার জন্যে চামড়ার লাগাম ধরে টান দিল রাইট, কিঞ্চিৎ বাঁকাল ঘাড়। ঠিক এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওয়েস কেনেডি। খুদে একটা বৃত্তের আকারে কারবাইনটা হাঁকাল সপাটে। মাথার একপাশে রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেলো লোকটা, বিদ্‌ঘুটে একটা শব্দ হলো সংঘর্ষের। বিনা আপত্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রাইট, ছাড়া পেয়ে সরে গেল ঘোড়াগুলো।

'সব ঠিক আছে তো, অ্যাল?' প্রশ্ন শোনা গেল ওপর থেকে।

লম্বা একটা দম নিল কেনেডি। 'আলবৎ!' ভূপাতিত আউট-লয়ের কণ্ঠস্বর নকল করার চেষ্টা করে জবাব দিল।

'ঘোড়াগুলোর কি হলো?'

উত্তেজিত ঘোড়া আর ঢালের মাঝ বরাবর একটা জায়গায় অবস্থান নিল ওয়েস কেনেডি।

'কিছু না...খরগোশ দেখেছে বোধ হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আরে, এ তো অ্যানের গলা না! অন্য কেউ রয়েছে ওখানে!'

ঘোড়াগুলো রয়েছে কেনেডির নিচে। অন্ধকারে লক্ষ্যহীন একটা গুলি চালাল ও। নিমেষে দৌড়ুতে শুরু করে দিল পশুর দল। ঝড়ের বেগে অ্যারোয়ো বরাবর দূরবর্তী উপত্যকার উদ্দেশে এগিয়ে গেল। চিৎকার শোনা গেল ঢালের চূড়া থেকে। পাঁই করে ঘুরেই বাম দিকের আগাছাঝোপের দিকে দৌড় লাগাল কেনেডি।

'ঘোড়াগুলো পালাচ্ছে! জলদি চলো—'

মৃদু হাসল কেনেডি, চলার গতি বাড়াল। দুড়দাড় করে আবার অ্যারোয়োর তলদেশে নেমে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে আউট-লয়ের দল—ঝোপের খস্‌খস্ আর পাথর গড়ানোর শব্দে বুঝতে পারল ও। দেরি করল না কেনেডি, কেউ যদি ওর আর বাকস্কিনের মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করে বসে মহা মুসিবত হয়ে যাবে তাহলে।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাথার ওপর বিশ্রী একটা আওয়াজ শুনতে পেল কেনেডি। ওর পথরোধ করে দাঁড়াল বিশাল চেহারার এক লোক। ওকে দেখে চমকে গেল আউট-ল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; খাড়া ঢালের ওপর থাকায় তাল হারাল সে, এদিক-ওদিক দুলতে লাগল অদ্ভুতভাবে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে।

'এই যে!' চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'ব্যাটা এখানে!'

দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল কেনেডি, শত্রুর তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থান, ঝাঁপিয়ে পড়া লোকটার চলার পথ থেকে নিমেষে এক পাশে সরে গেল ও। রাতের আবছা অন্ধকারে গর্জন ছাড়ল একটা পিস্তল। কেনেডির পেছনে কোথাও পাথরে টক্কর খেয়ে হারিয়ে গেল বুলেটটা।

ওর পাশ দিয়ে এক রকম ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল হানাদার আউট-ল, আবার গুলি করল কেনেডি। লোকটার কাঁধে লাগল আঘাতটা, পতন ত্বরান্বিত করল; ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে সোজা ঝোপের ওপর গিয়ে



পড়ল সে।

ভূতের মত নড়ে উঠল কেনেডি, কোন শব্দই করছে না বলতে গেলে। বাকি আউট-লরাও এখন ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। জোর গলায় বারবার প্রশ্ন করছে, জবাব শোনার জন্যে তারা অধীর। আবার গুলির আওয়াজ হলো, গুমগুম করে সাড়া দিল প্রতিধ্বনি। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল অন্ধকার থেকে।

'আরে, ধ্যেৎ, আমি তো! বুঝে শুনে গুলি চালাও!'

চূড়ায় পৌঁছে গেল আবার ওয়েস কেনেডি, কোন্ দিকে যাবে স্থির করতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগল একটু। ডানদিকে থাকার কথা বাকস্কিনের। চট করে ঘুরে ঘোড়াটা যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে চলে এল ও। ওর ঠিক নিচে ঢালের পাদদেশ থেকে সতর্ক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। হ্যাঁচকা টানে বাকস্কিনের লাগাম খুলে স্যাডলে উঠে বসল কেনেডি। অ্যারোয়োর দূর প্রান্ত থেকে একটানা ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে কানে। এখনও দৌড়ুচ্ছে জানোয়ারগুলো।

আউট-লরা আপাতত পিছু ধাওয়া করার কথা ভুলে যেতে বাধ্য হবে, ভাবল কেনেডি। আগামী কয়েক ঘণ্টা ঘোড়া রাউণ্ডআপের কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে তাদের। বাকস্কিন ঘুরিয়ে হগব্যাক্সের সমান্তরাল দীর্ঘ গ্রেড বরাবর এগোতে শুরু করল কেনেডি। রিজের দিকে যাচ্ছে।

আকস্মিক উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে। সহসা কেনেডির মনে প্রশ্ন জাগল: কিসের মধ্যে জড়াল ও নিজেকে? অন্যের সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামানোর শপথ করেছিল, ভঙ্গ করেছে সেই প্রতিজ্ঞা। লড়াইতে জড়িয়ে যাবার পুরস্কার হিসাবে এখন ওর কপালে জুটেছে একটা মেয়ে, একটা আহত লোক আর মারপিটে অনুৎসাহী একজন স্বার্থপর শাদা পুরুষ!

রাগের সঙ্গে থুতু ফেলল কেনেডি। ওর মূল্যবান সময় নষ্ট হবার প্রচণ্ড আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, অথচ অপচয় করার মত সময় ওর হাতে

নেই! এবার যদি নির্দিষ্ট সময়ে টুসানে হাজির হতে না পারে তাহলে জুড ওয়েদারবির অধীনে কাজ করার কথা ভুলে যেতে হবে চিরদিনের জন্যে! বুড়ো ওয়্যাগন মাস্টার দ্বিতীয় দফা ওয়াদার খেলাপ বরদাস্ত করার মত লোক নয়।

নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেকে গালমন্দ করল কেনেডি, এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

## চার

গাছপালার সীমানার খানিকটা ভেতরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল তিনজন, এখনও ঘোড়ার পিঠেই রয়েছে তারা।

'ওরা কি চলে গেছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ওয়েস কেনেডি। 'বেশ কিছু সময় ব্যস্ত থাকবে ওরা।' আহত রাইডারের দিকে তাকাল এবার। 'কি অবস্থা ওর?'

'খারাপই তো মনে হয়। ওকে নামাতে যাচ্ছিলাম আমরা, তারপর মনে করলাম তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল হবে। ওরা—মানে আউট-লরা কি আবার আসবে—কি মনে হয়?'

'আসবেই,' বলে উঠল লালচুলো ঘোড়সওয়ার, 'কিছুতেই বিশ হাজার ডলার খোয়া যেতে—' পলকে চুপ মেরে গেল সে, মাটির দিকে চোখ ফেরাল।

এক মুহূর্ত নীরব থাকল কেনেডি, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ,' বলল মেয়েটার উদ্দেশে।



পাশের কালো ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা আহত রাইডারের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমরা এখন কি করব তাহলে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'এখান থেকে সরে পড়ো,' বলল কেনেডি, 'তোমাদের কোথায় খোঁজ করতে হবে বুঝতে ওদের কোন অসুবিধা হবে না।'

বাকস্কিনের পেটে খোঁচা দিয়ে ওটাকে সামনে বাড়াল কেনেডি, আহত রাইডারের ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল হাতে। 'আমার কাছাকাছি থাকো তুমি,' মেয়েটাকে বলল ও, তারপর লালচুলোর দিকে তাকাল।

'আমাদের পেছন পেছন আসো তুমি—প্রয়োজনে তোমার বন্দুকটা কাজে লাগিয়ো, দ্বিধা কোরো না। তখন ওদিকে অ্যারোয়োয় আমার অনেক উপকারে আসতে পারতে তুমি। দু'জনে মিলে অনায়াসে পুরো দলটাকে চিরদিনের জন্যে পিছু হটতে বাধ্য করতে পারতাম হয়তো বা।'

লালচুলোর হাবভাব কেমন যেন রূঢ়, কাঠখোট্টা সুরে জবাব দিল সে, নড়ে উঠল তার বিশাল দেহ। 'আমি মনে করলাম, ম্যাট মারাত্মক চোট পেয়েছে, তো নিজের কাছে থাকাটাই ভাল হবে।'

লিজ...মেয়েটার নাম নিঃসন্দেহে। আহতজনের নাম ম্যাট। দশাসই রাইডারের দিকে তাকাল কেনেডি। 'তোমাকে কি বলে ডাকব?'

'জিম। জেমস বেনসন আমার নাম। ও আমার পার্টনার ম্যাট কনর। আর ও এলিজাবেথ—লিজ। ম্যাটের বোন।'

'ঠিক আছে, জিম। চোখ কান খোলা রেখো।'

গোলাকার মাথা দুলিয়ে সায় দিল বেনসন। 'ওরা যদি কাছেপিঠে না থাকে—'

'এদিকে আউট-লরাই একমাত্র উৎপাত নয়,' সরাসরি জবাব দিল কেনেডি, তারপর সামনে বাড়ল।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ম্যাটের পেছনে চলে এল লিজ; লাইনটা তৈরি না

হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেমস বেনসন, তারপর সবার পেছনে রওনা হলো।

'ইণ্ডিয়ানদের কথা বলছ?' জানতে চাইল।

'অ্যাপাচি।' সাফ জবাব ওয়েস কেনেডির। অস্পষ্ট একটা পথ বেছে নিয়েছে ও। সোজা আরও উঁচু পাহাড়ের দিকে চলে গেছে ওটা।

ভারি কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল আহত ম্যাট কনর। চট করে তার পাশে চলে গেল লিজ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্যাকাসে চেহারা জরিপ করল, তারপর চোখ তুলে কেনেডির দিকে তাকাল।

'খুব কষ্ট পাচ্ছে ও। বেশি দূরে যেতে হবে নাকি আমাদের?'

'মেইন ট্রেইল থেকে সরে যেতে হবে—অন্তত মাইল খানেক।'

'ততক্ষণ ও টিকতে পারবে না বোধ হয়!'

অধৈর্য ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কেনেডি। 'টিকতেই হবে ওকে। আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না।'

চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখন, জোছনায় চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। দূর থেকে কয়োটের আর্তনাদ ভেসে আসছে। ওদের চলার শব্দে মাথার ওপর ঘন পাইন পাতার আড়াল থেকে একবার ডেকে উঠল একটা নাম-না-জানা পাখি।

দক্ষিণে বাঁক নিল রাস্তাটা, তবু এগিয়ে চলল কেনেডি, দিক পরিবর্তন গ্রাহ্য করল না। গাছপালার মাঝ দিয়ে এগিয়ে বিশাল পাথরের স্তূপের পাশ ঘেঁষে অবশেষে একটা অনুচ্চ রুক্ষ চেহারার ব্লাফের কাছে পৌঁছুল ওরা। এখান থেকে উত্তরে বাঁক নিয়ে আরও খানিকক্ষণ এগোল কেনেডি, ঘাসে ছাওয়া একটা ছোট স্যাডল পেরিয়ে তিনজন সঙ্গীসহ এক চিলতে ফাঁকা মাঠে পৌঁছুল সে। চারপাশের ঘন ঝোপ আর বোল্ডার ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে।

'এবার বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে,' রাশ টানতে টানতে বলল কেনেডি।

স্যাডল থেকে নেমে পড়েছে লিজ, কেনেডির আগেই ভাইয়ের



পাশে চলে এল। দ্রুত মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল কেনেডি, আহত রাইডারের বগলতলায় আলগোছে হাত ঢুকিয়ে নামিয়ে আনল স্যাডল থেকে। কেনেডি দায়িত্ব নেয়ামাত্র অন্য কাজে হাত দিয়েছে লিজ, ভেজা নরম মাটির ওপর একটা ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে নিয়েছে সে। কনরকে সেখানে শুইয়ে দিল কেনেডি।

দুর্বল ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ম্যাট কনর। 'অনেক ধন্যবাদ। এরচেয়ে দূরে বোধ হয় যেতে পারতাম না!'

'শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে তুমি,' বলল লিজ, ভাইয়ের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, ব্ল্যাংকেটের একটা কোনা ধরে প্যাঁচাচ্ছে।

মাথা নাড়ল ম্যাট কনর। 'ভেব না…আমি ঠিকই আছি—মানে আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব আরকি!'

'অমন করে বোলো না!' ধমকের সুরে বলল লিজ। 'একটু বিশ্রাম নিলেই আবার চলতে পারবে তুমি।'

আবার মলিন হাসল ম্যাট, কেনেডির দিকে তাকাল। 'তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানতে পাইনি।'

'ওয়েস কেনেডি।'

'কেনেডি…সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।'

*এছাড়া কিছু করার ছিল না!* ভাবল কেনেডি। ও অন্য কোন দিকে মাইল খানেক দূরে থাকলে এ মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অবকাশ থাকত না আর মাথায় এই চিন্তাও জন্মাত না যে এদের সাহায্য করতে গিয়ে আবার ওয়েদারবির চাকরিটা হারাতে হবে কি না! কিন্তু এ-নিয়ে কোন মন্তব্য করল না কেনেডি, কেবল বলল: 'আমি তোমার পিঠের ক্ষতটা একটু পরখ করি।'

'দরকার নেই,' আস্তে করে জবাব দিল কনর। 'বুলেটটা একেবারে আর্টারি ছিঁড়ে দিয়েছে। মনে হয়—আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

সামনে ঝুঁকে পড়ল লিজ কনরের মাথা। নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কাঁপা হাত তুলে ওর বাহু ধরল ম্যাট।

'শোনো, লিজ—এর কোন—দরকার নেই।'

ভারি হয়ে এল কনরের জিভ। কথাগুলো অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ঠেকতে লাগল। নিজের আঘাতের ভয়াবহতা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে সে, শরীরের ভেতরে রক্তক্ষরণের ফলে দ্রুত আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে তার। এক ঘন্টা কিংবা হয়তো তারও কম সময় বাঁচবে ম্যাট কনর নামের মানুষটা।

'কেনেডি—'

মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার কথা ভাল করে শোনার জন্যে তার পাশে উবু হয়ে বসল কেনেডি। 'এই যে আমি।'

'আমার একটা—উপকার—করবে?'

কেনেডির মনে যুগপৎ ক্ষোভ আর হতাশার ঢেউ খেলে গেল একটা, জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল ও, অবশেষে বলল, 'অবশ্যই।'

'আমার বোন—লিজকে—সামনের শহরটায় পৌঁছে দিয়ো··· জিমকেও। তুমি ওদের দেখবে জানলে···অনেক স্বস্তি পেতাম।'

চিন্তিত চেহারায় নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল কেনেডি, নড়ে উঠল ওর কাঁধজোড়া। 'বেশ, তাই হবে।'

'তোমার পরিশ্রমের মূল্য দিতে রাজি আছি,' কেনেডির মুহূর্তের দ্বিধাকে ভুল বুঝে ফস্ করে বলে বসল জিম বেনসন, 'যুক্তিসঙ্গত যে কোন অঙ্কের—'

লালচুলো লোকটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ওয়েস কেনেডি। 'কোন মজুরি চাই না আমার!' ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল ও।

ম্যাটের রক্তশূন্য ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল আবার। 'জিমের—কথায়—মনে কিছু নিয়ো—না। খারাপ অর্থে—কথাটা বলেনি ও! ও ভাল-মানুষ!'

দু'হাতে ম্যাটের হাত চেপে ধরল লিজ। 'এবার চুপ করো! আর কথা বোলো না!'

'কেন? আমার—তো আর চুপ থাকার—প্রয়োজন নেই। আমি যেখানে যাচ্ছি—সেখানে···কথা বলতে—ভাল লাগছে আমার। আচ্ছা,



পানি—হবে—খাওয়াতে পারো?'

উঠে দাঁড়াল কেনেডি, দ্রুত বাকস্কিনের কাছে এল, নিজের ক্যান্টিনটা হাতে নিল, ওটা লিজকে দিয়ে খোলা জায়গাটার সীমানায় চলে এল ও, দীর্ঘ ঢাল বরাবর নজর চালাল। গাছপালা নিবিড় হয়ে জন্মেছে, বেশি দূর দেখতে পেল না, তবে আশপাশ নিঝুম বলেই মনে হলো।

'ভাল—বেশ ভাল,' আবার কনরের কাছে ফিরে আসতেই বিড়বিড় করে উচ্চারিত কথাগুলো শুনতে পেল কেনেডি। ওর দিকে তাকাল কনর, অনেক কষ্টে দৃষ্টি স্থির রাখল।

'আমরা মাইনিং···পিপল···কলোরাডোর। অনেক দিন—বহু বছর—ধরে করছি কাজটা। সেই—যুদ্ধের পর থেকে···জিম আর আমি—মাইনিং করে আসছি···আর লিজ—ঘরের কাজ দেখাশোনা করত···রান্না-বান্না···'

বিষম খেলো কনর, ক্যান্টিনটা আঁকড়ে ধরল শক্ত করে। পানি খেতে ওকে সাহায্য করল মেয়েটা। আবার এলিয়ে পড়ল কনর। 'শেষ পর্যন্ত ভাল একটা স্টেক জুটে গিয়েছিল···অ্যারিজোনার দিকে যাচ্ছিলাম আমরা···নতুন জায়গা। ভেবেছিলাম—কোন একটা ব্যবসা-ট্যাবসা—শুরু করব···'

'তোমাদের স্টেকের ওপরই আউট-লদের নজর পড়েছে,' বলল কেনেডি।

ভুরু কোঁচকাল কনর। 'হ্যাঁ—নজর পড়েছে!' নড়ে উঠল সে, উঠে বসার চেষ্টা করল। 'ভুল হয়ে গেছে—জিম—ভুল হয়ে গেছে···আমাদের উচিত হয়নি···মোটেই না—'

'ভাগ্য একটু ভাল হলে ঠিকই সফল হতাম আমরা,' বিরক্তির সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠল বেনসন। 'ভাগ্যটা যদি একটু সাহায্য করত—আর কিছু লাগত না। তবে দেখো, ম্যাট, ঠিকই পারব আমরা, কেনেডি আমাদের নিরাপত্তার দিকটা দেখবে বলেছে তো! এ নিয়ে অযথা

দুঃশ্চিন্তা কোরো না। নিজের জন্যেও ভেব না তুমি, কোন কষ্ট হবে না ওর।'

'শুনে খুশি হলাম…আরও কিছু যদি করতে পারতাম!'

'আমি তো কোনদিন বেশি কিছু চাইনি!' অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল লিজ। 'পুরো ব্যাপারটা নিষ্ঠুর আর অন্যায় বলে মনে হচ্ছে আমার। যেই আমরা একটু আশার আলো দেখলাম—তুমি—'

'উঁহুঁ—আমার জন্যে—কেঁদো না…আমি তোমাকে সুখী করার কথা—ভেবেছিলাম…জিম…খুব ভাল মানুষ ও…তুমি—সুখেই থাকবে…।'

'তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, ম্যাট,' বলল বেনসন।

লম্বা করে দম নিল ম্যাট কনর, হীরা খচিত মখমল আকাশের দিকে তাকাল। 'চমৎকার—দারুণ রাত—চোখ বোজার উপযুক্ত বটে!' ভুরু-জোড়া কুঁচকে উঠল তার। 'ওই—লোকগুলো…কোথায়—?'

'উপত্যকার ওদিকে,' বলল কেনেডি, 'ঘোড়া সামাল দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

কনরের চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়ল আবার। 'সেই কলোরাডো থেকে—এই পর্যন্ত…টেরই পাইনি…আচমকা একেবারে কাছে এসে পড়ল…সব কিছু—কেমন যেন—উল্টাপাল্টা হয়ে যায় সব সময়!' কেঁপে উঠল লোকটার শরীর, ফের উঠে বসার চেষ্টা করল।

'ওরা—এখানে—আমাদের—ধরে ফেলবে না তো? ঠিক জানো, কেনেডি?'

'কোন সম্ভাবনাই নেই,' জবাব দিল কেনেডি, আস্তে করে ওকে আবার শুইয়ে দিল। ম্যাট কনরের সময় ফুরিয়েছে। কর্কশ হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর, কথাগুলো বোঝাই যায় না। কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার।

'ভাগ্যিস—তুমি এসে পড়েছিলে…আমাদের সাহায্য—করেছ…'

আবার কাঁদতে শুরু করল লিজ। ওর পেছনে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করে দেশলাই জ্বালল জিম বেনসন, ধরাল।



নীরবতার মাঝে কেবল ম্যাট কনরের নাভিশ্বাসই শোনা যায়। একটা কয়োটের ডাক ভেসে এল দূর থেকে। কয়োটেই তো? ভাবল কেনেডি।

'জিম,' হঠাৎ ডাকল কনর, 'জিম!'

দ্রুত সামনে এগোল বেনসন। 'এই তো আমি, ম্যাট!'

'লিজকে—তোমার হাতে—সঁপে গেলাম…ওকে—দেখে রেখো! আমি…তোমার…ওপর…ভরসা করে…'

প্রচণ্ড খিচুনিতে আবার কেঁপে উঠল কনরের পুরো শরীর, কথা শেষ করতে পারল না। সামনে ঝুঁকে পড়ল বেনসন, বোঝার চেষ্টা করল কথাগুলো। মাইনারের নিঃসাড় চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল কেনেডি, মাথা নাড়ল অবশেষে।

'মারা গেছে ও,' আস্তে করে বলল।

## পাঁচ

আপন ভাইয়ের লাশের পাশে বসে নীরবে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল লিজ কনর, কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার শরীর। অবশেষে সামনে এগিয়ে এল জিম বেনসন, কাঁধ ধরে জোর করে দাঁড় করাল ওকে।

'তুমি একটুও ভেব না, লিজ,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে, 'ম্যাট যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবে তোমার দেখাশোনা করব আমি।'

বেনসনের আলিঙ্গনে ধরা দিল না মেয়েটা, তবে পিছিয়ে যাবার লক্ষণও দেখা গেল না তার মাঝে, স্রেফ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। ম্লান জোছনায় ছিপছিপে লাগছে ওর কাঠামোটাকে।

'ম্যাটকে কবর দিতে হয় যে,' অযথাই আবার কথা বলে উঠল বেনসন।

চোখ তুলে এবার কেনেডির দিকে তাকাল লিজ। 'ওর জন্যে চার্চ-সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যেত যদি—নিয়মকানুন সব পালন করা গেলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু লর্ডসবার্গ এখান থেকে নিশ্চয়ই অনেক দূরে!'

মাথা দোলাল কেনেডি।

ঢাল বরাবর নজর বোলাল লিজ কনর। 'এখানেই চলবে। পাহাড়পর্বত ভালবাসত ও। আমার বিশ্বাস চিরনিদ্রার জন্যে মনে মনে এমন জায়গাই আশা করত ও।'

কনরের লাশের পাশে চলে এল কেনেডি, লিজের দিকে তাকাল। 'তুমি চাইলে ওখানে পাথরগুলোর কাছে অপেক্ষা করতে পারো—' খানিক দ্বিধার সঙ্গে বলল ও।

ভাইয়ের ওপর আবার ঝুঁকে পড়ল লিজ। 'আমরা কনররা নিজেদের সামলে রাখতে জানি,' জবাব দিল সে। 'আমি ম্যাটের দিকে খেয়াল রাখছি, তোমরা বাকি কাজ সেরে নাও।'

কবর খোঁড়ার মত কোন যন্ত্র নেই ওদের কাছে। আশপাশে একটু নজর চালাতেই একটা ব্লাফের পাদদেশে গহ্বর মত একটা জায়গা দেখতে পেল কেনেডি, শক্ত-ডাল দিয়ে জেমস বেনসনের সঙ্গে ওটাকে আরও গভীর করল ও। এবার বেশ কিছু পাথর বয়ে নিয়ে এল গর্তটার কাছে। লিজের দিকে তাকাল এবার কেনেডি।

ইতিমধ্যে ব্ল্যাংকেটে ভাইয়ের লাশ মুড়ে নিয়েছে লিজ, দড়ি দিয়ে ওটার দু'প্রান্ত শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। কেনেডি আর বেনসন এগিয়ে যেতেই সরে দাঁড়াল সে, অপেক্ষা করতে লাগল। ওরা দু'জনে ধরাধরি করে ম্যাট কনরের লাশ সদ্য তৈরি কবরের ধারে নিয়ে এল, আলগোছে নামিয়ে দিল ভেতরে।



সরে এল কেনেডি, শেষ বারের মত শোক প্রকাশের সুযোগ দিতে চাইল মেয়েটাকে। কিন্তু কোন কিছু না ভেবেই কবরের পাশে রাখা মাটির স্তূপে ঠেলা দিতে শুরু করল বেনসন, ব্ল্যাংকেট মোড়া লাশের ওপর ঝুপাঝুপ মাটি পড়তে লাগল। এগিয়ে গিয়ে ঝট করে লোকটার বাহু আঁকড়ে ধরল কেনেডি।

'এসো, ট্রেইলের দিকে একবার নজর বুলিয়ে আসা যাক,' কর্কশ কণ্ঠে বলল তাকে।

কেনেডির দিকে তাকাল বেনসন, রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। তবে আপত্তি না করে ওর পেছন পেছন ফাঁকা মাঠের সীমানায় চলে এল সে। ভাইয়ের উন্মুক্ত কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল লিজ, মাথা নোয়ান। চাঁদের আলোয় ছোট এবং শিথিল দেখাচ্ছে ওকে। দূর থেকে তাকে জরিপ করল বেনসন।

'নিদারুণ আঘাত পেয়েছে বেচারা।'

কোন জবাব দিল না কেনেডি। বেনসন লোকটাকে কেন কে জানে সহ্য করতে পারছে না, কিন্তু অপছন্দ করার নির্দিষ্ট কোন কারণও শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে এপর্যন্ত। লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তার সম্পর্কে বিরূপ করে তুলেছে ওর মনোভাব।

'তবে ঠিক হয়ে যাবে,' আবার বলল বেনসন, 'আমি দেখব সেটা। আসলে কি জানো, সুবিধাজনক কোন একটা জায়গায় পৌঁছুতে পারলেই বিয়ের ঝামেলা সেরে ফেলার কথাটা আগেই স্থির করে রেখেছি আমরা।'

নড়ে উঠল কেনেডি, পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে আছে ও...এ ধরনের কোন ব্যবস্থাই এখন দরকার মেয়েটার; স্বামী হিসেবে সে কাকে বেছে নিচ্ছে তা নিয়ে ওর অবশ্য কোন মাথাব্যথা নেই। একাকী একটা মেয়ের পক্ষে সীমান্ত কোন অর্থেই নিরাপদ নয়, বিশেষ করে সে যদি লিজ কনরের মত অল্প বয়সী আর সুন্দরী হয়। তাছাড়া এ মেয়েটা প্রচুর টাকার মালিক...কিন্তু, কেনেডি ভাবছে, জিম বেনসন সম্পর্কে মেয়েটার

মনোভাব কি? যতটা ওর চোখে পড়েছে, লিজের হাবভাবে একবারের জন্যেও মনে হয়নি যে বেনসনের সঙ্গে শিগগিরই তার বিয়ে হতে যাচ্ছে—ধারণাটা তার পছন্দ, এমনটাও মনে হয় না!

'ওর কি মত আছে এতে?'

খ্যাপাটের মত ভুরুজোড়া কুঁচকে ফেলল বেনসন। 'নিশ্চয়ই, কেন থাকবে না! অনেক আগেই স্থির হয়ে আছে ব্যাপারটা। ম্যাট তো বলতে গেলে—'

'হয়তো ম্যাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল ওটা, লিজের নয়—'

থুতনির খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঘষা লাগাল বেনসন। চাঁদের রূপালি আলোতেও তার চেহারার লালচে ছোপটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, খেপে গেছে সে।

'সে কিন্তু কখনও আপত্তি করেনি। কিন্তু তোমার এ নিয়ে এত উৎসাহের হেতুটা কি, অ্যাঁ?'

লোকটার কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে আসছে টের পেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল কেনেডি, 'আমার উৎসাহ থাকার কি আছে!' বলল নিরাসক্ত কণ্ঠে।

'না থাকলেই তোমার জন্যে মঙ্গল!' প্রায় ধমকের সুরে বলল এবার বেনসন, হঠাৎই খেপে গেছে। 'এটা আমার ব্যাপার, ঠিক আছে? তুমি এখানে নাক গলাতে এসো না!'

চেহারায় কোন ভাবান্তর হলো না কেনেডির, আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'নাক গলানোর স্বভাব নেই আমার। তবে কেউ আমার ওপর খবরদারি করতে এলে ঠিকই তাকে—'

'আমি—আমি বোধ হয় এবার তৈরি!'

লিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কেনেডি, কথা শেষ করার ফুরসত হলো না। বেনসনকে এক রকম ঠেলে পাশ কাটিয়ে কবরের পাশে চলে এল ও। মাটি ঠেলে ভরতে শুরু করল গহ্বরটা। এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে হাত মেলাল বেনসন। দ্রুত কবর দেয়ার কাজটা শেষ করল ওরা। তারপর আগেই জোগাড় করা পাথর দিয়ে একটা ঢিবি বানাল কবরের



ওপর।

একজোড়া কাঠের টুকরো ফিতে দিয়ে বেঁধে খুদে আকৃতির একটা ক্রুশ বানিয়ে নিয়েছে লিজ কনর, ওটা হাতে এখন দাঁড়িয়ে সে। কেনেডিদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লিজ, তারপর সামনে বেড়ে পাথুরে ঢিবির মাথার কাছে সদ্য তৈরি মার্কারটা পুঁতে দিল।

'তেমন কিছু না, ম্যাট,' লিজের বিড়বিড় উচ্চারণ শুনতে পেল কেনেডি, 'তবে এটার কথা আজীবন মনে থাকবে আমার!'

ঘুরে ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে চলে এল এবার ওয়েস কেনেডি। মিসিসিপির পশ্চিমে, এ অঞ্চলে বহুবার যাতায়াত করেছে ও, চলার পথে এমনি দৃশ্য আগেও দেখতে হয়েছে। কত বার? দশ? বারো? ব্যাপারটার বৈপরীত্য প্রতিবারই ক্ষুব্ধ করেছে ওকে।

সব সময় ভুল লোকের এই পরিণতি হওয়াটাই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে: যারা সত্যিকার ভাল মানুষ, নিরীহ, তাদেরই কিনা চিরনিদ্রার ব্যবস্থা হয় জনপদের বহুদূরের নির্জন কোন জায়গায়, পথের ধারে; অথচ আউট-ল, খুনে রেনিগেড আর গানস্লিংগারদের বেলায় ঘটে উল্টোটা—কোন শহরে হয়তো বিচারের পর ফাঁসিতে মরে তারা, নয়ত কোন পুরস্কারলোভী বাউন্টিহান্টার ঘোড়ার পিঠে ফেলে তাদের লাশ নিয়ে আসে জনপদে, গির্জার কাছে গোরস্থানে কবরের ব্যবস্থা হয়, কোমল মনের পাদ্রীরা তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেতাব খুলে চমৎকার সব বাণী উচ্চারণ করে, বদমাশগুলোর আত্মার মাগফেরাত কামনায়! সত্যিকার ভাল মানুষের বেলায় কিনা···

'মিস্টার কেনেডি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

মেয়েটার কথায় চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল কেনেডির। ওর দিকে ফিরে মাথা দোলাল।

'তার কোন প্রয়োজন নেই, ম্যাম,' বলল ও, 'ওর জন্যে আরও বেশি কিছু করতে পারলে স্বস্তি বোধ করতাম আমি—কিন্তু কি আর করা!'

'আমরা আমাদের সাধ্যমত করেছি। ম্যাট ঠিকই বুঝবে। কিন্তু এবার?'

'তোমার ভাই তোমাকে লর্ডসবার্গে পৌছে দেয়ার অনুরোধ করেছিল আমাকে। এছাড়া—'

'তোমাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই,' ফট করে বলে বসল জেমস বেনসন, লিজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। 'আশা করছি, আমাদের আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।'

সবিস্ময়ে বেনসনের দিকে তাকাল লিজ। 'কিন্তু আমি তো ধরে নিয়েছি তুমি—ম্যাটও তো বলল—'

'ব্যাপারটা নিয়ে ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা করেছি আমি। আমরা কেনেডির কাছ থেকে বিদায় নেব এবার। ও যেদিকে যাচ্ছিল চলে যাক। আমরাই আমাদের দিকটা সামলাতে পারব।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেনেডি। ওর সময়ের অপচয় হবে না, সম্ভাবনাটা বেশ সুখকর বলে মনে হলো। কিন্তু বেনসন একটা অপদার্থ, তাছাড়া মেয়েটার কথাও চিন্তা করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা: মৃত্যুপথযাত্রী ম্যাট কনরকে কথা দিয়েছে ও।

'ভ্যালিরোড দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি লর্ডসবার্গে পৌছাতে পারতাম আমরা,' বেনসনের কথা অগ্রাহ্য করে বলল কেনেডি, 'কিন্তু ওপথে গেলে নির্ঘাত আউট-লদের খপ্পরে পড়ে যাব। ট্রেইল বরাবর গেলে যদিও একটা দিন বেশি সময় লাগবে, তবে আউট-লদের ঝেড়ে ফেলার একটা আশা আছে।'

রাগে ফুঁসে উঠল জিম বেনসন, রাগী চেহারায় আধ কদম সামনে বাড়ল সে। 'আরে, থামো দেখি বাপধন! আমি কি বললাম কানে যায়নি!'

'তোমার ব্যাপারে একটা কথাই বলতে পারি, যা ইচ্ছা করতে পারো, আমার তাতে মাথাব্যথা নেই,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল কেনেডি। 'চাইলে তোমার পছন্দসই রাস্তা ধরতে পারো তুমি, কিন্তু ওকে



লর্ডসবার্গে পৌছে না দিয়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমার সঙ্গেই থাকবে ও।'

চিকন হাসি দেখা দিল বেনসনের ঠোঁটে। 'নিশ্চয়ই আমাদের টাকাগুলো হাতানোর ফিকির করছ, নাকি?'

রাগ হলেও নিজেকে সামলে রাখল কেনেডি, মাথা নাড়ল। 'আসলে আমার একটা দিন নষ্ট হবার কথাই চিন্তা করছি আমি, এতে করে একটা নিশ্চিত চাকরি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তবে আমি যখন কথা দিয়েছি ওকে গন্তব্যে পৌছে দেয়ার, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না।'

'এটাই শেষ কথা, জিম,' শান্ত কণ্ঠে বলল লিজ। 'তুমি যদি একা যেতে চাও, সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। তবে এ অঞ্চল সম্পর্কে তোমার পরিষ্কার ধারণা নেই, তাছাড়া যখন-তখন ইন্ডিয়ান হামলার আশঙ্কা আছে। আবার ওই আউট-ল দলটার খপ্পরেও পড়ে যেতে পারি—'

'একা ঠিকই যেতে পারব আমি!' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বেনসন। এক মুহূর্ত চুপ থেকে ফের বলল, 'এই ট্রেইলটা আর কোথায় গেছে?'

'এখান থেকে সোজা বিয়ার মাউন্টেন, তারপর ঘুরে বারোসের দিকে—ওটা ভিন্ন রেনজ। হোয়াইট রক ক্যানিয়ন বলে একটা জায়গা হয়ে পৌছেছে লর্ডসবার্গে। পথে আর কোন শহর নেই।'

'ক'দিন লাগবে এপথে যেতে?'

'ভাগ্য ভাল হলে—চারদিন।'

লম্বা করে দম ফেলল লিজ। 'এত...মনে হচ্ছে কয়েক মাস ধরে চলছি আমরা!'

'লর্ডসবার্গ চমৎকার শহর। স্টেজ কোচ সার্ভিস আছে ওখানে। ওখান থেকে পুব কিংবা পশ্চিম, যেদিকে ইচ্ছা যেতে পারবে—যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালই বলা চলে।'

'পুবে নয়, ওখানে যাবার কোন যুক্তি নেই। আরও পশ্চিমে যেতে পারি হয়তো!'

'যা করার পরিকল্পনামাফিকই করা হবে,' জোর গলায় বলল বেনসন। 'সোজা অ্যারিজোনায় যাব আমরা। একটাই পার্থক্য, শুধু তুমি আর আমি যাচ্ছি, ম্যাট তো আর বেঁচে নেই!'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে: দলের সঙ্গে থাকাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে ধরে নিয়েছে জেমস বেনসন। যতক্ষণ গোল না পাকাচ্ছে ততক্ষণ অবশ্য কেনেডির কোন অসুবিধা নেই এতে। দ্রুত পথ চলতে পারলে সময়মত টুসানে পৌঁছার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা এখনও আছে। কিন্তু লিজ কনরের পরের কথায় দ্রুত নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রার সম্ভাবনার ব্যাপারে সন্দেহের ক্ষীণ একটা রেখা দেখা দিল ওর মনে।

'আমি বুঝতে পারছি না, জিম, কি করব,' বলল মেয়েটা, 'আগে লর্ডসবার্গে যাই, তারপর দেখা যাবে।'

ঝট করে মাথা তুলে তাকাল বেনসন, তার বিশাল চেহারায় ভাঁজ পড়েছে। 'রাখো—আমার কথা মতই হবে সব!'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লিজ, পেছন ফিরল বেনসনের দিকে, কেনেডির মুখোমুখি হলো।

'রওনা দেয়ার আগে একটু বিশ্রাম নেয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল, 'এত ক্লান্ত লাগছে যে—'

নিজের রাইফেল তুলে নিল কেনেডি, হাতের ভাঁজে রাখল। দ্রুত আবার পথে নামার জন্যে অস্থির হয়ে আছে ও যাতে পাঁচ আউট-ল মাঝপথে আর কোন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে; এমন একটা দায়িত্ব পড়েছে ওর ঘাড়ে…কিন্তু মেয়েটা একেবারে পরিশ্রান্ত, চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, চেহারায়ও ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই: দেরি হবেই, এগোতে হবে ধীর গতিতে; সঙ্গী হিসেবে একটা মেয়ে থাকার সব রকম ঝক্কিই পোহাতে হবে।

'খানিকটা সময় নষ্ট করা যেতে পারে,' সক্ষোভে বলল কেনেডি। একটা ব্যাপার দু'জনের কেউই বুঝতে পারছে না: নিজের জন্যে নয়, ওদের জন্যেই ধকল পোহাতে হচ্ছে ওকে।



'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। সরে আসার উপক্রম করল কেনেডি, সে আবার জানতে চাইল, 'কাছেপিঠেই থাকছ তো?'

ফাঁকা জায়গার কিনারার দিকে ইঙ্গিত করল কেনেডি। 'ওখানে থাকব আমি, ট্রেইলের দিকে নজর রাখতে সুবিধা হবে।'

ওকে মলিন হাসি উপহার দিল মেয়েটা, তারপর ঘুরে স্যাডল থেকে ব্ল্যাংকেট নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড রাগী চেহারায় ওকে জরিপ করল বেনসন, থুতু ফেলল মাটিতে, তারপর আড়ষ্ট পদক্ষেপে নিজের ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল বেডিং নেয়ার জন্যে। ক্ষণিকের জন্যে তার কঠিন অবয়ব জরিপ করল কেনেডি, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। লালচুলো ওর সঙ্গে পাহারা দিতে আসার প্রস্তাব দেয়নি; অবশ্য, ভাবল কেনেডি, জিম বেনসন সে জাতের লোকই নয়। তার জীবন-মরণ সমস্যা, অথচ একটুও মাথাব্যথা নেই!

## ছয়

ফাঁকা মাঠের উঁচু কিনারে এসে দাঁড়াল ওয়েস কেনেডি, বিরক্ত বোধ করছে। ওর অবস্থান থেকে ট্রেইলের ঠিক নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে না, ঢাল বরাবর খানিকটা দূরের অংশটুকু দেখা যায়।

দৃষ্টিসীমায় কাউকে দেখা না গেলেও এ ধরনের পরিস্থিতিতে কখনও অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না কেনেডি। ঝোপ ঠেলে সামনের দিকে এগোল ও, ওপর থেকে ট্রেইলের অদৃশ্য অংশ ভাল করে দেখতে চায়। সতর্ক দৃষ্টিতে ট্রেইল জরিপ করল কেনেডি। অবশেষে নিশ্চিন্ত হলো: কেউ নেই এদিকটায়, কেউ যায়ওনি এপথ দিয়ে। আবার ক্লিয়ারিংয়ের

সীমানায় ফিরে এল ও।

আউট-লরা ধারে কাছে ঘেঁষতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ঘোড়া রাউন্ডআপে প্রচুর সময় লাগবে ওদের। ওগুলো নিশ্চয়ই তাজা ঘাসে ভরা উপত্যকায় গিয়ে তারপর থেমেছে, তার মানে অ্যারোয়োর প্রবেশ পথের অনেক খানি দূরে চলে গেছে। ঘোড়াগুলো আবার জড়ো করতে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে ব্যাটাদের।

মনে মনে এটাই আশা করছে কেনেডি। কেবল লিজ কনরই শারীরিক-মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছায়নি, ওদের ঘোড়াগুলোও অবসন্ন—ওদেরও বিশ্রাম দরকার। জানোয়ারগুলোর কথা মনে হতেই কেনেডি আশা করল জিম বেনসন ওদের জিনের পেটি ঢিল করে দিয়েছে নিশ্চয়ই। ওদের শক্তি বাঁচানোর জন্যে যতটা সম্ভব যত্নআত্তি নিশ্চিত করা দরকার ছিল।

ওর নিজেরও ঘুম দরকার, ভাবতে যাচ্ছিল কেনেডি। দীর্ঘ একটা দিন গেছে আজ এবং মোটেও আরামদায়ক হয়নি ওর পথচলা, কারণ বিভারহেড কান্ট্রির ওপর দিয়ে শর্টকাট পথে এসেছে ও, প্রচুর ধকল গেছে শরীরের ওপর। অবশ্য অতিরিক্ত ঘুম কিংবা তার অভাব কখনোই কেনেডির জন্যে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। যখন যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে পারে—এবং বিশ্রামের সময়ও সতর্কতায় ঢিল দেয় না।

এ জন্যেই পেছনে জুতোর অস্পষ্ট শব্দে নিমেষে সচেতন হয়ে উঠল ও, তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে। স্লীম কাঁধের ওপর ব্ল্যাংকেট ফেলে ঝোপ ঠেলে এগিয়ে আসছে লিজ কনর। চাঁদের শীতল আলোয় ফ্যাকাসে বিমর্ষ দেখাচ্ছে ওর চেহারা, বড় বড় দু'চোখ ফুলে আছে।

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কেনেডির দিকে তাকাল লিজ। 'ক্লান্তিতেই বোধ হয়, ঘুম আসছে না আমার,' বলল সে, বসে পড়ল ওর পাশে।

'এরকম হয়,' বলল কেনেডি।

'হাজারটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথারমধ্যে···ভাবলাম হয়তো—



মানে, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে—'

ভাইয়ের অপমৃত্যু, আউট-লদের আক্রমণ, বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি, জিম বেনসনের সঙ্গে কেনেডির স্পষ্ট মত বিরোধ—মেয়েটার মাত্রাছাড়া উত্তেজিত হবার কারণ মোটেই দুর্বোধ্য নয়। মেয়েটার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হলো কেনেডির মন।

'আজকের রাতটা চমৎকার,' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল ও, ভাবল এতে মেয়েটা অনেক খানি সহজ হয়ে উঠবে।

'হ্যাঁ, চমৎকার। কলোরাডোর রাতগুলোও এমনি ছিল। মাঝে মাঝে তারাগুলোকে এত কাছে বলে মনে হত যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে!'

'কলোরাডো, আমার বেশ ভাল লেগেছিল জায়গাটা···এর আগে কোথায় থাকতে তোমরা?'

'শার্পসবার্গ, মেরিল্যাণ্ড।'

মাথা দোলাল কেনেডি। পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে··· অ্যান্টিট্যাম···স্টোন ব্রীজ···ভুট্টার খেতে ধোঁয়া···আগুন···কামানের গোলার অবিরাম বিস্ফোরণের শব্দ!

'চিনি। যুদ্ধের সময় কিছুদিন ছিলাম ওখানে।'

'ওখানে যুদ্ধ করেছিলে? ম্যাটও গিয়েছিল যুদ্ধে। জেনারেল হুকারের অধীনে অফিসার ছিল ও। অ্যান্টিট্যাম ক্রিকের লড়াইতে আহত হয়। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক হলো: কাছেই ছিল আমাদের বাড়িটা, চোখের সামনে গেরিলাদের হাতে ওটাকে ছাই হতে দেখতে হয়েছিল ওকে, কিছু করার ছিল না, বাধা দিতে পারেনি।'

'যুদ্ধ ব্যাপারটাই বিশ্রী।'

'আরও বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে ঘটনার সময় আমাদের বাড়ির সবাই ভেতরেই ছিল। ম্যাট ভেবেছিল আমিও আছি ওখানে। দুঃশ্চিন্তায় ছিল ও, অথচ কিছুই করতে পারছিল না। ঘটনার বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে ও জানতে পারে যে অগ্নিকাণ্ডে আমাদের মা বাবা প্রাণ দিয়েছে। আমি

বেঁচে গিয়েছিলাম কারণ এক পড়শীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন।'

'কিছুই বাঁচানো যায়নি?'

'না!' বলল লিজ, রূপালি আলোয় প্লাবিত ঢেউ খেলানো ঢাল আর ছায়াঢাকা গহ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'এরপর অনেকদিন সেই পড়শীর বাড়িতেই থাকতে হয় আমাকে, ওদের নাম ছিল শ্যামন। ম্যাট ডিসচার্জড হবার পর আমাকে নিয়ে আসে। পুরো ঘটনা নিয়ে তিক্ত হয়ে ছিল ওর মন। ও সব সময় বলত: যুদ্ধে জিতলেও আসল লড়াইতে আমরা নাকি হেরে গেছি।'

'সেজন্যেই দূরে কোথাও চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় ও, কলোরাডো গিয়ে প্রসপেক্টিং শুরু করে—প্রথমে আমরা দু'জনই ছিলাম। মুহূর্তের জন্যেও আমাকে কাছছাড়া হতে দিত না ও; বলত: আমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত, আমার দেখাশোনা করার জন্যে একজন উপযুক্ত স্বামীর ব্যবস্থা না হওয়া অবধি আমাকে চোখের আড়াল হতে দেবে না। সবকিছুর জন্যে অনেকটা নিজেকে দায়ী করত ম্যাট—বাড়ি, বাবা মাকে হারানোর জন্যে নিজেকে দোষারোপ করত। পড়শীর আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে আমাকে, এটাও মেনে নিতে পারেনি ও। ব্যাপারটা ওকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল, তাই সবসময় আমাকে কিভাবে সুখী করা যায় সে চেষ্টা করত, যদিও তার কোন দরকার ছিল না আসলে।'

'এখানে ওর তো কোন দোষ ছিল না। এ ধরনের পরিস্থিতে সবাই-ই কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এটাই স্বাভাবিক।'

'আমি সেটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করিনি ভেবেছ? কোন ফায়দা হয়নি। ব্যাপারটা প্রায়—কি বলা যায়—বিকারের মত হয়ে গিয়েছিল ওর। সে যা হোক, কলোরাডো চলে গেলাম আমরা। সেন্ট্রাল সিটি নামে শহরের কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকতাম। আর্মিতে থাকতে এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ম্যাটের, তার কাছে ওখানে সোনা পাওয়া যায় বলে শুনেছিল। পরিমাণে অল্প হলেও ঠিকই সোনা পেয়ে



যাই আমরা, তাতে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে ম্যাট, একটা ক্লেইম ফাইল করে, মানে জায়গাটার ওপর দখল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়। তারপর একটা কেবিন বানাই আমরা। স্রেফ দু'কামরার একটা ঘর ছিল ওটা, তবে খুব সুন্দর আর আরামদায়ক। শীতে খুব তুষারপাত হত ওখানে, কিন্তু আমাদের একটুও কষ্ট হত না।'

'বেনসনের সঙ্গে ওখানেই পরিচয় হলো তোমাদের?'

'ওর সঙ্গে ঠিক কখন কিভাবে ম্যাটের পরিচয় হয় জানি না আমি। আমার ধারণা, প্রথম পরিচয়ের পরই আলাপ-সালাপ করেছে দু'জন, তারপর পরস্পরের পার্টনার হয়ে গেছে। তারপর কেবিনের সঙ্গে আরেকটা কামরা জুড়ে নিলাম আমরা, জিম এসে উঠল ওখানে…ওরা দু'জন মাইনিংয়ের কাজ করত আর আমি ঘর সামলাতাম। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো।'

'জিম সম্ভবত ধরে নিয়েছে পার্টনারশিপটা অটুটই থাকবে—মানে তোমাদের দু'জনের মধ্যে; তোমারও সেরকমই ধারণা?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিজ, প্রশ্নটা ওকে বিরক্ত করলেও প্রকাশ করল না তা। 'আমার মনে হয় অনেক দিন একসঙ্গে বসবাস করার কারণেই এই ধারণাটা জন্ম নিয়েছে ওর মনে। ম্যাট ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ও জিমকে দারুণ মানুষ মনে করত!'

'কিন্তু তুমি তা মনে করো না?'

'কলোরাডোয় একা, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকায় হয়তো আমার মনেও তখন অনেকটা এ রকম ধারণাই জন্ম নিয়েছিল—তবে এখন আমি একটু দ্বিধান্বিত।'

'সরাসরি ওকে তোমার মতামতটা জানিয়ে দেয়াই বোধ হয় ভাল হবে,' বলল কেনেডি। 'তাহলে আগামীতে অনেক যন্ত্রণা আর ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে যেভাবে তোমার ভাই ওকে কথাগুলো বলছিল—'

'জানি। আসলে আমার সুখের কথা—কিসে আমার মঙ্গল

হবে—তখন সেটাই ভাবছিল ম্যাট। কিন্তু আমি বোধ হয় ব্যাপারটা ওর মত করে দেখছি না। আগে লর্ডসবার্গে পৌঁছাই, তারপর স্থির করব কি করা উচিত। আমার হাতে তখন অনেক টাকা থাকবে—দশ হাজার ডলার।'

'অনেক টাকা,' সায় দিল কেনেডি।

'সব কাগুজে নোট—আমার স্যাডলব্যাগে আছে। ম্যাট বলেছিল টাকাগুলো আমার সঙ্গে থাকলেই ভাল। কারণ কোন বিপদ ঘটলে আমার রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি থাকবে।'

এর আগে বিশ হাজার ডলারের কথা বলেছিল বেনসন, তখন এ-নিয়ে ভেবেছে কেনেডি, খটকা লেগেছিল মনে; টাকাগুলো স্বর্ণমুদ্রায় নয়, এবার পরিষ্কার হলো রহস্যটা। 'স্বর্ণমুদ্রায় এতগুলো টাকার ওজন হত অনেক।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' বলল ও, 'কাগুজে নোট না হলে একটা প্যাক হর্স লাগত স্রেফ টাকা বইবার জন্যেই; তাছাড়া, চলাফেরা করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়াত।'

'ম্যাট আর জিম সেদিন বাড়ি ফিরে একথাই বলেছিল। ম্যাট বলল অ্যারিজোনায় যাচ্ছি আমরা, সঙ্গে বেশি জিনিস নেয়ার দরকার নেই। পরনের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় না নিলেও চলবে। টাকার যখন অভাব নেই জায়গামত পৌঁছে ইচ্ছামত পছন্দসই পোশাক কেনা যাবে।

'ওরু কাছে বিশ হাজার ডলারের কথা শোনার আগে আমার কল্পনাতেও আসেনি যে মাইনিং ব্যবসায় এত উন্নতি করেছি আমরা। আসলে এ-নিয়ে আমি কখনও ভাবিওনি। অনেক বছর ওখানে ছিলাম আমরা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে ওরা দু'জন, সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে বিশ হাজার ডলারকে খুব বেশি মনে হয় না অবশ্য।'

'আউট-লয়ের দলটা এর মধ্যে জুটল কিভাবে?' জানতে চাইল কেনেডি। 'প্রথম থেকেই তোমাদের মাইনের আশপাশে ছিল?'

'হতেও পারে, বলতে পারব না,' বলল লিজ। 'ওদের কাউকেই



আগে কখনও দেখিনি আমি। তবে আমার মনে হয় ম্যাটরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে যাবার পরই ওদের নজর পড়ে গিয়েছিল...কিংবা হয়তো কোনভাবে কথাটা জানতে পেরে পিছু নিয়েছে পুরে।'

মাথা দোলাল কেনেডি। 'আসার পথে আর কোন বিপদে পড়েছিলে তোমরা—এই ধরো অ্যাপাচিদের হামলা?'

'না, খালি ওই লোকগুলো। ইন্ডিয়ানরা খুব খারাপ নাকি?'

'ক্যাম্প গ্র্যান্টের ঘটনাটার পর থেকেই খেপে আছে ওরা,' বলল কেনেডি, 'ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময় বদলা নেয়ার জন্যে, তোমরা ভাগ্যবান ওদের কোন দলের কবলে পড়োনি!'

মুখের সামনে হাত তুলে হাই চাপা দেয়ার চেষ্টা করল লিজ, আরও ভাল করে জড়িয়ে নিল ব্ল্যাংকেটটা, কেনেডির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

'আমি আসলে একটা ন্যুইসেন্স,' বলল, 'খালি বক বক করে যাচ্ছি তখন থেকে, তবে এখন বেশ ভাল লাগছে। এবার মনে হয় ঘুমোতে পারব।'

'শুনে খুশি হলাম। তোমার বিশ্রাম দরকার। কাল সারাদিন বেশ ধকল যাবে—একটা দীর্ঘদিন পার করতে হবে।'

সকৌতূহলে ওর দিকে তাকাল লিজ। 'তুমি ঘুমোবে কখন, মিস্টার কেনেডি?'

'ওয়েস,' শুধরে দিল কেনেডি, 'আমার খুব বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় না। সুযোগ মত একটু চোখ বোজার অভ্যাস করে নিয়েছি।'

উঠে দাঁড়াল লিজ। 'আমি তোমাকে ওয়েস ডাকব যদি তুমি আমাকে লিজ ডাকো,' বলে দ্বিধান্বিত চেহারায় চারপাশে নজর বোলাল মেয়েটা। 'আমি এখানে—তোমার কাছাকাছি শুলে অসুবিধা আছে?'

'যেখানে ইচ্ছা শুতে পারো।'

লম্বা একটা দম ফেলল মেয়েটা, কেনেডি যেখানে বসে আছে সেখান থেকে কয়েক ফুট দূরে ব্ল্যাংকেট বিছাল। উঠে দাঁড়াল কেনেডি,

উলের চাদরে মেয়েটাকে আশ্রয় নিতে সাহায্য করল। জুত করে শুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল লিজ।

'গুড নাইট, ওয়েস।'

মাথা দোলাল কেনেডি, হালকা পায়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসল। ঠিক এই সময় ওর মনে হলো লিজ কনর, সম্ভবত, জিম বেনসনের সঙ্গে একা থাকতে ভয় পাচ্ছে।

ছড়িয়ে পড়া ঘোড়াগুলোর শেষটাও যখন উদ্ধার হলো পুব আকাশে ভোরের প্রথম আলোর রেখা দেখা দিয়েছে তখন।

জন ওহারার ঘন চাপদাড়ি ঘাম আর ধুলোয় জট পাকিয়ে গেছে, ক্লান্তিতে সারা শরীর ব্যথা করছে তার। ছোট করে জ্বালানো আগুনের কাছে উবু হয়ে বসে সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার কামড় ঠেকানোর চেষ্টা করছে। শেষ ঘোড়াসহ ক্যাম্প ফায়ারের দিকে এগিয়ে এল হ্যারি এডসন, গম্ভীর চেহারায় তার দিকে তাকাল ওহারা।

উপত্যকার মাইলখানেক ভেতরে প্রথম ঘোড়াটার নাগাল পায় ওরা, অ্যারোয়োর একেবারে পশ্চিমে। পাঁচজন একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওটাকে ধরার জন্যে—পিটারসনের সোরেল ছিল ওটা—শেষ পর্যন্ত ধরতে সক্ষম হয়। তারপর রাউণ্ডআপের দায়িত্ব বর্তায় এডসনের ঘাড়ে, কারণ পাঁচজনের মধ্যে সে-ই ঘোড়া সামলানোর কাজে ওস্তাদ। একে একে সব ক'টা ঘোড়াই খুঁজে বের করেছে সে, গলায় ফাঁস পরিয়েছে, তারপর ফিরিয়ে এনেছে ক্যাম্পে। নিরস ক্লান্তিকর কাজ, অপেক্ষা করতে গিয়ে বাকি সবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, প্রচণ্ড চাপ পড়েছে তাদের স্নায়ুর ওপর।

অ্যাল রাইটের দিকে নজর ফেরাল ওহারা। এখনও ভাঙা চোয়ালের পরিচর্যায় ব্যস্ত। গম্ভীর চেহারায় তাকে জরিপ করল সে। রাইটের একটু বাঁয়ে রাইলি পিটারসন আর ড্যান ওয়েলডন বালির ওপর হাত-পা মেলে দিয়ে শুয়ে, যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করছে।



'ডাক্তার দেখাতে হবে আমার,' অনেক কষ্টে যন্ত্রণা সহ্য করে বলল রাইট, 'ব্যথায় জান বেরিয়ে গেল!'

থুতু ফেলল ওহারা পিচিক করে। 'সবচেয়ে কাছের জায়গাটাই হচ্ছে লর্ডসবার্গ।'

'ওদিকেই তো যাচ্ছি আমরা নাকি?'

উপত্যকা থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে ওপরে উঠে যাওয়া পাহাড়সারির দিকে তাকাল জন ওহারা। পাইন বনের মাথায়, পাথরের গায়ে রূপালি ঝিলিক নেই এখন, তবে নিচের সবই এখনও অন্ধকারে ঢাকা, ছায়াচ্ছন্ন।

'যদি ওদের ট্রেইলটা ওখানেই গিয়ে থাকে।'

গুঙিয়ে উঠল রাইট। 'আরে, ওরা কোথায় যাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা আছে! আমি সোজা লর্ডসবার্গে চলে গেলে তোমার আপত্তি আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জন ওহারা। 'অ্যাপাচিদের নিয়ে তোমার সমস্যা না হলে আমার আপত্তি নেই।'

রাইটের কণ্ঠে আবার মৃদু গোঙানির শব্দ হলো। 'আমি একা কোনদিনই পারব না…খোদা, একটু ড্রিংক পেলে হত!'

ঘোড়াসহ হাজির হলো এডসন। এবার উঠে পিটারসন আর ওয়েলডন যেখানে শুয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল ওহারা, বুটের ডগা দিয়ে জোরে নাড়া দিল ওদের।

গড়িয়ে উপুড় হলো দু'জন, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। ওয়েলডন ছিপছিপে গড়নের বয়স্ক লোক, পেল্লায় একজোড়া গোঁফ রয়েছে তার ঠোঁটের ওপর, মহা বিরক্তির সঙ্গে থুতনি ঘষল। 'দিনের আলো ফোটা অবধি অপেক্ষা করা গেল না?'

বুড়ো আঙুলে পুব দিগন্তের দিকে ইশারা করল ওহারা। 'ওই যে দেখা যাচ্ছে।'

'পুরোপুরি সকাল হতে দেরি আছে। এবার একটু কফি বানাও।'

'পরে।'

'আরে, ওরাও এখন ঘুমিয়ে আছে! আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

'হতে পারে, কিন্তু সেই আশায় ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি।'

নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন বলল ওয়েলডন, উরুতে হাত ঘষল। কাঁধ ঝাঁকাল রাইলি পিটারসন, দীর্ঘ খাড়াই জরিপ করল, বিশাল পাথরের স্তূপ আর গভীর বিপজ্জনক ক্যানিয়নে ভরা ওদিকটা।

'দেখলেই ভয় লাগে,' বলল সে, 'জায়গাটা চেনো তুমি, জন?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জন ওহারা। ''ওদিকে কখনও যাইনি আগে, তবে ওরা যেতে পারলে আমিও পারব...জলদি ঘোড়ায় চাপো সবাই!'

## সাত

পাহারা দেয়ার জায়গা ছেড়ে সরে এল ওয়েস কেনেডি, মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, কেন যেন ডেকে তুলতে ইচ্ছা করছে না: গভীর ঘুমে কাদা হয়ে আছে বেচারা। কিন্তু চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এখানে আছে ওরা। এখানে থাকা নিরাপদ নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও। অবশেষে হাত বাড়িয়ে লিজকে নাড়া দিল কেনেডি। চট করে জেগে উঠল লিজ। 'কি হলো? ওরা কি—?'

হাত তুলে লিজকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল কেনেডি। 'আমাদের আবার রওনা দেয়ার সময় হয়েছে।'

প্রায় লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লিজ কনর, ব্ল্যাংকেটটা হাতের ভাঁজে ফেলে কেনেডির আগে আগে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোল।



এখনও ঘুমিয়ে জিম বেনসন। তাকে ডেকে তুলতে গেল লিজ। ঘোড়া জোগাড় করতে এল ওয়েস কেনেডি, সক্ষোভে লক্ষ্য করল: একটা ঘোড়ারও জিনের পেটি আলগা করা হয়নি কাল রাতে। এ ব্যাপারে বেনসনকে দু-চার কথা শোনাবে কিনা ভাবল ও, সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে হত্যা করল ভাবনাটাকে। দেরি হয়ে গেছে, আসলে: কিভাবে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয় তা একজন মাইনার জানবে, এটা আশা করা উচিত হয়নি। এরপর থেকে এ ব্যাপারটি নিজেই দেখবে বলে মনে মনে স্থির করল কেনেডি।

'ছিলে কোথায় তুমি, অ্যাঁ?'

শান্ত পরিবেশে বেনসনের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ।

'কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলাম না আমি,' জবাব দিল লিজ, 'ওয়েসের সঙ্গে বসে গল্প করেছি।'

'এখন তবে *ওয়েস* হয়ে গেছে, না?' বলল বেনসন, জোরাল হলো তার গলার আওয়াজ। 'সে-ও তোমাকে *লিজ* বলে ডাকছে নিশ্চয়ই!'

'ডাকলে ক্ষতি কি? ওটাই তো আমার নাম।'

'বেশ দ্রুত তোমরা দু'জন অনেক দূর এগিয়ে গেছ দেখতে পাচ্ছি!' সন্দিহান কণ্ঠে মন্তব্য করল জিম বেনসন। 'কতক্ষণ ওর সঙ্গে ছিলে তুমি—কথা বলেছ?'

'পুরো রাত,' বলল লিজ, বেপরোয়া হয়ে গেল হঠাৎ। স্যাৎ করে ঘুরে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে এল, ব্ল্যাংকেট রোলটা স্যাডলের পেছনে বাঁধতে শুরু করল।

চোখ রাঙিয়ে কয়েক সেকেণ্ড লিজের দিকে তাকিয়ে থাকল জিম বেনসন, চরকির মত ঘুরল তারপর, দুপদাপ পা ফেলে কেনেডির কাছে চলে এল। রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার ফর্সা চেহারা।

'তোমাকে কাল যা বলেছি মনে রাখার চেষ্টা কোরো, *মিস্টার!*' হিসহিস করে বলে উঠল সে, একটা আঙুল নাচাল কেনেডির উদ্দেশে, 'তুমি বা অন্য কেউ যদি—'

'আমার সামনে থেকে সরে যাও!' ধমকে উঠল কেনেডি। বেনসনের বাহুতে ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দিল তাকে, নিজের ঘোড়া নিয়ে ফাঁকা মাঠের সীমানায় চলে এল ও।

নিজেকে সামলে রাখতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ওকে। বেনসনের দাঁত খিঁচানো কুৎসিত চেহারাটা যদি পিষে ফেলতে পারত দারুণ খুশি হত ও। কয়েক গণ্ডা দাঁত গিলিয়ে দিলে উচিত শিক্ষা হত ব্যাটার। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত ক্রোধ দেখানোর মত বাড়তি সময় নেই ওর হাতে। লিজ কনর মেয়েটাকে আউট-ল আর অ্যাপাচিদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে লর্ডসবার্গে পৌঁছে দিতে হবে, এবং সারাটা পথ টেনশনে থাকতে হবে সময় মত টুসানে গিয়ে জুড ওয়েদারবির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে কিনা সেটা চিন্তা করে। এখন অন্য কোন ব্যাপারে মাথা গরম করার জো নেই।

ফাঁকা মাঠটার কিনারায় ঝোপের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল ওয়েস কেনেডি, অধৈর্য বোধ করছে। লিজ কনর আর বেনসন যার যার ঘোড়ায় চাপল। এবার এগোতে শুরু করল ওরা। যে পথে এসেছে সেটারই খানিকটা ওপরে পাহাড়ী মেহগনির ঝোপ আর পাথুরে স্তূপের ভেতর দিয়ে ঘুরপথে সামনে এগোতে লাগল তিনজনের দলটা।

লিজ কনর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেনেডির পেছনে চলে এসেছে, ম্যাট কনরের ঘোড়া নিয়ে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওদের অনুসরণ করছে জিম বেনসন। মেইন ট্রেইলের সমান্তরাল একটা ব্লাফের টেইলিং বরাবর এগিয়ে চলল কেনেডি। যতক্ষণ পারা যায় ট্রেইল এড়িয়ে চলতে চাইছে ও। আউট-লরা অবশ্যই ঘোড়ার ট্র্যাকের সন্ধানে থাকবে, ট্রেইলের খানিকটা অংশ যদি পরিষ্কার রাখা যায় ওদের দেরি করিয়ে দেয়ার একটা আশা থাকবে। হয়তো একেবারেই ঝেড়ে ফেলা যাবে, কপাল ভাল হলে। চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই, আপনমনে ভাবল কেনেডি।

একনাগাড়ে এগিয়ে চলল ওরা। আণ্ডারগ্রোথের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে মন্থর হয়ে যাচ্ছে গতি। এক সময় ভাঙাচোরা একটা জায়গায়



পৌঁছুল ওরা, সাম্প্রতিক কোন তুফানে ধসে গেছে একটা বাটের একপাশ, খাড়া দেয়ালঅলা নতুন একটা বাটের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল কেনেডি, ইশারায় অন্যদেরও নামতে বলল। পায়ে হেঁটে পাথরের গোলক ধাঁধা আর মরা ঝোপের ভেতর দিয়ে ঘোড়াসহ এগিয়ে চলল ওরা।

'সারা রাস্তা এভাবেই যেতে হবে নাকি?' আবার স্যাডলে ওঠার পর জানতে চাইল জিম বেনসন। 'আমি তো মনে করেছিলাম একটা রেগুলার ট্রেইলের কথা বলেছ তুমি!'

'আমাদের ঠিক নিচেই আছে ওটা,' জবাব দিল কেনেডি।

'তাহলে আমরা অযথা কেন—'

'আমাদের অনুসরণ করার জন্যে আউট-লরা যাতে ট্র্যাক খুঁজে না পায়,' কেনেডি জবাব ঠিক করার আগেই বলে উঠল মেয়েটা।

আবছা অন্ধকারে মৃদু হাসল কেনেডি। বুদ্ধি আছে মেয়েটার, ভাবল।

আরও আধ মাইলটাক সামনে বাড়ার পর আবার ট্রেইলে উঠতে বাধ্য হলো ওরা। এখানে একটা নিরেট গ্রানিট প্রাচীর ঢালের বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, নির্দিষ্ট ট্রেইল ধরে এগোনো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অবশ্য প্রায় কোন রকম ট্র্যাক না রেখেই মোটামুটি অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে পেরেছে ওরা, ধারণা করল কেনেডি, ট্র্যাকের অভাবে আউট-লরা অনেক আস্তে এগোতে বাধ্য হবে। তাতে করে ওরা আরও খানিকটা দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে পারবে। এগিয়ে থাকা যাবে ওদের চেয়ে। তবে এর ওপর ভরসা করা ঠিক হবে না। কারণ লর্ডসবার্গ হনুজ দূরস্ত! নিজেদের অবস্থান আরও নিরাপদ করার জন্যে অন্য কোন সুযোগের খোঁজে থাকতে হবে, মনে মনে স্থির করল ও।

খানিক পর দিগন্তের কাছে সূর্য দেখা দিল, কোমল রোদ ভাসিয়ে দিল পাহাড় আর দীর্ঘ ক্যানিয়নগুলোকে। দ্রুত তেতে উঠতে শুরু করল

বাতাস। মেঘহীন আকাশ উত্তপ্ত একটা দিনের আগাম আভাস দিচ্ছে, বুঝতে পারল কেনেডি। ঘোড়াগুলোর অবস্থা যেমন জানে ও, সহযাত্রীদের অবস্থাও তেমনি অজানা নেই। সেদিক থেকে চিন্তা করে কেনেডি বুঝতে পারল খুব বেশি দূর যেতে পারবে না ওরা আজ।

তবে ম্যাকম্যুলেন মাউন্টেন অবধি না পৌঁছা পর্যন্ত যাত্রা বিরতি করা চলবে না কিছুতেই। ওখানে যেতে যেতে জানোয়ারগুলোর বিশ্রামের প্রয়োজন দেখা দেবে, ওখানে অবশ্য পর্যাপ্ত ঘাসের পাশাপাশি প্রচুর পানিও পাওয়া যাবে ওদের জন্যে। তাছাড়া ওদের তিনজনের জৈবিক চাহিদাও মেটানো সম্ভব হবে। লিজ আর বেনসন খুব সম্ভব গতকাল সারা দিন আর রাত খাবার ছোঁয়ার ফুরসত পায়নি। সবাই ওর মত নয়, কথাটা প্রায়ই বিস্মৃত হয় কেনেডি, কেবল বাধ্য হলেই খায় বা বিশ্রাম নেয় ও।

কাঁধের ওপর দিয়ে লিজ কনরের দিকে তাকাল কেনেডি। আকাশছোঁয়া ম্যাকম্যুলান চূড়াটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওখানে গিয়ে থামব আমরা,' বলল, 'খাওয়ার পর্বটা সেরে নেব।'

মাথা দোলাল লিজ। 'থামাটা তোমার কাছে নিরাপদ মনে হলে, ঠিক আছে!'

একটানা এগিয়ে চলল ওরা। ওদের বামদিকে ধীরে ধীরে আরও ওপরে উঠে এল সূর্য। উচ্চতার কারণে তাপমাত্রা খানিকটা কম এখানে। নিবিড় হয়ে জন্মানো পাইন বনের ভেতর দিয়ে এগোতে মন্দ লাগছে না একেবারে। ফাঁকা ঢালগুলো নানা রঙের উজ্জ্বল ফুলে ভরে আছে: পেইন্ট ব্রুশ, হলদে ক্রাউন বিয়ার্ড ঝাড়, পার্পল ভার্বেনা আর ভ্যালি লোকোউইড। মৃদু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে বিটল ব্রুশ; বুনো ঘাসে সাগরের ঢেউ উঠছে। এবারের বসন্তে অনেক বৃষ্টি হয়েছে, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই এতে, কথাটা আবার ভাবল কেনেডি।

দুপুরের আগে আগে ম্যাকম্যুলান মাউন্টেনের কাছে পৌঁছল কেনেডিরা। একটা গহ্বর-মত জায়গায় থামল। ঘাসে ছাওয়া একটা



চাতালের নিচ থেকে ঝর্না বেরিয়ে এসেছে এখানে, আনুমানিক দশ-বারো গজ জায়গা জুড়ে অগভীর পথ তৈরি করে এগোনোর পর ফের নরম মাটির তলায় হারিয়ে গেছে।

'আমি ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করছি,' স্যাডল থেকে নামার সময় জিম বেনসনের উদ্দেশে বলল কেনেডি। 'আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করো তুমি। ছোট করে জ্বালবে। শুকনো কাঠ ব্যবহার কোরো—কোন রকম ধোঁয়া না হয় যেন।'

জবাবে গজগজ করে কি যেন বলল বেনসন, শুনতে পেল না কেনেডি। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন লাগাম খসানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। জানোয়ারগুলোর গলায় রশি পরিয়ে ঝর্নার নিচের প্রান্তে নিয়ে এল। অস্থির হয়ে আছে ঘোড়াগুলো। অল্প পরিমাণে খাবার দিল ওদের কেনেডি, ক্যাম্পের কাছেই এক চিলতে ঘেসো জমিতে এনে পিকেট করল তারপর। পরে আরেক দফা খাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে ওদের।

আবার ঝর্নার কাছে ফিরে কেনেডি দেখল লিজ ইতিমধ্যে ওদের খাবারের মজুত থেকে অল্প পরিমাণে বের করে রান্নার কাজে হাত লাগিয়েছে। একটা পানি ভর্তি ছোট লার্ড টিন আগুনের ওপর বসানো, কফি তৈরি হচ্ছে। বেনসন আরও লাকড়ির খোঁজে গেছে কোথাও।

'বেশিক্ষণ লাগবে না,' মুখ না তুলেই বলল লিজ, 'শুকনো মাংস গরম করে নিচ্ছি, বিস্কুট আছে সঙ্গে, এতেই চলবে।'

'দারুণ,' বলল কেনেডি, 'কিসমত ভাল হলে আজ রাতে হয়তো আরও ভাল খাবারের ব্যবস্থা করতে পারব আমরা।'

ওর কথার সুরে বাধ্য হয়ে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, জরিপ করল কেনেডিকে। 'কোন সমস্যা?'

মাথা নাড়ল কেনেডি, হাঁটু গেড়ে বসল, গরম পানির কৌটার তলায় আরও শুকনো ডাল ঠেসে দিতে লাগল।

'আমাদের ফেলে আসা পথের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলে তুমি, লক্ষ করেছি; আউট-লদের আসার কোন আভাস পেয়েছ?'

'কিছুই পাইনি।'

ভুরু কোঁচকাল লিজ। 'সেটা কি খারাপ? তুমি তাহলে কি আশা করেছিলে?'

'হয়তো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল কেনেডি, 'ওদের অবস্থান জানতে পারলেই বেশি স্বস্তি বোধ করতাম আমি। ওরা কত দূরে আছে বুঝতে পারতাম সহজে।'

ছুরি চালিয়ে শুকনো মাংস কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিজ, পাতলা টুকরোগুলো সাজাতে লাগল হাঁড়ির ওপর।

'নিশ্চয়ই অনেক পেছনে পড়ে গেছে ওরা,' বলল লিজ।

'কিন্তু কতখানি,' বলল কেনেডি, 'সেটাই জানা প্রয়োজন। আমাদের মত ওরাও হয়তো ট্রেইল এড়িয়ে এগিয়ে আসতে পারে।'

কাজের গতি বাড়াল লিজ কনর। 'তবে তো আমাদের জলদি এখান থেকে সরে পড়া উচিত। আমি—'

'ঘন্টাখানেক সময় খরচ করা যাবে,' সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কেনেডি। তারপর যেখানে গিয়ার স্তূপ করে রেখেছে সেদিকে পা বাড়াল।

ঘোড়াগুলোর পিঠের ভার কমানো গেলে অনেক দ্রুত এগোতে পারবে এগুলো। ম্যাট কনরের কালো ঘোড়ার পিঠে স্যাডল আর সামান্য কিছু জিনিস রয়েছে, ওটাকে প্যাক অ্যানিমেল হিসাবে ব্যবহার করলে বেশ সুবিধা হবে।

নিজের জিনিসপত্র বাদ রেখে লিজ আর জিমের স্যাডল থেকে ব্ল্যাংকেট রোল, ক্যান্টিন, কাপড়ের বাড়তি কয়েকটা আইটেম ইত্যাদি সব আলগা করে ওগুলো ম্যাট কনরের রিগিংয়ের সঙ্গে জুড়ে দিল। একটা জিনিস ছাড়া: মেয়েটার স্যাডলব্যাগের কাছে যেতেই লিজের মুখে শোনা টাকার কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাগটা লিজের কাছে থাকলেই ভাল, ভাবল ও। নগদ টাকা হাতের কাছে থাকলে লিজ স্বস্তি বোধ করবে, সন্দেহ নেই।



পরিবর্তনের ফলে লিজ আর বেনসনের ঘোড়ার পিঠ থেকে অল্প কয়েক পাউণ্ড ওজন কমেছে। তবে সামনে কঠিন রাস্তা পড়ে আছে ওদের, বিশেষ করে হোয়াইট রক ক্যানিয়ন; ম্যাট কনরের কালো ঘোড়ার পিঠে সওয়ারী থাকলে যতটা ভার বইতে হত তারচেয়ে অনেক কম ওজন থাকছে ওটার পিঠে।

এক ঘন্টার সামান্য বেশি সময় বিশ্রাম নেয়ার পর আবার পথে নামল ওরা। এখনও দক্ষিণ-পুব বরাবর চলছে। সূর্যাস্ত নাগাদ কোথায় পৌঁছুবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই কেনেডির; অন্ধকার ঘনিয়ে এলে বাধ্য হয়েই থামতে হবে, তার আগে যতটা সম্ভব সামনে এগিয়ে যেতে চাইছে। প্রাচীন পরিত্যক্ত ফোর্ট ওয়েস্ট রয়েছে ওদের বামে, মনে পড়ল কেনেডির, কিন্তু ট্রেইল থেকে অনেক দূরে বলে ওটাকে ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না, ঘুরপথে ওখানে যেতে অনেক সময় নষ্ট হবে।

শেষ বিকেলের দিকে আচমকা লিজের ঘোড়ার নালে একটা নুড়ি আটকে গেল, ল্যাংচাতে শুরু করল ওটা। চট করে ব্যাপারটা ধরে ফেলল লিজ, কেনেডির দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। পাথরটা বের করল কেনেডি, তবু পা বাঁচিয়ে চলতে লাগল ঘোড়াটা, কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তাই গিয়ার বদলে লিজকে ম্যাটের ঘোড়ায় তুলে দিল কেনেডি।

'কখন থামব আমরা?' আবার এগোতে শুরু করার পর জানতে চাইল বেনসন, 'গতকাল সকাল থেকে বলতে গেলে স্যাডলের ওপরই তো আছি!'

পশ্চিমে নজর ফেরাল কেনেডি। আরও ঘন্টা দুই দিনের আলো থাকবে।

'সূর্যাস্তের পর,' জবাব দিল ও।

আপনমনে গাল বকল বেনসন। 'মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে!' বলল বিড়বিড় করে। 'এভাবে বিনা ঘুমে বিনা খাবারে একটানা পথ চলতে হবে, চিন্তাই করিনি...'

শক্ত হয়ে গেল কেনেডির ঠোঁটজোড়া। এই পরিস্থিতি ও তৈরি করেনি। আউট-লরা ওকে ধাওয়া করছে না!

## আট

ট্রেইলের খানিক ওপরে একটা পাথুরে ড্র-এ থামল ওরা। কাছেপিঠে কোন ঝর্না নেই, তবে গহ্বরটার প্রাচীর বেশ খাড়া, ওপাশ থেকে ওদের আগমনের আভাস পাবে না কেউ।

লিজ কনর আর জিম বেনসন ক্যাম্প সেট করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিল ওয়েস কেনেডি নিজে। ক্যান্টিন থেকে অল্প করে পানি খাওয়াল ওদের, তারপর ওঅশের পুব দিকে ঘেসো একটা জায়গায় চরতে ছেড়ে দিল। ওর ধারণার চাইতে অনেক ভাল অবস্থায় আছে ঘোড়াগুলো। সারারাত টানা বিশ্রামের সুযোগ পেতে যাচ্ছে, আগামী দিন জোর কদমে এগোনোর জন্যে পুরোপুরি তৈরি থাকবে, সন্দেহ নেই।

একটা ভাল দিক এটা। হয়তো একদিন আগেই লর্ডসবার্গে পৌঁছে যাবে ওরা; তাহলে লিজ আর জিম বেনসন নামের বদ লোকটাকে জলদি করে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে ও। এখন ভাগ্য একটু সাহায্য করলেই হয়!

আগুন জ্বেলে হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে লিজ কনর। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে লিজের কাস্ট আয়রন হাঁড়িতে মল্ট পর্কের টুকরো সাজানো দেখল কেনেডি। তারপর বেনসনকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। বিছানা তৈরি করার জন্যে ঝরা পাতা আর শুকনো ঘাস জোগাড় করছিল



লোকটা। আজ রাতে পুরোদস্তুর একটা ক্যাম্প তৈরি করতে পারবে বোধ হয় ওরা, আরামসে ঘুমাতে পারবে তিনজনই, অবশ্য যদি আউট-লরা দূরত্ব কমিয়ে না এনে থাকে কিংবা আচমকা অ্যাপাচিদের আবির্ভাব না ঘটে। এই একটা দুঃশ্চিন্তা কিছুতেই তাড়াতে পারছে না কেনেডি মন থেকে।

খানিক পর, চারদিক ততক্ষণে অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে, প্রথমবারের মত পেট পুরে খেলো ওরা—ফ্রায়েড চিকেন, বীন, হট-বিস্কুট আর কফি।

'বড় নির্জন এ জায়গাটা,' কফি হাতে আগুনের পাশে বসার পর বলল লিজ।

ঝোপে ছাওয়া ঢাল নীরব নিথর। নিঃসাড় পাথুরে দেয়াল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরে উঠল সে হঠাৎ। 'এখানে আমরা নিরাপদ তো?'

'ট্রেইলে যতটা নিরাপত্তা আশা করা যায়।'

'কিন্তু আউট-লরা যদি—'

'খানিক পর ওই উঁচু জায়গাটা থেকে নজর রাখার কথা ভেবেছি আমি,' বলল কেনেডি। 'ওদের ক্যাম্পফায়ারটা শনাক্ত করা যায় কিনা দেখব। অ্যাপাচিরা অবশ্য একেবারে অন্য চিজ। আশপাশে যদি থাকেও জানার কোন উপায় নেই আমাদের।'

'ইণ্ডিয়ান!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে উঠল জিম বেনসন, 'তোমার সত্যিই ধারণা যে ওরা আমাদের ওপর চড়াও হবে? আমি কিন্তু এ পর্যন্ত ওদের কোন চিহ্নই দেখিনি!'

'সারা দেশ চুঁড়ে বেড়াচ্ছে ওরা এখন,' সংক্ষেপে বলল কেনেডি, 'সেজন্যেই আগুনটা ছোট করে জ্বেলেছি আমরা। বোকা ছাড়া আর কেউ ওদের ডেকে আনতে যাবে না।'

কেনেডির কাপ আবার ভরে দিল লিজ। 'তুমি বলেছিলে একটা বিশেষ কারণে খেপে গেছে ওরা। কোন এক ক্যাম্প গ্র্যান্টের কথা

বলছিলে। কেন খেপেছে ওরা—ক্যাম্প গ্র্যান্ট বলে এই জায়গাটাই বা কোথায়?'

'ওটা অ্যারিজোনার একটা আর্মি পোস্ট। এসকিমিনযিন নামে এক ইণ্ডিয়ান চীফ তার গোত্রের সবাইকে নিয়ে ওখানে গিয়ে আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। অনেক যুদ্ধ হয়েছে আর নয়—ব্যাখ্যা দিয়েছিল সে—শাদাদের সঙ্গে এবার শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এর আগে প্রায় চার পাঁচ বছর পর্বতমালায় গা ঢাকা দিয়েছিল ওরা, কোন রকমে দিন গুজরান করত। ওরা কেবল নিজেদের আদি গ্রাম স্যান পেদ্রো রিভারের কাছে ফিরে যাবার অনুমতি চেয়েছিল।

'ওদের বিশ্বাস করে ব্ল্যাংকেট, খাবার ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় সব জিনিস দিয়ে গন্তব্যে যাবার ব্যবস্থা করে দেয় আর্মি। ওদের ব্যাপারে আর ভাবতে হবে না আশা করেছিল তারা। সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না ওরা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সবাই জড়ো হবার পরেও দুশোর বেশি হয়নি।'

'কিন্তু আর্মির সঙ্গে বেঈমানি করে বসে ওরা, এই তো!' নাক সিঁটকে বলল বেনসন, 'ওয়াদা ভঙ্গ করেছে! এছাড়া আর কিইবা আশা করা যায় ওদের কাছে? সব ইণ্ডিয়ানই এক!'

মাথা নাড়ল কেনেডি। 'না, মোটেই তা নয়!'

'আমি যে কটা দেখেছি সবগুলো এক রকম,' ফের বলল বেনসন।

'ওরা গোলমাল না করে থাকলে কে করেছে?' জানতে চাইল লিজ।

কফিতে চুমুক দিল ওয়েস কেনেডি। 'আশপাশের অন্যান্য এলাকায়ও তো গোলমাল লেগেই ছিল। নানা জায়গায় হামলা চালিয়ে গরু চুরি আর র‍্যাঞ্চহাউস জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল অ্যাপাচিরা। রোজই চলছিল এমন। হঠাৎ একজন ধরে নিল এসকিমিনযিনের লোকেরাও এসব হামলার সঙ্গে জড়িত, আর্মির কাছে শান্তিকামী বলে জাহির করে আসলে ধাপ্পা দিয়েছে, একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা ধরে নিল অ্যাপাচি মানে অ্যাপাচিই—যে গোত্রেরই হোক



না কেন, জাত বর্বর!'

'সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হলো যখন দেড়শোর মত আমেরিকান মেক্সিক্যান আর পাপাগোদের—এটা ইণ্ডিয়ানদের আরেকটা গোত্র—একটা দল এসকিমিনযিনের গ্রামে আক্রমণ চালাল। ভোরের দিকে হানা দিয়েছিল ওরা, গ্রামের সবাই তখন ঘুমে অচেতন। চীফের অর্ধেকের মত লোক মারা গেল সেই হামলায়। তাদের বেশির ভাগই ছিল নারী আর শিশু। পুরুষদের অধিকাংশ তখন ক্যাম্পেই ছিল না, হান্টিং পার্টি নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল।

'এরই পরিণামে তল্লাটের প্রত্যেকটা অ্যাপাচি নাগালের মধ্যে যে অস্ত্র ছিল সেটাই তুলে নিল, সেই থেকে তক্কেতক্কে আছে তারা। শাদা মানুষ পেলেই মেরে বদলা নিচ্ছে।'

'কারণটা বোধের অতীত নয়,' বিড়বিড় করে বলল লিজ। 'মারাত্মক ভুল করেছে ওরা।'

'কি করে জানলে ভুল করেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল বেনসন। 'তুমি বললে পুরুষরা তখন গ্রামে ছিল না, শিকারে গিয়েছিল নাকি সবাই। হয়তো আর্মিকে ভাঁওতা দেয়ার জন্যেই বানোয়াট গল্প ফেঁদেছে তারা। ওরা রেইডিং পার্টিগুলোও থাকত না নিশ্চিত করে বলছ কিভাবে?'

'অনেকেই বিশ্বাস করেছে ওদের কথা,' বলল কেনেডি।

সামনে ঝুঁকল লিজ। 'তুমি করেছ?'

'এসকিমিনযিনের সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল আমার, সৎ মানুষ বলেই মনে হয়েছে তাকে। সে মিথ্যা বলবে, আমি বিশ্বাস করি না।'

বিরক্তির সঙ্গে ঘোঁৎ করে উঠল বেনসন। 'আমি জীবনেও সৎ ইণ্ডিয়ান দেখিনি। বিশ্বাসী কোন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে মোলাকাতও হয়নি।'

'দেশের সবাই এখন একথাই ভাবছে, তাতে অবশ্য পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। মোদ্দা কথা সারা পর্বতমালায় অ্যাপাচিরা ঘুর-ঘুর করছে এখন সেই গণহত্যার বদলা নিতে। এতদিন যারা শান্ত ছিল তারাও খেপে গেছে; আর যারা যুদ্ধ করছিল তাদের কথা তো বলাই

বাহুল্য…পরিস্থিতি খুব নাজুক।'

লিজ কনর আবার ড্রয়ের দুপাশ থেকে চেপে আসা ছায়ার দিকে তাকাল। চাঁদের আলো জোরাল হচ্ছে আবার। তবে আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ, আলোর পথে বাধা সৃষ্টি করছে ওগুলো। অন্ধকার যেন অন্তহীন। বারবার বদলে যাচ্ছে চারপাশের পরিবেশ।

'এখানেও তাদের কেউ ঘাপটি মেরে নেই তো?' জানতে চাইল লিজ। 'তোমার কি মনে হয়? হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছে আমাদের ওপর—সুযোগ পাওয়ামাত্র হামলে পড়বে!'

হাসল কেনেডি। 'আমার মনে হয় না। আমরা ওদের নজরে পড়ার মত অস্বাভাবিক কিছু করেছি বলে মনে কোরো না,' বলল ও। মনে মনে আশা করল কথাটা যেন সত্যি হয়। মেয়েটাকে চিন্তায় ফেলে দেয়ার প্রয়োজন নেই কোন!

উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের ধাক্কায় বালি ঠেলে আগুনের ওপর ফেলতে শুরু করল কেনেডি। নিভিয়ে দিল আগুনটা। এবার রাইফেলটা তুলে নিল হাতে।

'ট্রেইলের কাছাকাছি নিজের বিছানা তৈরি করছি আমি,' নিজের ব্ল্যাংকেট নেয়ার সময় বলল কেনেডি। 'তুমি ক্লিয়ারিংয়ের কিনারায় ঝোপের কাছে বিছিয়ো তোমার ব্ল্যাংকেট। খোলা জায়গায় যেন কিছু না থাকে।'

আদেশ দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করল না কেনেডি। খামোকা বেশি আতঙ্কিত করে তুলতে চায় না মেয়েটাকে। চলার পথে হঠাৎ কোন অ্যাপাচি এদিকে এসে পড়লে সে যেন জায়গাটা ফাঁকাই দেখতে পায়, নিশ্চিত করতে চাইছে কেনেডি।

হাতে রাইফেল, কাঁধে ব্ল্যাংকেট, ওঅশের নিচের প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল ও। ঢাল বেয়ে খুদে টিবির মাথায় উঠে এল, তারপর নজর ফেরাল ব্যাক ট্রেইলের দিকে। রাতের অন্ধকার তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করতে লাগল। অবশেষে সন্তোষের ক্ষীণ একটা ছাপ পড়ল মনে।



বেশ দূরে অন্ধকারে একটা ক্যাম্পফায়ারের লালচে আলো মিটমিট করতে দেখেছে ও। নিশ্চয়ই আউট-লদের দলটা। আজ রাতে আর ওদের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই। লোকগুলো বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে।

লম্বা করে দম ফেলল কেনেডি। আশ্বস্ত করল নিজেকে, পিছু ধাওয়াকারী ওই পাঁচজনের মত অ্যাপাচিদের ব্যাপারেও যদি নিশ্চিত হওয়া যেত!

ট্রেইলে থাকলে এমনিতেই ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থাকে কেনেডি, আচমকা পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল ও। ভরাট পুরুষ কণ্ঠস্বর ওর চেতনার গভীরে আঘাত করেছে। জিম বেনসন, পলকে বুঝতে পারল, উঠে বসল চট করে; রাইফেলের হ্যামারে বুড়ো আঙুল প্রস্তুত, কান খাড়া। এক মুহূর্ত পর লিজ কনরের গলার আওয়াজও শোনা গেল। আতঙ্ক আর জরুরীত্ব ফুটে রয়েছে সেখানে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল কেনেডি। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ড্র বরাবর। লিজের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেনসন। ফাঁকা জায়গার কিনারার কাছে তৈরি বিছানায় বসে আছে মেয়েটা।

'ম্যাট যা বলেছে ঠিক সেভাবেই চলবে সব,' বলছে জিম বেনসন, 'তুমি জানো…অনেক আগেই আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির হয়ে আছে!'

নড়ে উঠল লিজ। 'জানি, জিম। কিন্তু আমি এখন নিশ্চিত নই!'

'নিশ্চিত নও কেন? আমরা ঠিকই মানিয়ে নিতে পারব। আমাদের এখন টাকার অভাব নেই। বাড়ি বানাতে সমস্যা হবে না, ব্যবসা শুরু করতে পারব…যেমন একটা স্টোর দিতে পারি। অ্যারিজোনায় এখন স্টোর ব্যবসা খুব রমরমা।'

'আমি জানি না…পরে এ নিয়ে কথা বলা যাবে—'

'কেনেডির সঙ্গে দেখা হবার আগে তো কিছুই অজানা ছিল না

'তোমার!' ধমকে উঠল বেনসন, সহসা থেমে গেল। 'ও ব্যাটা হাজির হবার আগে সব কিছু ঠিক ছিল! কি বলেছে ব্যাটা তোমাকে?'

'কই, কিছু না! এ নিয়ে আমাদের মধ্যে তেমন কোন কথা হয়নি।'

'মিথ্যা কথা! কাল রাতে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে ছিলে তুমি—দুই, তিন কিংবা চার ঘণ্টাও হতে পারে! আলাপ করেছ—অন্য কিছুও করেছ হয়তো!'

'ঘুম আসছিল না বলে ওর কাছে গিয়েছিলাম আমি, কথা বলতে ইচ্ছা করছিল,' ঠাণ্ডা গলায় বলল লিজ।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে!'

'তুমি তখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলে!'

'এটাই মেনে নিতে হবে তোমাকে, কারণ এখন তোমাকে আর ছাড়ছি না আমি। কাজটা কী সুন্দর শেষ করে আনছিলাম আমরা, যেভাবে প্ল্যান করেছিলাম ঠিক সেভাবেই—একেবারে ম্যাটের ইচ্ছা অনুযায়ী।'

'ম্যাট তো কেবল—'

'আমরা তো শিগগিরই, মানে লর্ডসবার্গে পৌঁছামাত্র বিয়ে করছি,' বলল বেনসন, 'তাহলে এখন থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে অসুবিধে কোথায়? এতে বরং তোমার সুমতি ফিরে আসতে পারে!'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জিম বেনসন, দুহাত বাড়িয়ে লিজের গায়ের ব্ল্যাংকেট আঁকড়ে ধরল। হ্যাঁচকা টানে একটা কোনা আলগা করে ফেলল। আর্তনাদ করে উঠল লিজ, দু'হাতে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল বেনসনকে।

কিন্তু মেয়েটার মুখ থেকে চিৎকার বেরুনোর আগেই বিদ্যুৎবেগে ফাঁকায় বেরিয়ে এসেছে কেনেডি। হাত বাড়িয়ে জিম বেনসনের ঘাড় চেপে ধরল ও, পাঁই করে উল্টো ঘোরাল তাকে। খিস্তি করে উঠল বেনসন, হাত বাড়িয়ে দিল কোমরের পিস্তলের দিকে।

লোকটার রাগে বিকৃত চেহারায় একটা ঘুসি চালাল কেনেডি।



বেনসনের খুলির সঙ্গে হাতের সংঘর্ষের বিশ্রী শব্দ হলো। আঙুল বেয়ে উঠে আসা যন্ত্রণা অনুভব করল কেনেডি। মাথার ওপরদিকে লেগেছে ঘুসিটা, ফলে তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না বেনসনের, ভারসাম্য হারাল কেবল। বুনো জানোয়ারের মত হুঙ্কার ছেড়ে ফের পিস্তল বের করার প্রয়াস পেল সে। অবশেষে হোলস্টার থেকে বের করে আনতে পারল ওটা।

এবার সজোরে পা চালাল কেনেডি। ছিটকে গিয়ে দূরে পাথরের ওপর পড়ল অস্ত্রটা। শান্ত চেহারায় এবার পিছিয়ে এল ও, বেনসনের দিকে রাইফেল তাক করল।

'তোমার বুকে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম আমি,' গম্ভীর গলায় বলল ও, 'অ্যাপাচিদের ভয় না থাকলে ঠিকই তা করতাম!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আবার ঘুরল কেনেডি। বেনসনের পিস্তলটা যেখানে পড়েছে দ্রুত সেখানে গিয়ে তুলে নিল সেটা, গুঁজে রাখল ওয়েইস্ট ব্যাণ্ডে। বেনসনের দিকে তাকিয়ে বলল: 'এবার পাথরের নিচে সেঁধোও গিয়ে, ওটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা! ফের যদি অমন কিছু করার চেষ্টা করো, অ্যাপাচিদের পরোয়া করব না, শেষ করে ফেলব তোমাকে!'

নীরব অথচ গরম চেহারায় একবার ওর দিকে তাকাল বেনসন, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ওখানেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে, যেন নিজের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল, খিঁচড়ানো মেজাজ নিয়ে নিজের ব্ল্যাংকেটের দিকে এগিয়ে গেল।

লোকটা শুয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কেনেডি। তারপর লিজের দিকে না তাকিয়ে ড্রয়ের শেষ মাথায় চলে এল আবার। রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছে ওর; নিজের পরিকল্পনা বদল করতে বাধ্য হওয়ার এক রকম তিক্ত অনুভূতিও জেগে উঠছে মনে, অথচ ব্যাপারটা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল!

যেভাবেই হোক, লিজ কনর আর জিম বেনসনের সঙ্গে জড়িয়ে

গেছে ও, এ ব্যাপারে ওর কিছু করার ছিল না। অবশ্য একটা ব্যাপারে মোটামুটি সন্তুষ্ট ও: এখন পর্যন্ত বেনসনের কাছে হার স্বীকার করতে হয়নি!

## নয়

উলের পুরু ব্ল্যাংকেটের ভেতরে হি হি করে কাঁপছে লিজ কনর। জিম বেনসনকে নিজের বিছানায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়তে দেখল। অদ্ভুত পদক্ষেপে, যেন ওর দুই হাঁটু অসাড় হয়ে গেছে, ওঅশের শেষ প্রান্তে নিজের অবস্থানে ফিরে গেল আবার ওয়েস কেনেডি।

জীবনে আজই প্রথম বারের মত আতঙ্কের স্বরূপ যেন দেখতে পেয়েছে লিজ। ওর ওপর বেনসনের হামলে পড়ার দৃশ্যটা, ঘাম আর উত্তেজনায় চকচকে চেহারা, লোভাতুর দু'চোখের দৃষ্টি বারবার ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। ওর গায়ের ওপর থেকে ব্ল্যাংকেট সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল লোকটা। এই ঘটনা কোনদিনই আর ভুলতে পারবে না লিজ।

এখন ম্যাট কনরের মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে ওর কাছে। এতদিন সব ব্যাপারে ভাইয়ের ওপরই নির্ভর করে ছিল ও। নিরাপত্তা বা অন্য যে কোন বিষয়ে ম্যাটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, ভরসা পেত। ও ধরেই নিয়েছিল চিরকাল এভাবেই চলবে সব কিছু; কোন অসুবিধা হবে, চিন্তাও করেনি, কোন কারণে তাই উদ্বিগ্ন বোধ করেনি কখনও।

কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেছে এখন। আর কোনদিনই ও ম্যাটকে



বাবা-মায়ের অভাব পূরণকারী শক্তিমান বড় ভাই হিসাবে পাশে পাবে না—ওর মাথার ওপর থেকে সরে গেছে সেই ছায়া—এখন আর এমন কেউ নেই যার ওপর ভরসা করতে পারে। ম্যাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে: সহজ শিকারে পরিণত হয়ে গেছে ও; যে কোন পুরুষ এখন চাইলেই অপমানিত করতে পারবে ওকে। ম্যাটের ছায়ায় বড় হয়েছে লিজ, আশপাশে আর কোন মেয়ে ছিল না সঙ্গী হিসাবে, সেজন্যেই এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি করে টিকে থাকবে বুঝতে পারছে না, স্বভাবতই আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে।

জিম বেনসন ধরে নিয়েছে ওর ওপর তার স্বত্ব আছে, এখন ওর মনিব সে; লোকে যেভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে তেমনি ওর দখলি-স্বত্ব পেয়ে গেছে যেন! তবে বেনসনের মনে এমন ধারণা জন্ম নেয়ার পেছনে কারণও আছে—বিভিন্ন সময়ে বলা ম্যাটের নানা কথা, আচরণ, কলোরাডো হিলসে একসঙ্গে অনেকগুলো বছর বসবাস—এসবই তার মনে ধারণাটা শেকড় ছড়াতে সাহায্য করেছে।

লিজ কনর কিন্তু কখনোই বেনসনকে এমন কিছু বলেনি যাতে মনে হতে পারে তাকে সে বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু মনে করে। আসলে একজন বয়স্ক বন্ধুই ভেবেছে তাকে আগাগোড়া, ঘটনাক্রমে ওর ভাইয়ের অংশীদার হয়েছিল যে লোকটা।

আর ম্যাট ওদের নিয়ে যেসব কথা বলেছে: জিম লিজের দেখাশোনা করবে, ওকে সুখে রাখবে; সেসব কেবল লিজের মঙ্গল-চিন্তা থেকেই উচ্চারিত, লিজের যাতে কোন কষ্ট না হয়—এ চিন্তাই ছিল ম্যাটের মাথায়। ব্যাপারটা সে বিয়ের দিকে গড়ানোর ইঙ্গিত দিত, একথা একবারের জন্যেও মনে হয়নি লিজের। এমন একটা আশা তার থেকে থাকতে পারে, তবে ওর সম্মতি ছাড়া নিশ্চয়ই অগ্রসর হত না ম্যাট, জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়ার মানুষই ছিল না ওর ভাই!

আসলে ম্যাট একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল: লিজের যেন

কখনও কোন সমস্যা না হয়, ওকে দেখে রাখার জন্যে কাছেপিঠে কেউ একজন যেন থাকে—যুদ্ধের পর থেকে ও নিজে যেমন আগলে রেখেছিল ওকে।

আরও আগে ওয়েস কেনেডির সঙ্গে ম্যাটের পরিচয় হলে ভাল হত, ভাবল লিজ। লোকটাকে তাহলে আরও গভীরভাবে জানতে পারত ওর ভাই। ওয়েসকে সে পছন্দ না করে পারত না। আসলে কেনেডির মাঝে এমন কিছু আছে যা সবার মনে একটা চমৎকার ধারণা সৃষ্টি করে, ওর উপস্থিতিতে অনিশ্চয়তাবোধ কেটে যায়!

খানিক আগের ঘটনাটার কথা ভাবতে গিয়ে একটা উষ্ণ অনুভূতিতে ছেয়ে গেল লিজের মন। আজরাইলের মত বেনসনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল কেনেডি; কি ঠাণ্ডা, কত দক্ষতার সঙ্গে সামলে রেখেছিল নিজেকে…আর তার চেহারায়…চাঁদের আলোতেও ক্রোধের এঁটে বসা মুখোশটা দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার! আরেকটু হলেই বোধ হয় জিমকে সে খুন করে ফেলত, ভাবল লিজ, ও কাছে না থাকলে আজ রক্ষা ছিল না বেনসনের!

আচ্ছা, কেনেডির সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয়! সারাক্ষণ এমন চুপ মেরে থাকে লোকটা, কেমন যেন গুটিয়ে রাখে নিজেকে, যেন আশপাশের সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। তবে মানুষটা অসম্ভব ভদ্র—এমন আচরণ করছে ওর সঙ্গে যেন ও কোন সম্মানিতা মহিলা; *গোর্ডি'স ম্যাগাজিনে* যাদের ছবি দেখার সুযোগ হয়েছিল ওর—ম্যাট প্রায়ই নিয়ে আসত পত্রিকাটা ওর জন্যে। লিজের মনে হলো ওয়েস কেনেডি আসলে সব মেয়ের সঙ্গেই এমন আচরণ করে থাকে। মনে মনে ধারণাটা উল্টেপাল্টে দেখল লিজ, তারপর বুঝতে পারল, কেনেডিকে ভাল লাগার এটাই মূল কারণ।

আচ্ছা, লোকটা কি বিবাহিত? কোন মেয়ে কি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে যাকে বিয়ে করবে কথা দিয়ে রেখেছে সে?

কথাটা নিয়ে ভাবল লিজ। লোকটা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন



রকম আভাস দেয়নি ওকে। আকাশের দিকে তাকাল লিজ। সম্ভাবনাটা ক্ষীণ বলেই মনে হলো। ঘরে বউ ফেলে দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর লোক নয় ওয়েস কেনেডি; স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে অথবা তাকে নিয়েই চলাফেরা করতে পছন্দ করবে সে, যেখানেই যাক না কেন! তার চরিত্র এমন কিছু হবে বলেই আভাস দেয়।

কাল কেনেডি সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার চেষ্টা করতে হবে…বুদ্ধি করে ওর পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করবে ও; জানবে সে বিবাহিত কিনা, বিবাহিত না হলে কাউকে কথা দিয়েছে কিনা! একটা ব্যাপার অবশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে: জিম বেনসনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের ইতি ঘটেছে চিরদিনের জন্যে। লর্ডসবার্গে পৌছে তাকে অর্ধেক টাকা বুঝিয়ে দেবে ও, তারপর যে যার পথ ধরবে। আর কখনও লোকটাকে দেখতে না চাইলে যত জলদি বিদায় করা যায় ততই ভাল!

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও লর্ডসবার্গে পৌছেই সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে, ভাবল লিজ কনর। অনেক কিছু—বলতে গেলে সবই নির্ভর করছে আগামীকাল ওয়েস কেনেডি সম্পর্কে কতটা কি জানতে পারছে তার ওপর। লোকটা ইতিমধ্যে বিয়ে করে থাকলে তো চুকেই গেল; আর যদি উল্টোটা হয়—সেক্ষেত্রে, মেয়েদের মত ছেলেরাও তো সহজ শিকার হতে পারে!

নিজের ব্ল্যাংকেটে শুয়ে পড়ল জিম বেনসন, চাদরে গা ঢাকার চেষ্টা করল না সে। রাতের আকাশে ভাসমান মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকল নিষ্পলক। ওয়েস কেনেডির প্রচণ্ড ঘুসির আঘাতে এখনও ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ভেতরটা, মগজ নড়ে গেছে যেন! ওর মনে জেগে ওঠা প্রবল ক্রোধ আর ক্ষোভের মাত্রা কমাতে পারছে না কিছুতেই।

ব্যাটার নিকুচি করি! প্রথম দফায় হয়তো জিতে গেছে সে! কিন্তু এ তো মাত্র শুরু! কেনেডি যদি ভেবে থাকে সবকিছু তার অনুকূলে চলে গেছে তাহলে সে বোকার স্বর্গে বাস করছে। আজ পর্যন্ত জিম বেনসনের

সঙ্গে মামদোবাজি করে পার পায়নি কেউ। সব সময়ই পাল্টা সুযোগ পেয়েছে সে এবং ঠিকই বদলা নিয়েছে!

এবারও, সন্দেহ নেই, তার ব্যতিক্রম হবে না।

লিজ কনর তার মেয়েমানুষ, বৈধ অধিকার আছে তার মেয়েটার ওপর; আধাপয়সার এক স্যাডল-ট্র্যাম্প কিছুতেই ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না তাকে! জান থাকতে নয়! ম্যাট কনরের সঙ্গে যোগ দেয়ার পরই এই মেয়েটার ওপর নজর পড়েছিল তার, কতদিন ধরে অপেক্ষা করছে!

এতটুকু কিশোরী থেকে লিজকে পরিপূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হতে দেখেছে সে। যে কোন পুরুষের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে লিজের। মেয়েটাকে আপন করে পাবার জন্যে এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছে সে। মেয়েটা বয়সে তার চেয়ে বারো-চোদ্দ বছরের ছোট হবে সম্ভবত, তবে এটা কোন ব্যাপার নয়! আরে, ওর মত পুরুষকে সামাল দিতেই হিমশিম খেয়ে যাবে ওই মেয়ে। তাছাড়া, এটাই তো ভাল: স্ত্রীর চেয়ে স্বামী বয়সে বড় হলে বরং সুবিধাই, এতে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়।

মেয়েদের মাথায় হাজারটা আজগুবী চিন্তা থাকে, উল্টাপাল্টা কাজ করতে চায়! লিজ যেমন কেনেডি নামের লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এধরনের ভূতের আসর দূর করতে শক্ত হাতের দরকার—মেয়েরা যাতে বেলাইনে না যায়! লিজের মাথা থেকেও ভূত নামানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেটা কেবল ওর দ্বারাই সম্ভব। একাজে সে-ই যোগ্য!

সেই সঙ্গে নগদ টাকার ব্যাপারটাও আছে···ওদের দু'জনের কাছে এখন প্রায় বিশ হাজার মার্কিন ডলার আছে! নগদ টাকার পাহাড়! এত টাকা থাকলে এদেশে অনেক কিছু করা সম্ভব—জৌলুস আর বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে জীবন কাটানো যায়!

সেটা অবশ্য হতচ্ছাড়া বুনো রক্তপিপাসু ইণ্ডিয়ানদের এই রাজ্যে



সম্ভব হবে না। এখানে সীমাহীন গরম আর অন্তহীন বালির বিস্তৃতি ছাড়া কিছু নেই। নিউ অরলিন্স—হ্যাঁ, পকেটে টাকা থাকলে পুরুষ মানুষের জন্যে ওটাই উপযুক্ত স্থান। বেনসন শুনেছে ওখানে নাকি আমদানি ব্যবসার প্রচুর সুযোগ আর সম্ভাবনা আছে। কিউবা আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে হাজার জাতের পণ্য আমদানির ব্যবসা চলে ওখানে। ঠিক মত দাঁও মারতে পারলে এক রাতেই সাত রাজার ধনের মালিক হয়ে যেতে পারবে!

কিন্তু আগের কাজ আগে।

লিজ কনরকে ঘিরে তৈরি তার সব পরিকল্পনা এখন ওয়েস কেনেডির কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে। মেয়েটাকে হারালে সেই সঙ্গে দশ হাজার ডলারও হাতছাড়া হয়ে যাবে, অথচ ওদের দু'জনের বিয়ে হলে টাকাটা আপসে ওর হাতে চলে আসার কথা! সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সময় থাকতে সেই বিপদের কারণটাকে অপসারিত করা।

সবচেয়ে বড় কথা কেনেডি ওর গায়ে হাত তুলেছে। ঘটনাটা উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। এর সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সবকিছু শেষ হবার আগেই বদলা নেবে সে। আশ্চর্য, কেনেডির কোন প্রয়োজন ছিল না ওদের। এমনকি লর্ডসবার্গে যাবারও তো আসলে কোন দরকার নেই। পর্বতমালার ভেতর দিয়ে সোজা পুবে চলে গেলেই হয়! ওদিকে নিশ্চয়ই কোন শহর বা বসতি আছে, না থেকে পারে না!

প্রবল প্রত্যাশায় শরীরের সমস্ত পেশী কাঁপতে শুরু করল জিম বেনসনের, দ্রুতগতিতে কাজ করছে তার জটিল মাথা। উঠে বসল সে। কঠিন হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণে। হ্যাঁ, ঠিক আছে! কেনেডিকে ঝেড়ে ফেলে তারপর পুবের পথ ধরবে ওরা। নিউ অরলিন্স যেতে চাইলে ওদিকেই যেতে হবে ওকে।

লিজের দিকে তাকাল বেনসন। এখনও জেগে আছে মেয়েটা, আকাশের তারা দেখছে। নিশ্চয়ই কেনেডি হারামজাদার কথা ভাবছে! কাল সকালে চিন্তার নতুন খোরাক পাবে মাগী···ডাইনীটা ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল হত, নিজের কাজ শুরু করে দিতে পারত সে।

## দশ

টিবির চূড়ায় যতটা পারা যায় আরাম করে বসল ওয়েস কেনেডি। রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে রাখল হাঁটুর ওপর, সক্রোধে ছড়ে যাওয়া হাতের গিটে হাত বোলাচ্ছে। জিম বেনসনের মাথাটা যেন ইস্পাত দিয়ে বানানো!

উত্তর দিকে তাকাল কেনেডি। আউট-লদের ক্যাম্পফায়্যারের লালচে আভাটা খুঁজে বের করল, বিড়বিড় করে উঠল আপনমনে। এখনও আগের জায়গাতেই আছে…বোকা না হলে কেউ এত বড় করে আগুন জ্বালে! পাঁচ মাইল দূর থেকেও ওটার অবস্থান ঠিক বুঝে যাবে অ্যাপাচিরা। এটা অবশ্য একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে ওদের জন্যে, কারণ যেসব ব্রেভ এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মনোযোগ এখন ওদিকেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

জোরে একটা দম ফেলল কেনেডি। লর্ডসবার্গে পৌঁছে লিজ কনর আর জিম বেনসনকে বিদায় করে দিতে পারলে কত ভাল হত, ভাবল আবার…কপাল আর কাকে বলে! এসব কিছুর জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না ও, বিশেষত অতি উৎসাহী এক হবুবরের কবর থেকে একটা মেয়েকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে—এটা ওর কল্পনাতেও আসেনি কোনদিন!

বেনসন কি সত্যিই মেয়েটার হবু বর? এখন ওর মনে হচ্ছে, লিজের সব কথা খতিয়ে দেখলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক! ধারণাটা সম্ভবত আগাগোড়া বেনসনের নিজস্ব—লোকটার পরিকল্পনার সঙ্গে লিজের কোন সম্পর্ক নেই!



যাই হোক, এটা ওদের ব্যাপার। সেটলমেন্টে পৌঁছার পর নিজেদের ঝামেলা নিজেরাই চুকিয়ে ফেলবে ওরা—তাদের সুবিধা মত। ও এখন চাইছে নিরাপদে ওদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তাড়াতাড়ি টুসানের পথ ধরতে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে থাকলে জুড ওয়েদারবি হয়তো এখনও ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে। কিন্তু ভাগ্য যদি ওর পক্ষেই থাকবে তাহলে কনরদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হলো কেন, এত কিছু থাকতে! কিন্তু অনেক সময় হঠাৎ করে এমন কিছু ঘটে যায় যেটাকে ঠিক মত সামাল দেয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

বেশিদিন অবশ্য ঝামেলা পোহাতে হবে না ওকে। বড়জোর দু'দিন, যদি সব কিছু ভালয় ভালয় এগোয়। এখন ওর করণীয় হলো আউট-লদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে সাবধানে অ্যাপাচিদের এড়িয়ে সোজা দক্ষিণ-পুব দিকে একটানা এগিয়ে যাওয়া—যতক্ষণ না বারো-মাউন্টেনের পাদদেশে পৌঁছুনো যাচ্ছে। তারপর কোন রকমে হোয়াইট রক ক্যানিয়ন অতিক্রম করে সমতলে পৌঁছুতে পারলেই দৃষ্টিসীমায় চলে আসবে লর্ডসবার্গ।

বেনসনকে নিয়ে সম্ভবত আর ঝামেলা হবে না, আশা করল কেনেডি। অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করল নিজেকে: লিজের প্রতি ওই লোকের মনোযোগ ওকে খেপিয়ে দিচ্ছে কেন? স্রেফ লিজের আপত্তির কারণে একটু আগে লোকটা যা করতে যাচ্ছিল সেখানে বাধা দান খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বেনসনের ওপর এতটা খেপে ওঠার কোন যুক্তি নেই।

যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। ওর খেপে ওঠার কারণ যাই হোক, সেটা এখন অতীত হয়ে গেছে। বেনসন যদি মেয়েটার সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না। আর যদি সে তা না করে তাহলে ব্যাটার হাত পা বেঁধে স্যাডলের ওপর ফেলে তারপর পথ চলার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ আগামীতে সে ছাড়াও অনেক জটিল বিষয়ে মাথা ঘামাতে হবে

কেনেডিকে।

একটা পাহাড়ী সিংহ কাছেই কোথাও রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ঘোড়াগুলো যেখানে বেঁধেছে সেদিকে কান খাড়া করল কেনেডি। বন-বেড়ালটা ওদের গন্ধ পেয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা, শিকারের লোভে তাহলে ওদিকেই এগিয়ে যাবে জানোয়ারটা, কিন্তু ঘোড়াগুলোকে নিশ্চিন্তই মনে হলো। বিপদের কোন আশঙ্কা নেই, ধরে নিল কেনেডি। পরে একবার নজর বুলিয়ে আসা যাবে, ভাবল মনে মনে, স্রেফ নিশ্চিন্ত হবার জন্যে।

আউট-লদের আগুনটাকে আরও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে এখন। আসলেই বিপদ ডেকে আনতে চাইছে ওরা···আনাড়ী, কোন সন্দেহ নেই তাতে। অভিজ্ঞতা থাকলে কোনদিনই অ্যাপাচি এলাকায় এভাবে নিজেদের ভাগ্যকে বিপদাপন্ন করে তুলত না। অবশ্য পাঁচ জন আছে ওই দলে এবং সংখ্যার জোরে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে, তবু ওটাকে মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু বলতে পারছে না কেনেডি। অ্যাপাচিরা যে সব সময় ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়ায় তা নয়, অনেক সময় একটা দলে বিশ এমনকি তিরিশজন অ্যাপাচিও থাকতে দেখেছে কেনেডি।

বুটের হিলের কঠিন শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল ও, চোখের পলকে রাইফেল তুলে ধরল নিজের অজান্তেই।

'আরে আমি বেনসন,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জিম বেনসন, দু'হাত উঁচু করে ধীর কদমে এগিয়ে এল কাছে।

শিথিল হলো কেনেডির স্নায়ু, চোখ ছোট করে জরিপ করল কুৎসিত লোকটাকে, তেতো হয়ে গেল ওর মন।

'ঘুম আসছে না আমার। ভাবলাম এ সুযোগে তোমার কাছে আমার তখনকার আচরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে নিই, সেজন্যেই আসা।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েস কেনেডি, পাত্তা দিল না লোকটাকে।

'তোমাকে বলতে এসেছি, আসলে তোমার প্রতি আমার মনে কোন



ক্ষোভ নেই। আমি সত্যিই বেলাইনে চলে গিয়েছিলাম একটু। আমাকে বাধা দিয়ে তখন ঠিকই করেছ তুমি।'

'বাদ দাও। তবে খেয়াল রেখো আর যেন অমন না হয়!'

'হবে না। আমি ওয়াদা করছি তোমার কাছে। আসলে কি—মানে, লিজের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে তো, আমি বুঝতে পারিনি আগে থেকে স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে সে আপত্তি করতে পারে, বা এতে কোন অসুবিধা আছে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ বোধ হয়?'

নড়ে উঠল কেনেডির কাঁধজোড়া। 'তোমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে ওর ভিন্ন মত আছে বলে মনে হয়েছে আমার।'

কেনেডির কাছেই আসন পেতে বসল বেনসন, এক মুঠো বালি নিয়ে চালাচালি শুরু করল—একবার ডান হাতে নিচ্ছে আবার বাম হাতে চালান দিচ্ছে।

'ওর মাথায় পাগলামি চেপেছে হঠাৎ,' বলল সে, 'কাল সকালে ঠিক হয়ে যাবে সব। ম্যাট সব সময় বলত—'

'ম্যাট মারা গেছে। এখন নিজেই নিজের কথা ভাবছে মেয়েটা।'

রাগের ছাপ পড়ল বেনসনের চেহারায়। 'তোমার প্রতি ও দুর্বল হয়ে পড়েছে বলতে চাইছ নাকি?'

'আমার প্রতি দুর্বল?' শব্দ করে হাসল কেনেডি, 'আরে না! আমি বলেছি—তোমার কথা আর ভাবছে না ও এখন। অন্য রকম চিন্তা ভাবনা আছে ওর, লর্ডসবার্গে পৌঁছে সেই মোতাবেক কাজ করবে।'

'পাল্টে যাবে ওসব চিন্তা ভাবনা,' বলল বেনসন, 'এই বলে রাখছি তোমাকে। ছয়-সাত বছর ধরে মেয়েটা লায়েক হবার অপেক্ষায় আছি আমি। ও আমার—'

'বিশ হাজার ডলারে তার ভাগসহ—'

'সেটা একটা কারণ বটে,' মৃদু কণ্ঠে বলল বেনসন, 'টাকা ব্যাপারটাকে আরও লোভনীয় করে তোলেনি, তা বলব না আমি, তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। আসল কথা, ওর সঙ্গে অনেক আগে থেকেই

আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে···আমি চাই কথাটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো।'

'আমার এতে কোন মাথাব্যথা নেই,' সরাসরি জবাব দিল কেনেডি, 'তবে আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ এই ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না। লর্ডসবার্গে যাবার পর তোমরা দু'জনই আলাদা হয়ে যাবে, তখন মেয়েটা যদি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না চায় তাহলে ওখানে সে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এতে আমার কোন ভূমিকা নেই।'

'তেমন কিছু হবে না,' গোঁয়ারের মত বলল বেনসন, 'দেখো তুমি। মেয়েটাকে আমি চিনি। সে নিজেও বোধ হয় আমার মত করে চেনে না নিজেকে।' একটু থামল সে, উত্তর দিকে তাকাল। 'ওরাই আমাদের অনুসরণ করছে?'

'আমরা যে ট্রেইলে এসেছি সেই একই ট্রেইল ধরে—অ্যাপাচিরা কোনদিন অমন একটা *বনফায়ার* জ্বালবে না।'

হাত বাড়িয়ে আরও খানিকটা বালি তুলে নিল বেনসন, ঘাড়ের ওপর দিয়ে একবার তাকাল।

'তুমি সত্যিই ইন্ডিয়ানদের আশপাশে ঘুরে বেড়ানোর কথাটা বিশ্বাস করো? আমি তো কোন আলামত দেখছি না!'

'দেখার কথাও নয়, শুনবেও না কিছু। কিন্তু কাছে পিঠেই আছে ওরা—কিংবা শিগগিরই এসে পড়বে। ওই আগুনটা দেখেই ওরা বুঝে যাবে ট্রেইলে শাদা মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।'

'যতক্ষণ ওদের মনোযোগ ওদিকে থাকবে ততক্ষণ আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই,' বলল বেনসন।

এ কথার জবাব দিল না কেনেডি। অর্থহীন কথোপকথনে বিরক্ত বোধ করছে ও। একটু ঘুমিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে। বেনসন এবার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে, আশা করল ও। সিংহটার উপস্থিতির আর কোন আভাস পাওয়া যায়নি এতক্ষণ, বন-বেড়ালটা বোধ হয় এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল এদিকটায়।



'পুবে কি আছে?'

'পঞ্চাশ-মাইল-জোড়া পর্বতমালা,' ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল কেনেডি।

'কোন শহর নেই?'

'আছে, দুটো—পাইনো অল্টো আর সিলভার সিটি। মাইনিং সেটলমেন্ট।'

'এখান থেকে যাওয়া সম্ভব?'

'সম্ভব, তবে বেশ কঠিন, কোন ট্রেইল নেই।'

মাথা দোলাল বেনসন। 'এখন বুঝতে পারছি—তুমি আমাদের লর্ডসবার্গে নিয়ে যাচ্ছ কেন!'

'ওদিকেই যাচ্ছি আমি।'

'তবে কি চাইলে পুবেও যাওয়া যাবে?'

মাথা দোলাল কেনেডি। 'যাবে। সিদ্ধান্ত বদলানোর কথা ভাবছ নাকি—একাই আলাদা পথ ধরবে?'

'আমি? না, তা নয়। এমনি জানতে চাইছিলাম আরকি। এখানে তুমিই বস্। তোমার কথা মতই চলব আমরা।'

উঠে দাঁড়াল বেনসন, হাই তুলল। 'ঠিক আছে, এবার তাহলে শুয়ে পড়ি, যাই। সকাল সকাল রওনা দেয়ার কথা ভাবছ নিশ্চয়ই তুমি।'

'দিনের আলো ফোটামাত্র।'

মাথা দোলাল বেনসন। 'ঠিক আছে। তৈরি থাকব আমি,' বলেই নিমেষে ঘুরল সে, মুঠো ভর্তি বালি সরাসরি কেনেডির চোখ বরাবর ছুঁড়ে মারল।

অন্ধ হয়ে গেল কেনেডি, টলতে টলতে কোনমতে উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারল ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলো রাইফেলটা। জিম বেনসনের কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে এল।

'নিকুচি করি তোমার—সব ব্যাপারে নাক গলানোর খাসলত আজ ভোলাচ্ছি আমি!'

দু'হাতে চোখ ডলতে ডলতে সরে যাবার চেষ্টা করল কেনেডি

হোঁচট খেলো, বসে পড়ল হাঁটু ভেঙে। পরক্ষণে একটা আঘাত লাগল মাথার পেছনে, নিকষ কালো অন্ধকার নিমেষে গ্রাস করল ওর পৃথিবী।

## এগারো

অবিরাম মুখ খিস্তি করছে জিম বেনসন, বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা; ঘামে ভিজে চকচকে একটা ভাব ফুটে উঠেছে সেখানে। কেনেডির নিঃসাড় অবয়বের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'শালার স্যাডল-বাম,' গর্জে উঠল বুনো হিংস্র কণ্ঠে, 'এবার নিশ্চয়ই টের পেয়েছ কার সঙ্গে তাফালিং করতে এসেছিলে! উচিত সাজা হয়েছে, শালা!'

এক পা পেছনে এনে অচেতন কেনেডির পাঁজর বরাবর সবুট লাথি হাঁকাল জিম বেনসন, আঘাতের কারণে কেঁপে উঠল কেনেডির শরীর, খলখল হেসে উঠল বেনসন। মরা ক্যাম্পফায়্যারের কাছে একটা ঢিবির ওপর টেনে হিঁচড়ে এনে ওকে ওখানেই ফেলে রেখে লিজ যেখানে শুয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে গেল এবার বেনসন।

'লিজ!' গলা চড়িয়ে ডাক দিল সে, একটানে সরিয়ে দিল ব্ল্যাংকেটটা। 'ওঠো! তোমার হিরোর চেহারাটা একবার দেখবে এসো!'

গভীর ঘুম থেকে আচমকা ডেকে তোলায় ঘোলাটে হয়ে আছে লিজ কনরের মাথা, বেনসন কি বলতে চাইছে বুঝতে পারল না প্রথমে, তারপর আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো ওর চোখজোড়া, কোনমতে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে লিজের মাথার পেছনে ঘন চুলের ঝুঁটি জাপ্টে ধরল বেনসন, প্রায় টেনে নিয়ে এল কেনেডির অচেতন দেহের কাছে!



'এবার দেখলে তো—আসলে বিরাট কিছু না ব্যাটা!'

নিজের অজান্তেই একটা হাত উঠে এল লিজের মুখের কাছে, অনেক কষ্টে ঠেকাল আর্তচিৎকারটা, অচেতন কেনেডির দিকে এগিয়ে গেল এক কদম। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর কায়দায় ঠেকাল ওকে বেনসন, চরকির মত ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে।

'না, দরকার নেই!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'এখন থেকে আমার কথায় চলবে সবকিছু! আমার দিকে থাকবে তোমার নজর, বোঝা গেছে?'

সরে যাবার চেষ্টা করল লিজ, কিন্তু শক্ত হাতে ওর চুল ধরে রাখল বেনসন।

'তুমি—তুমি একটা উন্মাদ—!' বলে উঠল লিজ।

আবার হাসল বেনসন। 'ঠিক, নেকড়ের মত—স্রেফ নিজের জিনিস হেফাজত করার চেষ্টা করছি—পাগলের মতই!'

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল লিজ, প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠছে। আড়চোখে একবার বেনসনের দিকে তাকাল সে, চোখজোড়া কুঁচকে ফেলল হঠাৎ।

'নিশ্চয়ই, জিম, তুমি ঠিকই বলেছ! তা এখন কি করার কথা ভাবছ?' জানতে চাইল ও।

বিস্ময়ে চোখজোড়া কপালে ওঠার জোগাড় হলো বেনসনের, শেষে হাসল সে, ছেড়ে দিল লিজের চুলের ঝুঁটি। 'এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা বলতে শুরু করেছ দেখতে পাচ্ছি,' বলল লোকটা। 'এখান থেকে এবার চলে যাব আমরা, এছাড়া আর কি করার আছে! কেবল আমরা দু'জন যাচ্ছি, এই যা···এবার তোমার পেছনে পড়ে থাকা ওই দড়ির টুকরোটা দাও দেখি আমাকে!'

নড়ল না লিজ, বেনসনের কথাগুলো মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল, তার মতলব বোঝার চেষ্টা করল। হঠাৎ বেনসনের মেজাজ তেতে উঠল আবার, বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। হিংস্র ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল

সে, নিজকে আঘাত করতে গেল। কুঁকড়ে গেল লিজ, নিজের ব্ল্যাংকেট রোল বাঁধার দড়িটা তুলে তাড়াতাড়ি বেনসনের হাতে তুলে দিল।

দড়ি নিয়ে কেনেডির পাশে গিয়ে বসে পড়ল বেনসন। ওর দু'হাত পেছনে এনে কজিজোড়া শক্ত ধরে বাঁধল, অবশিষ্ট দড়ির সাহায্যে একইভাবে পায়ের গোড়ালিও বাঁধল।

ভীতিকর নীরবতার মাঝে তাকিয়ে থাকল লিজ, বেনসনের কাজ দেখছে, আতঙ্ক গ্রাস করতে চাইছে ওকে।

'মারা পড়বে তো লোকটা!' অবশেষে ভারি গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার বেনসন, লিজের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসল। 'খালি *অ্যাপাচি-অ্যাপাচি* করছিল না ব্যাটা, হয়তো ওরা এসেই তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলবে ঝামেলাটা!'

এ কথায় শিউরে উঠল লিজ। জিম বেনসন যেন পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল লিজ। এমনটি কেন ঘটছে বুঝতে চাইল। অবশেষে ধারণা করল রাতের প্রথম দিকের সেই ঘটনারই জের এটা। বেনসনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও এবার। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক বেনসনকে যেন দেখতে পাচ্ছে আজ, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে এতদিন কোন ধারণাই ছিল না ওর!

'ওকে হত্যা করার কি প্রয়োজন?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে বলল লিজ।

থুতু ফেলল বেনসন, আবার একটা লাথি কষল কেনেডির পাঁজরে। 'আছে, প্রয়োজন আছে!'

'কি?'

'কি মানে! আমার সঙ্গে ফেরেববাজি করতে গিয়েছিল সে! আমার পরিকল্পনায় বাদ সাধতে গেছে! ব্যাটা তোমার মাথায় আজগুবী সব চিন্তা ঢোকানোর চেষ্টা করেছে! কি করেনি! ওসব এত সহজে ভুলে যাব আমি!'



'তাই বলে লোকটাকে হত্যা—'

'ওর জাত চেনা আছে আমার। ব্যাটাকে যদি না মারি তাহলে এখান থেকে ঠিক আমার পিছু নেবে সে!'

'আমার জন্যে...'

আবার থুতু ফেলল বেনসন। 'হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটাই বোধ হয় তোমার জন্যে ঘটছে। যেভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিয়েছিলে, যা ভাবচক্কর দেখাচ্ছিলে, আবোলতাবোল সব কাজ শুরু করে দিয়েছিলে...আর এই ব্যাটা তোমাকে চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছিল! বোধ হয় আমাকে ফেলে তোমাকে নিয়ে সটকে পড়ার ফিকির করছিল হারামজাদা!'

'ভুল বললে, জিম। এই কথাটা ঠিক না—তেমন কিছুই ঘটেনি।'

মাথা নাড়ল বেনসন। 'আমার চোখ কান নেই ভেবেছ! কি ঘটছিল ঠিকই জানি আমি!'

'তুমি খামোকাই অমন ভাবতে গেছ, একেবারেই মনগড়া ধারণা তোমার,' মৃদু হতাশার সুর ফুটে উঠল লিজের কণ্ঠে, 'আমার দিকে মুহূর্তের জন্যেও নজর দেয়নি ও...ওর মাথায় সারাক্ষণই কেবল একটা চাকরির চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল... বিনা দোষে ওকে মেরে ফেলাটা মোটেই ঠিক হবে না—'

'নিজের চোখে যা দেখেছি ঠিকই বুঝেছি আমি!' গোঁয়ারের মত আবার বলল বেনসন, রক্তিম চোখে কেনেডির দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'তুমি কি দেখেছ আমি জানি না,' বলল লিজ, 'তবে যাই দেখে থাকো, বুঝতে ভুল করেছ...ওকে ছেড়ে দাও, জিম, তাহলে তোমার কথা মতই চলব আমি। ওকে এভাবে ফেলে যেয়ো না এখানে, বেচারা মারা পড়বে!'

'এমনিতেও আমার কথা মতই চলতে হবে তোমাকে!' হিংস্র হেসে বলে উঠল বেনসন। 'যাও, জলদি করে ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো। এখান

থেকে চলে যাচ্ছি আমরা!'

নড়ল না লিজ, দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। 'কিছুতেই তোমাকে এ কাজ করতে দেব না আমি,' জোরের সঙ্গে ঘোষণা করল সে। রাইডিং স্কার্টের পকেটে হাত ঢোকাল। 'আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে সাহায্য করব না। আমার ওপর জোর খাটাতে হবে তোমাকে—'

'প্রয়োজনে সেটাও পারব আমি,' সোজাসাপটা বলল বেনসন, লিজের বাহু জাপ্টে ধরেই সজোরে একটা চড় কষাল ওর গালে।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় টলে উঠল লিজ, এলোমেলো পদক্ষেপে কেনেডি যেখানে ঘোড়া পিকেট করেছে ওঅশের সেই প্রান্তে চলে এল।

'এবার আমার কথামত হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোকে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি,' গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল ওকে বেনসন। 'আমার সঙ্গে তেড়িবেড়ি করতে গেলে এমন শিক্ষা দেব যে মেয়ে হিসেবে জন্ম নেয়ার জন্যে দুঃখ করবে শেষে!'

বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলোকে একত্রিত করল লিজ, ঘোর কাটিয়ে উঠল দ্রুত। একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠেছে ওর মনে, আঘাতের যন্ত্রণা দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে তাই। পকেটের ছুরিটার ধাতব শীতল স্পর্শ পেয়েছে হাতে। এক সময় ম্যাটের ছিল ছুরিটা, তবে অনেকদিন আগেই ওটা ওকে দিয়ে দিয়েছিল সে। তখন থেকেই ছুরিটা সঙ্গে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল লিজ। নিজের টুকটাক কাজ এটা দিয়েই করত কেবিনে থাকতে। ছোট কিন্তু ধারাল ছুরি।

এগিয়ে গিয়ে একে একে সবক'টা ঘোড়ার বাঁধন আলগা করল লিজ, দড়িগুলো তুলে নিল হাতের মুঠোয়। ক্যাম্প-এর দিকে পেছন ফিরে আছে ও, সুযোগটা লুফে নিল, চট করে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে আনল ও, সবচেয়ে দীর্ঘ ব্লেডটা বের করল, তারপর ঝটপট শার্টের ভেতর চালান করে দিল ওটা। এবার দ্রুত কাজ শেষ করার দিকে মন দিল।

ওদিকে ফাঁকা জায়গাটার যেখানে গিয়ার লুকিয়ে রেখেছে কেনেডি



সেখান থেকে টেনে টেনে সব বের করে আনছে বেনসন। 'ঘোড়াগুলোর পিঠে স্যাডল চাপাও!' নির্দেশ দিল সে লিজকে। নিজের জিনিসপত্র তুলে নিল হাতে। 'দেখো, সারা সকাল কাবার করে দিয়ো না আবার!'

নীরবে বে ঘোড়াটাকে সাজ পরানোর কাজ শেষ করল লিজ। ওর আগেই কাজ সেরে ফেলেছে বেনসন, কেনেডির ঘোড়ায় জিন চাপাতে শুরু করল সে এবার।

হতাশা গ্রাস করল লিজকে। 'ওটাকেও নিচ্ছ?'

'সবগুলোকেই নিয়ে যাব আমরা,' বলল বেনসন, 'কখন কোন্ ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে যাবে জানার উপায় নেই।' একটু থামল সে, সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকাল সে লিজের দিকে। 'আমাকে ধাপ্পা দেয়ার চিন্তা করছ না তো?'

'না!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল লিজ, 'খামোকা একটা বাড়তি ঘোড়ার ঝামেলা পোহাতে যাচ্ছ কেন সেটাই ভাবছিলাম, ব্যস!'

ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল বেনসন, যেন মেয়েটার কথা বিশ্বাস করবে কি করবে না নিশ্চিত হতে পারছে না। তবে অগ্রাহ্য করল লিজ, ঘুরে ম্যাটের কালো ঘোড়ার পিঠে জিন পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলতে যাচ্ছিল, আরেকটু হলেই ধরা পড়ে যেত!

'লর্ডসবার্গের দিকেই তো যাব আমরা?' বেনসনের চিন্তাধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস হিসাবে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানতে চাইল লিজ।

কাজ হলো এতে। ভারি একটা শ্বাস টানল লিজ। কেনেডির বাকস্কিন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বেনসন, আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল ও।

'নাহ্!' জবাব দিল বেনসন, 'প্ল্যান পাল্টেছি আমি।'

'তাহলে কোথায়—?'

'পুব দিকে যাচ্ছি আমরা,' বলল বেনসন, 'পর্বতমালার ওপর দিয়ে। ওদিকে নাকি দুটো শহর আছে, কেনেডি বলেছে, ওখানে গিয়ে স্টেজে চেপে নিউ অরলিন্সের পথ ধরব আমরা।'

বিস্ময়ে শিউরে উঠল যেন লিজ। 'নিউ অরলিন্স!' হতবিহ্বল কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করল সে কথাটার। 'আমি তো জানতাম আমরা অ্যারিজোনায় যাচ্ছি!'

'ওটা ছোট একটা জায়গা। অনেকদিন ধরেই নিউ অরলিন্সে যাবার কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার। বিশ হাজার ডলার ঠিকমত খাটাতে পারলে ওখানে দশগুণ বাড়িয়ে তোলা যাবে। রমরমা ব্যবসা বাণিজ্য চলছে এখন ওখানে!'

অল্প অল্প নড়ছে এখন ওয়েস কেনেডি, বোধহয় জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকায় লক্ষ করেনি বেনসন। আবার উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল লিজ। এখন যদি উঠে বসে কেনেডি ওকে ঠিক খুন করে ফেলবে বেনসন। চট করে কাজের গতি বাড়াল লিজ, কালো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানোর কাজটা সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

'এবার রওনা দেয়া যায়, তাই না?' হঠাৎ বলে উঠল বেনসন, লিজের পাশে চলে এল। 'শক্ত করে বেঁধেছ তো সব? আমি চাই না পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় কিছু খসে পড়ুক।'

'আমার দ্বারা যতখানি সম্ভব শক্ত করেই বেঁধেছি,' জবাব দিল লিজ। এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ও। 'তুমি একবার পরখ করে দেখতে পারো, নিশ্চিত হবার জন্যে!'

'হ্যাঁ, সেটাই করছি!' সায় দিল বেনসন, হাত বাড়িয়ে কালো ঘোড়াটার জিনের পেটির স্ট্র্যাপ ধরল সে। কয়েক কদম পিছিয়ে এল এবার লিজ, পলকে হাত গলাল শার্টের ভেতরে ছুরিটা বের করার জন্যে। মাত্র একটা সুযোগই মিলবে, ভাবল, তার বেশি নয়।

ছোট অস্ত্রটা শক্ত করে হাতের তালুতে নিয়ে আরেক কদম পিছু হটল লিজ, বুঝতে পারল কেনেডির গায়ের সঙ্গে ওর গোড়ালির ছোঁয়া



লেগেছে। দেরি করল না, হাতের মুঠি আলগা করে ফেলল লিজ। কেনেডির কাঁধের ওপর পড়ল ছুরিটা, আটকে থাকল পলকের জন্যে, তারপর পিছলে ওর পাশে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল।

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লিজ। বুকের ধুকপুকানি কমে এল। লিজের ঘোড়ার কাছে চলে এল ও, উঠে বসল স্যাডলে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল বেনসন।

'এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে! আমি জানতাম আসল পরিস্থিতি বোঝার পর ঠিক হয়ে যাবে তুমি।'

কেনেডির কথা ভুলিয়ে রাখার জন্যে বেনসনের কথায় মাথা দোলাল লিজ, যাতে লোকটা শেষবারের মত কেনেডিকে পরখ করতে গিয়ে ছুরিটা আবিষ্কার করে বসতে না পারে।

'আউট-লদের কথা ভাবছি আমি। ওরা হয়তো শিগগিরই এসে পড়বে। আমরা নিউ অরলিন্সে যেতে চাইলে ওদের অনুসরণ করার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না!'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল এবার বেনসন, যেন লিজের কথায় খুশি হয়েছে। উত্তর দিকে তাকাল সে। 'তাই তো, ওদের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম!'

'ওরা কিন্তু আমাদের কথা ভোলেনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'এ ব্যাপারে আমি তোমার পক্ষেই বাজি ধরব!' সায় দিল বেনসন। লিজের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে, 'যত জলদি পারা যায় সরে পড়ি এখান থেকে, চলো!'

স্থির হয়ে বসে কেনেডির দিকে তাকাল এবার বেনসন, ভাঁজ পড়ল চেহারায়। একটা হার্টবিট মিস হলো লিজের।

'প্যাদানীর চোটে ব্যাটা একেবারে টাশকি মেরে গেছে দেখছি!'

'মনে হয় আরও কয়েক ঘণ্টা বেহুঁশ থাকবে,' মন্তব্য করল লিজ সুযোগ বুঝে। 'তুমি এত শক্তিশালী কথাটা বোধ হয় তোমার নিজেরও

জানা ছিল না এতদিন!' কথাগুলো বলার সময় দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো ওর, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি!

খুশি হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল বেনসন। কেনেডির রাইফেলটা স্যাডলবুটে ঠেসে দিয়ে সামনে ঝুঁকল সে, দরাজ হাসল আবার।

'শোনো, মেয়ে, তুমি এখনও বুঝতে পারোনি সঙ্গী হিসাবে কি দারুণ একজন পুরুষ পেয়েছ!' বলল সে, তারপর পেছন ফিরে ম্যাটের ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল হাতে। 'আমরা আবার ক্যাম্প করার প্রথম সুযোগ মেলামাত্র তোমাকে দেখাব...নাও, এবার লাগাম ধরো হাতে, এগোই আমরা।'

যুগপৎ আতঙ্ক আর স্বস্তির মিলিত একটা স্রোত বয়ে গেল লিজের মনে: সামনে কি বিপদ অপেক্ষা করছে সেটা ভেবে আতঙ্কিত; আর স্বস্তির কারণ ওয়েস কেনেডির রক্ষা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

নিজের বে-র পিঠে খোঁচা লাগাল লিজ, বাকস্কিনের পাশে চলে এল, ওটার লাগাম তুলে নিল হাতে, তারপর বেনসনের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল ওঅংশ থেকে।

## বারো

চোখ মেলে তাকাল ওয়েস কেনেডি। চারদিক নীরব নিথর। আকাশে ফ্যাকাসে আভা দেখে বুঝতে পারল রাত ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। নিঃসাড় পড়ে থাকল ও, অনিশ্চিত। মাথা আর শরীরের একপাশের দপদপানি টের পাচ্ছে পরিষ্কার, ব্যথা করছে। হাতের কব্জি আর পায়ের



গোড়ালি শক্ত করে বাঁধা, বুঝতে অসুবিধা হলো না। মাথা না ঘুরিয়েও বুঝতে পারল যেখানে ওরা ক্যাম্প করেছিল সেই ওঅংশেই পড়ে আছে ও। তবে এখানে সে একা নাকি আরও কেউ আছে, নিশ্চিত হতে পারল না।

মাথার ভেতর যেন কুয়াশা জমেছে। কিন্তু দ্রুত সব বোঝার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠল ওর মগজ। চিন্তা করতে কষ্ট হচ্ছে, মনোযোগ একত্রিত করতে পারছে না। বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে ওর স্মৃতিতে...ফাঁকা জায়গাটার সীমানায় বসে ছিল ও...বেনসন আসে আলাপ করতে...অনেক কথা বলেছে সে...তারপর বিদায় নেয়ার ভান করে আচমকা ওর চোখে বালি ছুঁড়ে মারে লোকটা। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ও, উল্টে পড়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আবার তখন পেছন থেকে আঘাত করা হয় ওকে। অন্ধকারে তলিয়ে যায় ওর পৃথিবী। সন্দেহ নেই জিম বেনসনই দায়ী এর জন্যে।

তারপরের ঘটনা যতটা মনে করতে পারছে: কথোপকথনের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল একবার, বারবার মিলিয়ে যাচ্ছিল কথাগুলো...যেন অনেক দূরের কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছিল আওয়াজ। কারা কথা বলছিল মনে করতে পারল না কেনেডি। হয়তো তখনও বুঝতে পারেনি, কারণ ওই মুহূর্তে সবকিছুই আবছা-দোদুল্যমান মনে হচ্ছিল। কথোপকথনের সেই আওয়াজ আবার ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যায়।

এবার ক্রমশ মগজ পরিষ্কার হয়ে আসতে শুরু করল। ভোরের হিম হাওয়ার কামড় ওকে প্রাণশক্তি জোগাচ্ছে। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হারানো শক্তি ফিরে আসছে দেহে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মাথার ব্যথা, শরীরের পাশের ভোঁতা যন্ত্রণাটাও বেড়ে উঠছে পাল্লা দিয়ে। তবে কাজ শুরু করে দিয়েছে ওর মাথা, চিন্তাভাবনা সংগঠিত করতে পারছে। একটা জিনিস স্পষ্ট: বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে, বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে ও। এই মুহূর্তে হয়তো মারাত্মক কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

নিজের ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে মাথা সামান্য উঁচু করে ওঅংশের চারদিকে নজর বোলাল কেনেডি। সকালের ধূসর আলো ছায়া ছায়া একটা আবহ তৈরি করেছে। নির্জন চরাচর। একটা ঝোপে গিয়ার লুকিয়ে রেখেছিল ও, সেটার দিকে তাকাল...কিছুই নেই। ঘোড়াগুলো যেখানে পিকেট করেছিল সেই উঁচু জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, দেখতে না পেলেও পরিষ্কার বুঝতে পারল কেনেডি হাওয়া হয়ে গেছে ওগুলোও!

রাগে ফুঁসে উঠল কেনেডি। মাথা নামিয়ে নিল। নিচু অথচ হিংস্র কণ্ঠে মুখ খারাপ করছে। পুরোপুরি বেকুব বানিয়ে ছেড়েছে ওকে বেনসন, নিদারুণ একটা ধোঁকা দিয়েছে, তারপর সটকে পড়েছে। ওকে ফেলে রেখে গেছে অনাহারে কিংবা খুনে অ্যাপাচিদের হাতে প্রাণ হারানোর জন্যে! গড়িয়ে উপুড় হলো কেনেডি। খিস্তি করল আবার। কোন কুক্ষণেই না লিজ কনর আর জিম বেনসনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! ভাগ্য খারাপ না হলে কি আর এমন হয়! নিজের অদৃষ্টকে গাল দিল ও!

কেন বারবার ওর ওপরই দুর্ভাগ্য নেমে আসে? কেন শুরুতেই ওদের থেকে দূরে সরে গেল না ও? ঝামেলা এড়িয়ে যায়নি কেন? ওরাই নিজেদের ঝামেলা সামাল দিত! এখন বেনসন শুয়োরের বাচ্চাটার কারণে খোলা প্রান্তরে কোরবানির পশুর মত হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ও। লোকটা ভেবেছিল ও লিজের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, ওকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে! এখন ওর সামনে নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে!

'বোকার হদ্দ! অপদার্থ!' বিড়বিড় করে নিজেকে বকছে কেনেডি। সেই সাথে কব্জির ওপর চেপে বসা দড়ির বাঁধন আলগা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 'শালা জাহান্নামী!'

কিন্তু আরও শক্ত হয়ে চেপে বসতে চাইল দড়ির বাঁধন। ফের চিত হয়ে শুলো কেনেডি, একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো। ঘামে ভিজে গেছে ওর মুখ, অথচ চারদিকের আবহাওয়া বেশ শীতলই বলা যায়। নেভানো ক্যাম্পফায়ারের ছাইয়ের গাদার ওপর একবার স্থির



হলো ওর দৃষ্টি। ছাইয়ের নিচে এক আধটা জ্বলন্ত কয়লা থাকতেও পারে! কোনমতে একটুকরো কয়লা পেলে ফুঁ দিয়ে ওটাকে আবার রাঙিয়ে তুলে দড়ি পোড়ানো যাবে হয়তো...

মোচড় খেলো কেনেডি, ছাইয়ের ধূসর গাদাটার দিকে অত্যন্ত কষ্টকর ভঙ্গিতে বুকে হেঁটে এগোতে গেল। ঠিক এই সময় হঠাৎ ওর পাশে ধাতব কি যেন ঝকমকিয়ে উঠল। সেদিকে মনোযোগ দিল ও। বিস্ময়ে ওর চোয়াল ঝুলে পড়ল...একটা ছুরি...ফলা বের করা অবস্থায় রয়েছে!

চোখে নিখাদ অবিশ্বাস নিয়ে খুদে অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকল কেনেডি। অবশেষে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এল ওর কাছে। লিজ রেখে গেছে ওটা। কিভাবে কে জানে জিম বেনসনের নজর এড়িয়ে ছুরিটা ওর জন্যে রেখে যাবার কষ্ট স্বীকার করেছে মেয়েটা।

আবার আগের জায়গায় ফিরে এল কেনেডি, অন্ধের মত হাতড়ে ছুরিটা বের করল ও। ধরল শক্ত করে। হাঁটুতে ভর দিয়ে দুই পা ভাঁজ করে পেছনে নিয়ে এল, তারপর গোড়ালির ওপর চেপে বসা দড়িতে ছুরির পোঁচ দিতে আরম্ভ করল। অবশেষে মুক্ত হলো ওর পাজোড়া।

এবার কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করল কেনেডি। উঠে তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়ালে এসে আশ্রয় নিল। হাতের বাঁধন আলগা করার জন্যে সময় দরকার, সুবিধাজনক জায়গায় ছুরি চালাতে হবে...এই ফাঁকে আচমকা হাজির হতে পারে কেউ...তাহলে অসহায় অবস্থায় ধরা পড়ে যেতে হবে ওকে। তারচেয়ে আড়ালে থাকাই ভাল। খামোকা ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই।

যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগল হাতের বাঁধন কাটতে। ছুরির ফলাটা অসম্ভব ধারাল। ঠিক জায়গায় বসিয়ে পোঁচ দিতেই তীক্ষ্ণ ধারের কাছে নিমেষে হার মেনেছে দড়ির পাক, অবশ্য বার দুই হাতের চামড়া ছড়ে গেছে কাজটা করার সময়।

মুক্ত হয়ে ঝোপের আড়ালে থেকে হাত ডলতে লাগল কেনেডি,

হঠাৎ করে রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় ঝিঝি ধরে গেছে, সেটা তাড়ানোর চেষ্টা করছে। এই ফাঁকে ধৈর্যের সঙ্গে ওঅশের সর্বত্র নজর বোলান ও, জরিপ করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জিম বেনসন মনে হচ্ছে কিছুই ফেলে যায়নি। ওর রাইফেলটা...কেনেডির মনে পড়ল ওঅশের কিনারে আঘাত করা হয়েছিল ওকে। ওর কাছ থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নেয় বেনসন, তারপর গদার মত করে ব্যবহার করে। অস্ত্রটা হয়তো ওখানেই ফেলে দিয়েছে তখন বেনসন, পরে আর নেয়নি...

এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল কেনেডি। আশপাশে কেউ নেই নিশ্চিত হতে চায়। প্রত্যেকটা ঝোপ জরিপ করল ও। তারপর আবার ফাঁকায় বেরিয়ে এল। দ্রুত অ্যারোয়োর শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল। পাঁজরে খোঁচা মারছে তীব্র ব্যথা। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে কাঁধের ওপর থেকে মাথাটা খসে পড়ে যাবে! কিন্তু এসব গ্রাহ্যে আনল না কেনেডি। যে টিবির ওপর বসে পাহারা দিচ্ছিল কাল রাতে সেটার কাছে চলে এল এবং হতাশায় ভরে গেল ওর মনটা।

ওর কারবাইনটা নেই। জিম বেনসন ওকে টেনে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাবার সময় সৃষ্ট জোড়া ট্রেইলই আছে কেবল। ব্যাপারটা একটু উল্টেপাল্টে দেখল কেনেডি...জিম এই বাড়তি ঝামেলাটা পোহাতে গেল কেন? সহজ উত্তর, বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে, নিজের কাছে শক্তি জাহির করতে চেয়েছে লোকটা, প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তার যোগ্যতা কত বেশি! জিম বেনসনের পক্ষে এরচেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়! এটাই তার জন্যে স্বাভাবিক।

সম্ভবত এটাই একমাত্র কারণ। এতে আরেকটা জিনিস বোঝা যায়: নিজের সম্পর্কে খুবই উঁচু ধারণা বেনসনের। তারমানে সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে এগোবে সে; পথের কাঁটা দূর করা গেছে ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবে। বেশি দূর যেতে পারেনি এখনও, ধরে নেয়া যায়। দুঘন্টা...বড় জোর তিন ঘন্টার পথ এগিয়ে আছে হয়তো। আর নিজের ব্যাপারে তার চিন্তাধারা যদি এখনও আগের মত ইতর পর্যায়েই থেকে থাকে তাহলে



অচিরেই ক্যাম্প করার জন্যে জুৎসই জায়গা খুঁজতে শুরু করে দেবে সে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল কেনেডি, ভাবনায় ডুবে গেছে। ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখার জায়গায় অর্থাৎ ওঅশের ওপরের প্রান্তে উঠে এল ও। যা ভেবেছিল, গায়েব হয়ে গেছে সবক'টা ঘোড়া, তবু নিশ্চিত হওয়ার দরকার ছিল।

তার মানে আর কোন উপায় নেই! কনরদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ। লিজ যে স্বেচ্ছায় বেনসনের সঙ্গে গেছে এটা পরিষ্কার, তাতে অবশ্য ওর কিছু যায় আসে না। ওই দু'জনের মধ্যে যাই ঘটে থাকুক সেটা দৃশ্যপটে ওর আবির্ভাবের অনেক আগেই সূচিত হয়েছিল।

ওদের কথা বেমালুম ভুলে যাও, ভাবল কেনেডি, মন থেকে মুছে ফেলো ওদের—লিজ, বেনসন, বিশ হাজার ডলার; আউট-ল, কিছুই মনে রাখার প্রয়োজন নেই আর। নিজের বিপদ সম্পর্কে ভাববার সময় এসেছে এবার। নিরস্ত্র অবস্থায় পায়ে হেঁটে ওদের অনুসরণ করতে যাওয়া বোকামি হবে।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে সোজা লর্ডসবার্গের দিকে রওনা দেয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। ক্ষীণ হলেও সফল হওয়ার আশা আছে। মাত্র একটা ছুরির ওপর নির্ভর করে অ্যাপাচিদের নজর এড়িয়ে এত লম্বা পথ পাড়ি দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়!

ছুরি...

ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কেনেডি, ভুরু কোঁচকাল। সন্দেহ নেই মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে লিজ এটাকে ওর পাশে রাখতে গিয়ে। ওর নাগালের মধ্যে এনে দিতে চেয়েছে। জিম বেনসন ওর মৃত্যুর সব আয়োজন শেষ করা সত্ত্বেও সে ওর মুক্তির প্রত্যাশায় ছিল—তার মানে সে ভেবেছে নিজেকে মুক্ত করে কেনেডি তাকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে যাবে, অনুসরণ করবে ওদের, বেনসনের কবল থেকে বাঁচাবে তাকে।

খিস্তি করল আবার কেনেডি। বিব্রতকর ভাবনাটা খোঁচাতে লাগল ওকে। সাহায্যের আবেদন কি ও উপেক্ষা করতে পারবে? মেয়েটা ওর প্রতীক্ষায় করছে জানার পরেও লর্ডসবার্গের পথ ধরা সম্ভব হবে ওর পক্ষে?

ব্যাপারটা হয়তো তেমন কিছু নাও হতে পারে...নেহাত করুণা-বশতই হয়তো ছুরিটা ফেলে গেছে লিজ, ওকে পালানোর একটা সুযোগ করে দেয়ার জন্যে...আর কিছু না।

কিন্তু কথাটা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকল কেনেডির। মেয়েটার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠার কথা মনে পড়ে গেল। সে রাতে যখন জিম বেনসন ওর ওপর চড়াও হতে যায় তখন মেয়েটার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা নগ্ন আতঙ্কের ছায়া এখনও চোখের সামনে ভাসছে। যে লোকটাকে একটা মেয়ে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে যাচ্ছে তার আচরণে এমন হবার কথা নয়। ওটা নিখাদ ভয়ের একটা জীবন্ত চিত্র ছিল!

মেয়েটাকে উপেক্ষা করতে পারবে না ও। লর্ডসবার্গে যাবার কথা ভুলে যেতে হবে, ওদের ট্রেইল ধরে এগোতে হবে ওকে, ধরার চেষ্টা চালাবে বেনসনকে। ওর অনুমান ভুল না হলে ধীর গতিতে এগোচ্ছে এখন বেনসন, ঠিক মত এগোলে নাগাল পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

আউট-লয়ের দলটা...

হঠাৎ ওদের কথা মনে পড়ল কেনেডির। ওরাও নিশ্চয়ই চলার ওপরই থাকবে। এ পর্যন্ত বেশ ভাল দূরত্বেই ছিল তারা। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে এগোচ্ছে লোকগুলো, দূরত্ব কমিয়ে আনা কঠিন হবে না তাদের জন্যে। সুতরাং লিজ আর বেনসনের ট্রেইল আগে নষ্ট করে দিতে হবে, ভাবল কেনেডি, আউট-লদের যতটা সম্ভব ধাঁধায় ফেলে দেয়া দরকার। কাজটা করতে মূল্যবান কয়েকটা মিনিট অপচয় হবে বটে কিন্তু ক্ষতিটা পুষিয়ে যাবে উপকার থেকে।

ঘুরে একটা র‍্যাবিট ব্রুশের ডাল ভেঙে নিল কেনেডি, দ্রুত ওঅশ থেকে বেরিয়ে ট্রেইলে উঠে এল। গত রাতে এখানে আসার সময় সৃষ্ট



ট্রেইল এখনও জ্বলজ্বল করছে, ওগুলো নষ্ট করতে গেল না ও। এগিয়ে গেল সামনের দিকে, প্রস্থানের সময় ফেলে যাওয়া ট্র্যাকের সন্ধান করল।

পাওয়া গেল না। বিভ্রান্ত কেনেডি আরও কিছু সময় ট্র্যাক খুঁজে বেড়াল। অবশেষে ক্ষান্ত দিল ও। বেনসনের সঙ্গে ওর কথোপকথনের টুকরো টুকরো অংশ মনে পড়ল। ঘুরে আবার ফাঁকা জায়গাটার সীমানায় চলে এল কেনেডি।

ঘোড়াগুলোকে ঝোপের আড়াল থেকে বের করে নেয়ার সময় খুরের ছাপ পড়েছে মাটিতে, ওগুলো খুঁজে বের করল ও, ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানোর সময় জানোয়ারগুলোকে কোথায় দাঁড় করানো হয়েছিল খুঁজে বের করল সে জায়গাও—তারপর নিজরা কোন দিক দিয়ে ওঅশ থেকে বেরিয়ে পুবে পর্বতমালার দিকে এগিয়েছে সেটার সন্ধানও পাওয়া গেল।

'বোকা!' বিড়বিড় করে বলল কেনেডি। 'হাঁদারাম কাঁহিকা!'

অনুসরণ করার উপযুক্ত কোন ট্রেইল পাবে না ওরা। ওদিকে মাইলকে মাইল কেবলই নিবিড় যে বন, ঘন ঝোপ, পাথরে ভরা খাড়া ঢাল, বাট আর অতল ক্যানিয়ন। এ রকম একটা পথ বেছে নেয়ার আগে সবচেয়ে অভিজ্ঞ লোকও দু'বার ভাববে!

ধীর গতিতে এগোতে বাধ্য হবে ওরা। একথা ভেবে কেনেডির ঠোঁটে একটা সন্তুষ্টির ছাপ পড়ল। ওদের নাগাল পেতে অনেক কম সময় লাগবে ওর। একাধিক ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে ওরা, পায়ে হেঁটে ওদের চেয়ে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব।

গাছের ডালের ডগাটা ঝাড়ুর মত চালিয়ে ওঅশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুরের ছাপ মোছার কাজে ব্যস্ত হলো কেনেডি। সব চিহ্ন অদৃশ্য হলো। মাটির ওপর বালি ছিটিয়ে দিল ও, তারপর ঝোপের কাছে এসে ভেতর দিকে ছুঁড়ে ফেলল হাতের ডালটা, ওখানে কারও চোখে পড়বে না। ট্রেইল মোছার আর দরকার হবে না। খানিকটা সামনে গিয়ে পাথর আর মাটিতে ছড়ানো শুকনো পাতায় হারিয়ে গেছে খুরের ছাপ।

আকাশের দিকে একবার তাকাল কেনেডি। হলদে-কমলা একটা আভা দেখা যাচ্ছে। ধীর কদমে সামনে এগোল ও, মাটির দিকে নজর। যতটা সম্ভব ভাল করে ট্রেইল করতে হবে। কোথাও হয়তো একটা ডাল ভেঙে থাকবে, কোথাও বা স্থানচ্যুত হয়ে থাকবে পাথর, এক-আধটা খুরের ছাপ হয়তো নজরে আসবে, এগোতে হবে তারই ভিত্তিতে। তবে খুব কঠিন হবে না কাজটা, কারণ অন্ধের মত এগোবে বেনসন, সোজা পুবে চলতে থাকবে, কেবল ঘোড়ার পক্ষে দুরতিক্রম্য কোন বাধা দেখা দিলেই দিক বদল করবে।

আচমকা থমকে দাঁড়াল ওয়েস কেনেডি। মুখ তুলে তাকাল। ঠিক সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে *তিনজন অ্যাপাচি!*

## তেরো

স্যাডলের ওপর প্রায় নুয়ে পড়েছে লিজ কনর, ঘোড়ার দুলুনির সঙ্গে দুলছে সেও। শীত লাগছে ওর, তবে পর্বতমালার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হিমেল হাওয়া ঠাণ্ডা লাগার একমাত্র কারণ নয়, বরং সামনে ওর জন্যে কি পরিণতি অপেক্ষা করে আছে সেটাই কাঁপুনির মূল কারণ।

সামান্য সামনে নিজের ঘোড়ার পিঠে বসা জিম বেনসনের দিকে একবার তাকাল লিজ। বস্তার মত লাগছে তাকে। ষাঁড় সদৃশ গর্দান কাঁধের ভাঁজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে প্রায়। আবার শিউরে উঠল লিজ, আধপাক ঘুরে আশা-ভরা-দৃষ্টিতে তাকাল পেছন দিকে। ওয়েস কেনেডির কোন চিহ্ন নেই।

এতক্ষণে কেনেডি নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, ছুরিটাও খুঁজে



পেয়েছে তাহলে। জিম বেনসনের সঙ্গে ওঅশ ছেড়ে চলে আসার পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে। এতক্ষণে বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত কেনেডির। ওদের যেন সে অনুসরণ করে, মনে মনে প্রার্থনা করল লিজ।

এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত করে কিছু বলার জো নেই। বেনসনের আঘাতটা হয়তো মারাত্মক ছিল, গুরুতর আহত হয়েছে মানুষটা। নির্দয়ভাবে তাকে আঘাত করেছে জিম বেনসন। আর এমনভাবে লাথি হাঁকিয়েছে অচেতন অবস্থায়, যে কারও পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। আবার অ্যাপাচিদের কথা ভুলে গেলে চলবে না। হয়তো ইতিমধ্যে এসে পড়েছে তারা, বেকায়দা অবস্থায় কেনেডিকে পেয়ে জায়গায় খুন করে ফেলে রেখে গেছে লাশটা। আউট-লদের বেলাতেও সেই একই কথা। ম্যাট আর জিমের পাশাপাশি কেনেডিও লড়েছে ওদের বিরুদ্ধে, তারা জানে; সুতরাং তাদের কাছ থেকে কোন দয়া মিলবে, এ আশা বাতুলতা।

শিউরে উঠল আবার লিজ। অন্য খাতে বইতে শুরু করল এবার চিন্তাধারা। না, ওয়েস কেনেডির কোন ক্ষতি হবে না, ও ঠিকই থাকবে। ও সেই ধরনের মানুষ যারা আত্মরক্ষার সব রকম কৌশলই জানে, অবস্থা যত সংকটজনকই হোক ঠিকই সামলে উঠতে পারে শেষ পর্যন্ত, দমিয়ে রাখা যায় না! ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। ওয়েস বহাল তবিয়তেই থাকবে।

*এবং উদ্ধার করতে আসবে ওকে!*

অনুসরণ করতে কেনেডির যাতে সুবিধা হয় সেজন্যে পেছনে সাইড ট্রেইল রেখে যাবার একটা উপায় বের করতে পারলে ভাল হত, ভাবল লিজ। সোজা নাক বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে বেনসন। কোন ট্রেইল অনুসরণ করছে না, কারণ তেমন কোন ট্রেইল আসলে নেইও। কাপড়ের টুকরো কিংবা ছেঁড়া কাগজ জাতীয় কিছু ফেলতে ফেলতে যেতে পারলে—একটা কিছু হলেই চলে—পথের দিশার কাজ দিত। কিন্তু ভাবনাটা গুরুত্বহীন মনে হলো ওর, দূর করে দিল মন থেকে। ওদের ট্র্যাক করতে

বেগ পেতে হবে না ওয়েস কেনেডির। ওঅশ থেকে কোন দিক দিয়ে ওরা বেরিয়ে এসেছে ঠিকই বের করতে পারবে ও, তারপর বোর্ডওঅকের ওপর দিয়ে হাঁটার মতই অনায়াসে এগিয়ে আসবে, ধরে ফেলবে ওদের। সেই ক্ষমতা কেনেডির আছে!

তবু ওকে সাহায্য করার প্রয়োজন আছে। কাজটা ওর জন্যে সহজ করে তুলতে সম্ভাব্য সবই করতে হবে...যাতে জলদি করে আসতে পারে সে...বেনসনকে দেরি করিয়ে দেয়া যায়! হ্যাঁ, তাই করবে ও। দেরি করিয়ে দেবে বেনসনকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে এখন থেকে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র লুফে নিতে হবে।

তবে কাজটা করতে গিয়ে চড়া মাশুল গুণতে হতে পারে, সন্দেহ নেই; এবং মোটেও সুখকর হবে না অভিজ্ঞতাটা। ওর মাথা এখনও ব্যথা করছে; জিম ওর গালের যেখানে আঘাত করেছে সেখানেও কেমন যেন আড়ষ্ট একটা ভাব। তবু ঝুঁকি নিতে হবে। ওয়েস কেনেডির কাজে লাগার মত কোন কাজ করতে পারলে যে কোন পরিণাম মাথা পেতে নিতে রাজি আছে ও, পরোয়া নেই।

*কিন্তু ওয়েস যদি না আসে?*

এতক্ষণ সন্দেহের ক্ষীণ একটা সুর বাজছিল মনে, সেটাই এবার প্রবল হয়ে উঠল। কেনেডি যদি ভাবে যে ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই তার, বাঁধন খুলে সে লর্ডসবার্গের পথ ধরে যদি? ওকে সাহায্য করার জোরাল কোন কারণ নেই কেনেডির—কিচ্ছু না—সে একজন নিপাট ভদ্রলোক, ব্যস, এটুকুই!

দুর্বল যুক্তি...স্বেচ্ছায় কেন অন্যের বিপদে নিজেকে জড়াতে যাবে সে! ওদের দেখা হয়ে যাওয়াটা নেহাতই ঘটনাচক্রের সংঘটন ছিল, অন্য কিছু না, কাকতালীয়ভাবে নাতিদীর্ঘ একটা সময় একসঙ্গে কাটিয়েছে ওরা এবং সেজন্যে সবচেয়ে বেশি মাশুল গুণতে হয়েছে কেনেডিকেই।

এখন যদি পুরো ব্যাপারটাই সে ভুলে যায় তাকে কিছুতেই দোষ দিতে পারবে না লিজ। নিজের পথ ধরতে কোন বাধা নেই তার



সামনে। ওকে সাহায্য করতে এসে আবার নিজের জীবন বিপন্ন করতে যাবে সে কোন দুঃখে! লোকটাকে যখন ওর কাছে মারাত্মক আকর্ষণীয় এবং কৌতূহলের কারণ বলে মনে হয়েছে তখনও তো ওর প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি সে। আর দশটা মেয়ের বেলায় যেমনটি করত ওর সঙ্গেও সেরকম আচরণই করেছে...কে জানে...ওর আশায় থেকে...কেনেডি উদ্ধার করতে আসবে ভেবে হয়তো বোকামিই করছে ও।

*না, আসবে সে...ঠিকই আসবে!*

নিজের মনের ভেতর জোরের সঙ্গে বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ, আশ্বস্ত করল ওকে। ওর আতঙ্ক আর সংশয় দূর করতে সাহায্য করল। এখন প্রায় দিশাহারা অবস্থা লিজের। কেন বলতে পারবে না, কারণ যুক্তির কষ্টি পাথরে কোন সম্ভাবনাই টিকছে না,তবু দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে ওর: ওয়েস কেনেডি আসবেই ওকে উদ্ধার করতে।

এখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে পুরোপুরি। সূর্যটা এখনও সামনের রিজ আর উঁচু চূড়াগুলোর আড়ালে থাকলেও বেশ ওপরে উঠে এসেছে, মধ্য আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে ক্রমশ; পরিষ্কার বাতাস উত্তপ্ত করে তুলছে। চারপাশের পরিবেশ আবার যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে: এখানে ওখানে এক ঝোপ থেকে স্যাৎ করে বেরিয়েই আবার আরেক ঝোপে লুকিয়ে পড়ছে খুদে কোন জানোয়ার; নিবিড় গাছপালার ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিরা। মুহূর্তের জন্যে জিম বেনসনের প্রতি যে একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক বোধ করছিল সেটা বিস্মৃত হলো লিজ।

কিন্তু সহসাই আবার আতঙ্কের কবল থেকে মুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল।

বিশাল ধড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল বেনসন, দাঁত বের করে হাসল।

'সব ঠিক আছে তো, হানি?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লিজ। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর

চেহারা।

'শিগগিরই থামব আমরা,'-আবার বলল বেনসন, 'পেটে কিছু দিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। তুমি বোধ হয় কাহিল হয়ে পড়েছ! জুৎসই একটা জায়গা খুঁজছি আমি, চিন্তা কোরো না!'

অ্যারোয়ো থেকে বেরোনোর পর থেকে যে জিনিসটা ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল লিজ এবার সব বাধা ডিঙিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সেটা ওর মনে। প্রচণ্ড আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। ফর্সা চেহারায় আবার সামনে তাকাল বেনসন। আতঙ্কিত চেহারায় আরও একবার পেছনে নজর চালাল লিজ। বাম দিকে দীর্ঘ পাইনের মাঝে সংকীর্ণ একটা ফাটল চোখে পড়ল।

চট করে ওর পেছনের ঘোড়াটার লাগাম ছেড়ে দিল লিজ, নিজের বের পেটে গোড়ালি দিয়ে খোঁচা মারল সজোরে, সাঁই করে ঘুরল ওটা, সোজা ছুটে গেল অন্ধকার প্রায় গাছে ঢাকা আইলের দিকে।

চমকে উঠে চিৎকার ছাড়ল বেনসন, শুনতে পেল লিজ। রাগে বিশ্রী গাল বকল লোকটা। ওর মনের আতঙ্ক তুঙ্গে উঠল এবার। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে জিম বেনসন, ওকে ধরার জন্যে ধেয়ে নামতে শুরু করেছে আইল বরাবর। সামনে ঝুঁকে পড়ল লিজ, আরও জোরে ছোটার জন্যে তাগাদা দিতে লাগল ঘোড়াটাকে।

নিষ্ফল প্রয়াস। ওর কাছে চলে এল বেনসন, তারপর পাশে। দৌড় শুরু করার আগেই যেন শেষ হয়ে গেল সব, মনে হলো লিজের।

সামনে ঝুঁকে পড়ল বেনসন, লিজের হাত থেকে এক টানে লাগাম ছিনিয়ে নিল, টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওর ঘোড়াটাকে। দুর্বল ভঙ্গিতে স্যাডলের ওপর নুয়ে পড়ল লিজ, অসহায়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বেনসন যে কখন স্যাডল থেকে নেমে ওর দিকে তেড়ে এল লক্ষ্ই করল না।

'তাহলে এই ব্যাপার!' হিসহিসিয়ে বলে উঠল বেনসন, সজোরে জাপ্টে ধরল লিজের বাহু। 'এক ফোঁটা বিশ্বাস করার উপায় নেই। ঠিক



হ্যায়, আমিও ব্যবস্থা নিচ্ছি!'

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে অন্য ঘোড়া দুটো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে গেল বেনসন; থামল। নিজের ঘোড়ার পাশে দাঁড়াল সে, স্যাডলব্যাগ থেকে এক টুকরো দড়ি বের করল।

'আমি দুর্ব্যবহার করি, এটাই চাও তুমি! বেশ, তাই হবে এবার!' বলল সে, রাগে গলা কাঁপছে তার। 'হাত দুটো এবার সামনে আনো দেখি!'

বিনা আপত্তিতে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল লিজ। ওর দু'হাত ক্রস করে চামড়ার ফিতে দিয়ে কষে বাঁধল বেনসন, ওটার মুক্ত প্রান্ত আটকে দিল স্যাডলহর্নের সঙ্গে।

'এবার নিশ্চয়ই ভাল হয়ে থাকবে,' পেছনে সরতে সরতে বলল বেনসন, 'ওই বাঁধন আর খুলছি না—যতক্ষণ না হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এসে কাকুতিমিনতি করছ! বোঝা গেছে!'

বেনসনের দিকে তাকিয়ে থাকল লিজ। ওর আশঙ্কা মিথ্যে ছিল, ওকে আঘাত করেনি লোকটা, কেন যেন এই ব্যাপারটা ওর কাছে আংশিক বিজয়ের মত ঠেকল। সাহস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওর।

'তোমার কাছে জীবনেও মিনতি করতে যাব না আমি—কোনদিন না!' গোঁয়ারের মত বলল লিজ।

দাঁত কেলিয়ে হাসল বেনসন। 'আলবৎ আসবে! আজ দিন ফুরোনোর আগেই কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে হে! নিজেই দেখতে পাবে!'

পিছিয়ে গিয়ে লিজ যে ঘোড়াটা নিয়ে এগোচ্ছিল সেটার লাগাম ধরল বেনসন, নিজের স্যাডল-স্কার্টের একটা রিংয়ের সঙ্গে জুড়ে দিল ওটাকে; লিজের বের লাগামও একই কায়দায় নিজের যে ঘোড়াটাকে লিড দিচ্ছিল সেটার স্যাডলের সঙ্গে বাঁধল। লিজের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল সে।

'কলোরাডোর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে...একটা প্যাক

ট্রেইল পেয়ে গেছি বলা যায়!'

জবাব দিল না লিজ। ঝাড়া এক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল বেনসন, তারপর নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। আচমকা থেমে পিছিয়ে এল আবার।

'কথাটা আগেও ভেবেছিলাম আমি,' বলল সে।

হ্যাঁচকা টানে স্ট্র্যাপ খুলে ওর স্যাডল থেকে টাকা ভর্তি স্যাডলব্যাগ নামিয়ে ফেলল বেনসন, কাঁধের ওপর ফেলে আবার বলল: 'এখন থেকে আমার হেফাজতেই থাকবে এগুলো। সেটাই ভাল হবে। তোমার কাছে টাকা নিরাপদে থাকবে, এটা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস হয়নি আমার!'

আবার যেন আশার আলো দেখতে পেল লিজ। 'সব টাকা নিয়ে আমাকে যদি ছেড়ে দাও, আমার ভাগটাও আর চাইব না আমি।'

লাল কুতকুতে চোখে আবার লিজের দিকে তাকাল বেনসন, যেন দ্বিধায় ভুগছে।

'আমাকে ফিরিয়েও দিয়ে আসতে হবে না তোমার! ঝুঁকি নিয়ে হলেও ফিরে যাবার পথ বের করার চেষ্টা করব নিজেই—আমাকে ছেড়ে দাও তুমি, ব্যস!'

নিরস হাসিতে ফাঁক হলো বেনসনের ঠোঁট। 'এখনও কেনেডির জন্যে মন কাঁদছে, অ্যাঁ? ভুলে যাও ওর কথা। এতক্ষণে ঠিক অক্কা পেয়েছে ব্যাটা!'

'নাও হতে পারে, আমি যদি তাড়াতাড়ি যেতে পারি—'

'এই টাকায় তোমার অংশের বিনিময়ে তোমাকে ছেড়ে দেয়াটা এখন বোকামি হয়ে যাবে না? টাকা তো আমি পেয়েই গেছি, তোমাকেও পেয়েছি...যার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম—অনেক টাকা আর সুন্দরী একটা মেয়ে! এখন আর কোনটাই হাতছাড়া করতে রাজি নই আমি!'



## চোদ্দ

অ্যাপাচিরা ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দূর থেকেই ওর পায়ের আওয়াজ পেয়েছে তারা, তারপর শীর্ণ খুদে পনিগুলোকে দাঁড় করিয়ে ও কখন ওদের হাতে ধরা দেবে তার অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ! পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শীতল চোখে অ্যাপাচিদের জরিপ করল কেনেডি।

রক্তের নেশা মেটাতে পথে নেমেছে এই তরুণ ব্রেভরা, সেই সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করাও তাদের উদ্দেশ্য। ওদের একজনের কাছে একটা আদ্যিকালের সিঙ্গলশট আর্মি গান—রাইফেল দেখা যাচ্ছে; সন্দেহ নেই দুর্ভাগা কোন ক্যাভালরিম্যানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে সে ওটা। তার অপর দুই সঙ্গীর প্রত্যেকেই কুড়াল আর পালক-পরানো বর্শা বহন করছে। তিনজনের চেহারাই রঙচঙে, নকশা করা, উদীয়মান আলোয় নরম তামার মত ঝলমল করছে তাদের শরীর। অন্যান্য ইণ্ডিয়ানের মত জিনবিহীন ঘোড়া হাঁকাচ্ছে এরাও, স্যাডল চাপালে অযথা ঘোড়ার পিঠে ভার বাড়ে বলে ওদের বিশ্বাস।

বিস্মিত দেখাচ্ছে তিন অ্যাপাচিকে, ওকে নিরস্ত্র অবস্থায় দেখে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধও বটে। রাইফেলধারী স্প্যানিশে কি যেন বলল দ্রুত, অপর দু'জন তার কথা শুনল এবং আচমকা ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেঁটেজন হাত উঁচু করেই ছুঁড়ে দিল হাতের বর্শা। এক লাফে পাশে সরে গেল কেনেডি। নরম দোআঁশ মাটিতে বিঁধল বর্শাটা, গোড়াটা খাড়া হয়ে থাকল মাটির ওপর, থরথর করে কাঁপতে লাগল। একটানে বর্শাটা তুলে নিল কেনেডি, সবচেয়ে কাছের ঝোপের দিকে ঝাঁপ দিল পরক্ষণে।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাপাচিরা। তিন ব্রেভ একসঙ্গে ঘোড়া ছোটাল, খুরের প্রচণ্ড শব্দ তুলে তেড়ে এল সোজা কনেডির দিকে। চোখের পলকে ওর পায়ের কাছে পৌঁছে গেল একজন, টের পেয়ে পাঁই করে ঘুরল কেনেডি...রাইফেলঅলা...নিশানা স্থির করল সে, ট্রিগার টানল। প্রচণ্ড গর্জন ছাড়ল সেকেলে রাইফেল। কেনেডির বেশ কয়েক গজ দূরে একটা গাছের গায়ে গিয়ে থ্যাপ করে বিধল বুলেটটা।

প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়ল ব্রেভ, হাঁ হয়ে আছে তার মুখ, ঘোড়া ঘোরাল সে। রাইফেল ঘুরিয়ে ধরল সে, আবার আঘাত করতে চাইল। গদা হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে সে অস্ত্রটা। বাউলি কেটে একপাশে সরে গেল কেনেডি। পরক্ষণে রাইফেলটার চওড়া বাঁট ধরে ফেলল ও, সর্বশক্তিতে মারল এক টান। লাফাচ্ছিল তার ঘোড়া, ওটার পিঠ থেকে পিছলে একপাশে নুয়ে পড়ল অ্যাপাচি, মাটিতে পড়ে যাবার জোগাড় হলো তার। নিজেকে বাঁচাতে কারবাইন ছেড়ে দিল সে, ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরল তাড়াতাড়ি, ছুটে গেল আবার সামনের দিকে।

কেনেডির চারপাশে ভয়াল চিৎকার আর হুঙ্কার কেবল অবিরাম প্রতিধ্বনি তুলছে। অকেজো কারবাইনটা ঝোপে ছুঁড়ে ফেলল কেনেডি, তারপর সাঁই করে ঘুরে অপর দুই অ্যাপাচির মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিল। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে তারা। পনির পিঠ থেকে নেমে পড়ল এক ব্রেভ, মাথার ওপর কুড়াল উঁচিয়ে তেড়ে এল। ফেলে দেয়া বর্শাটা পলকে তুলে নিল কেনেডি, ভোঁতা প্রান্ত পায়ের সামনে খাড়া করে ঠেকাল, হানাদার অ্যাপাচির মোকাবিলা করল।

তরুণ বাক যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার ওপর, মরণ চিৎকার ছাড়ল একবার। তার দেহের ভারে বেঁকে গেল বর্শাটার হাতল, তারপর মড়াৎ করে ভেঙে গেল।

দ্রুত পা চালিয়ে আবার ঝোপে আশ্রয় নিল কেনেডি। গতিই এখন রক্ষা পাওয়ার একমাত্র কৌশল। অবশিষ্ট ব্রেভের কাছে এখনও কুড়াল



আর বর্শা রয়েছে, তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া চলবে না। রাইফেলঅলার কি হয়েছে কে জানে! নিরস্ত্র অবস্থায় আপাতত হয়তো সরে থাকবে সে যতক্ষণ না সঙ্গের ছুরি ব্যবহার করার নিশ্চিত সুযোগ পাচ্ছে।

এক মুহূর্ত পরেই আবার খুরের জোরাল শব্দ শুনতে পেল কেনেডি। ঝোপের দু'দিকেই নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে হয়তো দু'জন; দুই ঘোড়ার মাঝখানে আটকাতে চায়। তাহলেই কায়দামত পেয়ে যাবে ওকে, আর কোন দিকে যাবার জো থাকবে না ওর।

চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল কেনেডি, পরক্ষণে বসে গেল ঝুপ করে, ঘুরল চরকির মত। মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শব্দ তুলে কিছু একটা উড়ে গেল, পেছনের একটা গাছে গিয়ে লাগল। তাকিয়ে একটা কুড়াল দেখতে পেল কেনেডি। মরিয়া হয়ে অস্ত্রটা জাপ্টে ধরল ও, আলগা করে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল আবার। ওর পায়ের কাছেই ঝোপের ভেতর শব্দ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। একেবারে কাছে এসে পড়েছে এক ব্রেভ। ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে মারতে চায় ওকে। দীর্ঘ পায়ে এক পাশে সরে গেল কেনেডি চট করে, গায়ের জোরে অর্ধবৃত্তের আকারে চালাল কুড়ালটা—অ্যাপাচির ঘোড়ার মাথা বরাবর। মরচে পড়া ফলাটা বিস্ফারিত দুই চোখের মাঝখানে খুলিতে সেঁধিয়ে গেল, বিশ্রী একটা শব্দ হলো। ছোটার ওপরই আছড়ে পড়ে গেল ঘোড়াটা।

চেঁচিয়ে উঠল অ্যাপাচি। ঘোড়াটা লুটিয়ে পড়তে শুরু করতেই ঝাঁপ দিল কেনেডির দিকে। ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে গেল কেনেডি, কিন্তু দু'হাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরল অ্যাপাচির ঘর্মাক্ত ছিপছিপে শরীর, পেছনের পাইন গাছের কাণ্ডের দিকে ছুঁড়ে দিল তাকে।

মাথা আর গাছের সংঘর্ষ হলো, মাঝপথে থেমে গেল অ্যাপাচির চিৎকার। গাছের নিচে ময়দার বস্তার মত ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে পড়ল ইণ্ডিয়ানটার লাশ।

বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে কেনেডি, ঘেমে নেয়ে উঠেছে একেবারে। বিশ্রামের জন্যে আইঢাই করছে শরীরের প্রত্যেকটা পেশী। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। তিন নম্বর ব্রেভের সন্ধানে তাকাল ইতিউতি। কোন চিহ্ন নেই। স্বস্তি বোধ করলেও গুঙিয়ে উঠল কেনেডি, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। ওকে হত্যা করার তালে আছে এমন আরেকটা শত্রু সামলানোর মত শক্তি দেহে অবশিষ্ট আছে কিনা, নিজেরই সন্দেহ হলো।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। মুখের ঘাম মুছল কেনেডি, অ্যাপাচির দিকে তাকাল। বর্শার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ইন্ডিয়ানের মত মারা গেছে এটাও। আসলে একটা অস্ত্র খুঁজছে ও; কাজে লাগবে এমন কিছু, উপকারে আসবে। হ্যাণ্ডগানের প্রতি ইন্ডিয়ানদের তেমন দুর্বলতা নেই, ওরা রাইফেলই বেশি পছন্দ করে, কেউ কেউ অবশ্য অনেক সময় পিস্তল রাখে সঙ্গে, সেটা সাধারণত তার কটনড্রয়ারস বা ব্রীচক্লথের আড়ালে লুকানো থাকে। এরা তিনজনই তরুণ ব্রেভ, ওদের সঙ্গে দৃশ্যমান অস্ত্র ছাড়া আর কিছু না থাকাই স্বাভাবিক, তবু নিশ্চিত হওয়া দরকার।

কিছু নেই...প্রথমজনকে পরীক্ষা করার পর লম্বা একটা দম ফেলে অন্য অ্যাপাচিটাকেও পরখ করল কেনেডি। একই অবস্থা। মরা ঘোড়াটার দিকে তাকাল ও, টান মেরে তুলে নিল কুড়ালটা। আত্মরক্ষার পক্ষে আহামরি কিছু নয়, তবে নাই মামার চেয়ে কানামামা ভাল। এবার সামনে বাড়ল কেনেডি, তৃতীয় অ্যাপাচির কথা ভেবে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারদিকে। মনে হচ্ছে ব্যাটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। লড়াই করার আর ইচ্ছা নেই, ঝোপঝাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে তাই।

তবে আবার আসবে সে, গম্ভীর চেহারায় ভাবল কেনেডি। স্বগোত্রীয় আরও কয়েকজনকে জোগাড় করে ফিরে আসবে, সশস্ত্র থাকবে তারা, খেপে থাকবে প্রতিশোধের নেশায়। ওদের কাছে এখন ভিন্ন তাৎপর্য বহন করছে ও—হাতাহাতি মারপিটে দু-দু'জন যোদ্ধাকে হারিয়ে দিয়েছে এমন একজন শ্বেতাঙ্গ। ওকে যে খতম করতে পারবে অন্যদের



কাছে বীরের মর্যাদা পাবে সে এখন।

অবশ্য আগে ওর নাগাল পেতে হবে তাদের! চারদিকে নজর বোলাল কেনেডি। বর্শার ফলায় নিহত অ্যাপাচির ঘোড়াটা খুঁজছে। আরোহী যেখানে মরেছে সেখানেই গাছপালার মধ্যে ওটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল ও। উবু হয়ে পাহাড়ী মেহগনি আর ওকের ভেতর দিয়ে এগোল ও। পনিটার পেছন দিক থেকে আগে বাড়ল। কিন্তু বেশ কয়েক কদম দূরে থাকতেই ওর গন্ধ পেয়ে গেল জানোয়ারটা, শাদা মানুষের গন্ধ তার অপছন্দ, প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, তারপর একদৌড়ে গাছপালার আরও ভেতরে পালিয়ে গেল।

গাল বকল কেনেডি, সোজা হয়ে দাঁড়াল। পনিটা অনেক উপকারে আসতে পারত, কিন্তু এখন আর ওটার কথা ভেবে ফায়দা নেই। ঘোড়াটা আর পঞ্চাশ গজের মধ্যেও ঘেঁষতে দেবে না ওকে।

কুড়ালটার খুদে হাতল বেল্টের নিচে গুঁজে দিল কেনেডি, তারপর লিজ কনর আর জিম বেনসনের ট্র্যাক শেষবার যেখানে দেখেছে সেখানে চলে এল। ট্র্যাক খুঁজে বের করে অনুসরণ শুরু করল। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে এগোচ্ছে ও। অ্যাপাচি পালিয়ে কোন্ দিকে গেছে কোন ধারণা নেই ওর, চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, বুঝতে পারছে পরিষ্কার। পুবদিকে যাবার সময়ই তিন অ্যাপাচির দেখা মিলেছিল, তারমানে ওদিকে আরও ইন্ডিয়ান থাকতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক!

এর অর্থ হতে পারে বেনসন আর লিজ হয়তো অ্যাপাচিদের এমনি কোন দলের খপ্পরে পড়েছে এবং বন্দী হয়েছে। সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখতে গিয়ে শক্ত হয়ে চেপে বসল কেনেডির চোয়াল। শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের সঙ্গে অ্যাপাচিদের আচরণ বলার নয়!

সঙ্গে একটা বন্দুক থাকত যদি—এমন কোন অস্ত্র যার সাহায্যে ফের অ্যাপাচিদের সামনে পড়ে গেলে শক্তির ভারসাম্য খানিকটা হলেও নিজের পক্ষে রাখা যাবে! কিছু না থাকার চেয়ে সেকেলে আর্মি কারবাইনটা হলেও চলত, কিন্তু ওটার কোন কার্তুজ নেই ওর কাছে।

যার কাছ থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই অ্যাপাচিই পালিয়ে গেছে রণে ভঙ্গ দিয়ে। তার কাছে বাড়তি কার্তুজ যদি থাকেও এখন ,তা-ও উধাও হয়েছে।

একনাগাড়ে এগিয়ে চলল কেনেডি। ওর চোখ-কান প্রতিমুহূর্তে স্বাভাবিক শব্দ কিংবা নড়াচড়ার সঙ্গে বেখাপ্পা, এমন কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে আছে। আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে বেমানান কিছু দেখলে বা শুনলে তাকে বিপদের কারণ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

আরও ওপরে উঠে এসেছে এখন সূর্যটা। ছোটার গতি বাড়াল কেনেডি। কিন্তু এমন একটা পাহাড়সারির মাঝে এসে পড়েছে ও যেগুলোর সঙ্গে ওর তেমন পরিচয় নেই। এর আগে মাত্র একবার এই পর্বতমালা পেরিয়ে পুবে গিয়েছিল ও, কিন্তু সেবার যে পথে গিয়েছিল সেটা এখান থেকে আরও উত্তরে।

ওর চলার গতি শ্লথ হয়ে এল। শ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে এখন। অবশেষে হাঁটতে শুরু করল কেনেডি। বারবার সামনে পেছনে নজর বোলাচ্ছে; সতেজ কোন ঝোপ দেখলে বোঝা যাবে ঝর্না বা জলের ক্ষীণ ধারা বয়ে যাচ্ছে, কাছেপিঠে কোথাও পানি আছে। এ মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, একেবারে ক্ষীণতম ক্রিকেও পানি থাকবে।

কিন্তু কোন ক্রিকের দেখা পেল না কেনেডি। ওগুলো হয়তো আরও ওপরে কিংবা অনেক নিচে রয়েছে। প্রচণ্ড তেষ্টা পাওয়া সত্ত্বেও বেনসনদের ট্রেইল ছেড়ে ক্রিক খুঁজে বের করার ইচ্ছা হলো না ওর। চলতে পারবে ও...এই সামান্য কষ্ট সহ্য করা যাবে...আগেও বহুবার পানি ছাড়া অনেক পথ পাড়ি দেয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে জিম বেনসন আর লিজকে খুঁজে বের করা, সেই সঙ্গে আরও অ্যাপাচি আসতে পারে ধরে নিয়ে সতর্ক থাকা।

একটু পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কেনেডি। মাটিতে একটা ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ কানে এসেছে ওর। সেজন্যেই থামা। সন্দেহ নেই ছেঁকে ধরা মাছি আর ন্যাট (Gnat) তাড়ানোর চেষ্টা করছে ঘোড়াটা।



প্রথমেই ইণ্ডিয়ানদের কথা মনে এল কেনেডির। ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও, অপেক্ষা করতে লাগল। আবার পাওয়া গেল শব্দটা...একটা ক্যাম্প রয়েছে সামনে—কিংবা একটা ওঅর পার্টি—আণ্ডারগ্রোথের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে, আগের দলটার মত!

দীর্ঘ পাঁচ মিনিট শুয়ে থাকল কেনেডি, নিঃসাড়; তারপর নতুন কোন শব্দ বা নড়াচড়ার আলামত না পেয়ে কুড়ালটা বের করে নিল, এগোতে শুরু করল সামনে। গজ বারোর মত এগোনোর পর থামল আবার। সামনেই একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে...চারটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে ওখানে—একটা ওর বাকস্কিন! ঘোড়াটাকে পলকে চিনতে পারল ও।

এবার লিজ কনরকে দেখতে পেল কেনেড়ি। দু'হাত বাঁধা অবস্থায় ফাঁকা জায়গাটার এক ধারে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রয়েছে মেয়েটা। একটা দড়ি জড়ানো ওর কোমরে, দড়িটার অপর মাথা গাছের সঙ্গে বাঁধা...জিম বেনসন ওর পালিয়ে যাবার ঝুঁকি নেয়নি বুঝতে পারল কেনেডি।

দূর থেকে রাইফেলের গুলির চাপা শব্দ ভেসে এল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দটা। বিশাল হাত তুলল জন ওহারা। ইশারায় ডাকল সঙ্গীদের। ধূসর ঘোড়াটার পাশে চলে এল তার দুই সঙ্গী, চেহারা কুঁচকে আছে।

'কে হতে পারে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইল এডসন।

'মনে হচ্ছে পুরানো আমলের আর্মি রাইফেলের আওয়াজ। এদিকে আর্মি আছে নাকি, জন?' জিজ্ঞেস করল ওয়েলডন।

'থাকতে পারে,' জবাব দিল ওহারা।

ওর দলের দু'জন সদস্য কমে গেছে। বেশ কয়েক মাইল পেছনে থাকতেই আহত অ্যালরাইটকে লর্ডসবার্গে গিয়ে ডাক্তা চোয়ালের চিকিৎসা করার জন্যে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছে সে। রাইটের সঙ্গে

রাইলি পিটারসনও গেছে—রাইটের পক্ষে একা অ্যাপাচি এলাকা পার হয়ে গন্তব্যে পৌছানো সম্ভব হবে না। মেইন রোড দিয়ে যাচ্ছে ওরা, সুতরাং বেশ আগেই পৌছে যাবে সেটলমেন্টে।

'অ্যাপাচিও হতে পারে,' বলল এডসন। 'শুনেছি ওদের কাছে নাকি ওইসব রাইফেল আছে। নিহত সৈন্যদের কাছ থেকে জোগাড় করে থাকে।'

'তাও হতে পারে,' বলল ওহারা, আগের মতই নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

'আমরা এখন কি করব তাহলে? তিনজনের পক্ষে তো আর এক দঙ্গল রেডস্কিনের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়!'

'তবে,' বলল ওহারা, আড়ষ্ট পেশীকে আরাম দিতে স্যাডলের একপাশে সরে বসল, 'পিছু হটছি না কিছুতেই—অন্তত এতদূর আসার পর তো প্রশ্নই ওঠে না।'

দূরের ঝাপসা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যান ওয়েলডন। 'এমনও হতে পারে অ্যাপাচিদের কবলে গিয়ে পড়েছে ওরা। আমার হিসাব মত এখন তো ওদিকেই থাকার কথা ওদের।'

'হুম, আমাদের বদ নসিব!' গজগজ করল এডসন, 'সেই কলোরাডো থেকে পিছু নিয়ে এতদূর এলাম আর একদল রেডস্কিন কিনা শেষে কজা করল ওদের!'

'ওরা নয়,' নিরস গলায় বলল ওহারা, 'তাহলে আরও গুলির শব্দ পাওয়া যেত···মাত্র একটা গুলি হয়েছে!'

মাথা নাড়ল ওয়েলডন। লোকটার মাথার চুল অসম্ভব লম্বা হয়ে গেছে, ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, সারাক্ষণ বিরক্তি উৎপাদন করছে তার।

'সেটা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই,' বলল সে, 'অ্যাপাচিরা বড় পিচ্ছিল মাল। হয়তো আচমকা ওদের ওপর চড়াও হয়েছে, একবারই গুলি চালানোর সুযোগ পেয়েছে ওরা।'

'হয়তো, তবে আমার সন্দেহ আছে,' বলল ওহারা, লম্বা করে দম



ফেলল। 'চলো, আবার এগোনো যাক। এখানে বসে থাকলে তো আর ওদের নাগাল পাব না!'

গুঙিয়ে উঠল এডসন, থুতু ফেলল। কাঁধ ঝাঁকাল ড্যান ওয়েলডন।

'মানুষ তো একবারই মরে!' বলল সে।

## পনেরো

জিম বেনসন কোথায়?

ঝোপের আড়ালে গা মিশিয়ে ক্যাম্পের ওপর কড়া নজর বোলাল ওয়েস কেনেডি। খুদে একটা মালভূমি-মত জায়গার কিনারায় ক্যাম্পটা; পাইন আর নানা রকম গাছ ঘিরে রেখেছে তিনদিক থেকে, অন্যপ্রান্ত ক্রমশ ঢালু হয়ে সোজা নিচের একটা ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে, ওদিকটা উন্মুক্ত দেখা যাচ্ছে।

কোন ঘোড়ার পিঠ থেকেই গিয়ার নামানো হয়নি, লক্ষ করল কেনেডি, বোঝা যাচ্ছে বেশিক্ষণ এখানে থাকার পরিকল্পনা নেই বেনসনের—কিংবা কেবল এখানে এসে পৌছেছে। ভর দুপুরের অল্প বাকি আছে, এত জলদি রাতের জন্যে থামার কথা নয়, যদি লোকটার কুৎসিত মনে অন্য কোন বদমতলব মাথা চাড়া না দিয়ে থাকে!

ওর বাকস্কিনটা রয়েছে একেবারে কাছে, দেখতে পাচ্ছে কেনেডি; ওটার পাশে দাঁড়ানো বেনসনের কালো ঘোড়া। লিজের বে আর ম্যাট কনরের ঘোড়া, প্যাক অ্যানিমেল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ওটাকে, ফাঁকা জায়গার উল্টোদিকে রয়েছে।

রাইফেলটা সঙ্গে রেখে দিয়েছে বেনসন, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যের জন্যে আপনমনে বিড়বিড় করল কেনেডি। প্রথমেই অস্ত্রটা হাতিয়ে নেয়ার ইচ্ছা ছিল ওর। রাইফেলবিহীন কেনেডি হাত কাটা মানুষের মতই। সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে ওটার প্রয়োজন হবে, যদি আবার নর্ডসবার্গের পথ ধরতে পারে ওরা। অ্যাপাচিরা আশপাশে গিজগিজ করছে এ ব্যাপারে কেনেডি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত।

অবশ্য এখনও চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়নি এ খেলায়। ওর বাকস্কিনের স্যাডলব্যাগে পিস্তলটা আছে—অন্তত থাকার কথা। জিম বেনসন, বলা যায় না, হয়তো ওর জিনিসপত্রে তল্লাশি চালাতে গিয়ে অস্ত্রটা পেয়ে গিয়ে থাকতে পারে; অসম্ভব নয় সেটা। নড়ে উঠল কেনেডি...তাই যদি হয়, তাহলে অ্যাপাচির কুড়ালটার ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে ওকে—তবে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উপায় হলো আগাগোড়া সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

এই মুহূর্তেও সেটাই করতে হবে, বুঝতে পারল কেনেডি। একটা পিস্তল—যেটা আছে কি নেই সে ব্যাপারে সংশয় আছে—সেটার ভরসায় বেনসনের ক্যাম্পে চড়াও হওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং সন্তর্পণে পিছলে ক্যাম্পে ঢুকে লিজকে উদ্ধার করে আবার সটকে পড়াই ভাল। সবচেয়ে কাছের ঘোড়া দুটোই নেবে ও। ক্যাম্প এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে যেতে পারলে তখন রিভলভার খুঁজবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কেনেডি, আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। বেনসনের অনুপস্থিতি সাময়িক। মাথা নামিয়ে পিছিয়ে এল ও, বৃত্তাকারে ঘুরে ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে চলে এল, মেয়েটার ঠিক পেছনে থামল। আবার ক্যাম্পটা জরিপ করল কেনেডি। জিম বেনসন এখনও লাপাত্তা। চেহারায় রাজ্যের হতাশা নিয়ে বসে আছে লিজ কনর, ভেঙে পড়েছে প্রায়। গাছের সঙ্গে পোষা জানোয়ারের মত বেঁধে রাখা হয়েছে মেয়েটাকে।

ওর জন্যে ফেলে আসা লিজের ছুরিটা বের করে হাতে নিল কেনেডি, সবচেয়ে দীর্ঘ ফলাটা খুলল, তারপর ছুরিটা দাঁতে চেপে ধরে



তাড়াতাড়ি আগে বাড়ল ও, লিজের পেছনে চলে এল; এতই নিঃশব্দে যে কথা বলার আগে ওর উপস্থিতি টেরই পেল না মেয়েটা।

'একটুও নোড়ো না!'

অস্পষ্ট স্বরে ফুঁপিয়ে উঠল যেন লিজ কনর, অবাক হয়ে গেছে। শান্তির একটা পরশ ঢেউ খেলে গেল ওর মনে, তবে নড়ল না সে।

'তুমি যেন আসো সেই দোয়াই করছিলাম আমি এতক্ষণ!' ফিসফিস করে বলল লিজ।

উবু হয়ে লিজের কব্জিতে কষে বাঁধা চামড়ার ফিতের ওপর ছুরির ধারাল ফলা ছোঁয়াল কেনেডি। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

খুলে গেল বাঁধন, তবে বুদ্ধি করে নড়ল না লিজ, কারণ তাহলে ওর মুক্তির বিষয়টা ফাঁস হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি আমি,' অবশেষে বলল মেয়েটা। 'তুমি—'

'আমি যতক্ষণ না বলছি নড়বে না এখান থেকে,' বলল কেনেডি, তারপর লিজের কোমরে বাঁধা দড়িতে ছুরি চালাল। 'বেনসন কোথায়?'

'নিচের ক্যানিয়নে কোথাও। ক্যান্টিনগুলো ভরে আনতে গেছে।'

দরদর করে ঘামছে এখন ওয়েস কেনেডি। বাহু তুলে চোখের ওপর জমে ওঠা ঘাম মুছল ও। 'অনেকক্ষণ হয়েছে?'

'হ্যাঁ...যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে...'

'তারমানে জলদি কেটে পড়া দরকার আমাদের,' দড়ির বাঁধন আলগা হয়ে গেলে বলল কেনেডি। 'আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই!'

মাথা দোলাল লিজ। 'তোমার রাইফেলটা বেনসনের কাছে। সারাক্ষণ সঙ্গেই রাখছে সে ওটা!'

ক্যানিয়নের প্রবেশপথের কাছে জন্মানো ঘন ঝোপের দিকে তাকাল কেনেডি। 'ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি আমি, ব্যাটা ফেরামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে—'

'উঁহুঁ,' তাড়াতাড়ি বাদ সাধল লিজ, 'মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে—কোন প্রয়োজন নেই! আমি এখান থেকে পালাতে চাই, আর

কিছু না! আর কোনদিন ওর চেহারা দেখতে চাই না!'

'তাহলে চলো আমরা রওনা হয়ে যাই,' বলল কেনেডি, মেয়েটার আতঙ্কের কারণ উপলব্ধি করতে পারছে ও। 'ওর ঘোড়ার পিঠে চাপতে হবে তোমাকে। তোমার বের কাছে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে অনেক!'

'আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

'আমি যেভাবে বলছি তাই করবে। যেই বলব অমনি উঠে পিছু হটে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়বে তুমি, তারপর দৌড় দেবে ক্যাম্পের ওই কিনারায় জন্মানো বিশাল পাইন গাছটার দিকে। ঘোড়াসহ ওখানেই তোমার সঙ্গে যোগ দেব আমি।'

ইতস্তত করল লিজ। 'আমিও যাই তোমার সঙ্গে? ঘোড়া নেয়ার কাজে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে অনেক সময় বেঁচে যাবে!'

'সময় হয়তো বাঁচবে,' বলল কেনেডি, 'কিন্তু বেনসন যদি আচমকা এসে পড়ে তাহলে আমাদের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তুমি। রেডি?'

'রেডি,' জবাব দিল লিজ, উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে ওর শরীর।

'যাও!'

পলকে উঠে দাঁড়াল লিজ, গাছের গুঁড়ি পাশ কাটিয়ে আণ্ডারগ্রোথের আড়ালে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল। ঠিক তখুনি মেয়েটার গালের একপাশে ফোলা দাগটা দেখতে পেল কেনেডি, রাগে সারা শরীর কেঁপে উঠল ওর।

কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা গরম করার উপায় নেই। লম্বা পায়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল ও, দ্রুত এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে, অনেক কষ্টে দৌড়ানোর ইচ্ছা দমন করছে; জানে হিসাব করে পা ফেলতে হবে ওকে, নইলে জানোয়ারগুলো ভয় পেয়ে যেতে পারে, তাহলে মালভূমির ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাবে ওগুলো। বাকস্কিনটা অবশ্য ওকে চিনতে পারবে, ভয় পাবে না; কিন্তু বেনসনের ঘোড়াটা অন্য চিজ!



সমতলের কিনারার দিকে একবার নজর বোলাল কেনেডি, একটা শব্দ কানে এসেছে বলে মনে হলো। জিমের কোন খবর নেই। নিচু মসৃণ কণ্ঠে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল ও। মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল বাকস্কিন, তারপর ঘাসে মুখ দাবাল আবার।

বেনসনের কালো ঘোড়াটা ওকে লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। ওটার পাশে চলে এল কেনেডি, হাত বাড়িয়ে ঝুলন্ত লাগাম ধরে ফেলল শক্ত করে। এক ঝটকায় মাথা উঁচু করল এবার ঘোড়াটা, সরে যেতে চাইল, কিন্তু লাগাম টেনে ওটাকে সামাল দিল কেনেডি।

চট করে ঘুরে বাকস্কিনের লাগামও হাতে তুলে নিল ও। স্যাডলব্যাগে হাত চালিয়ে রিভলভার খোঁজার ইচ্ছাটাকেও হত্যা করল গলা টিপে। নিকটতম ঝোপ-প্রাচীরের দিকে এগোতে শুরু করল ও। দুটো ঘোড়াই সামনে গলা বাড়িয়ে দিল, জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে, এভাবে উচ্ছেদ করার ব্যাপারটা মানতে পারছে না। হ্যাঁচকা টানে জানোয়ার দুটোকে নড়তে বাধ্য করল কেনেডি।

আণ্ডারব্রুশে ঢুকে পড়ল ও, নিবিড় ঝোপ, তবে ওদের নড়াচড়া পুরোপুরি গোপন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ডান দিকে ঘুরল কেনেডি। মালভূমির খোলা প্রান্তের দিকে তাকাল আবার। বেনসন ফেরেনি এখনও।

এখনও আপত্তি জানাচ্ছে ঘোড়া দুটো। ওদের টেনে ক্যাম্পের সীমানা ধরে এগিয়ে চলল কেনেডি। পাইন গাছটার কাছে চলে এল, লিজ অপেক্ষা করছে এখানে। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে ওর সঙ্গে মিলিত হলো লিজ। মেয়েটাকে ঠেলে তাড়াতাড়ি কালো ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল কেনেডি, তারপর উঠে বসল নিজের বাকস্কিনের স্যাডলে।

পিস্তল খোঁজার চিন্তাটা আবার ওর মাথায় জেগে উঠল। এবং আবারও দমন করল ও ইচ্ছাটা। এক, বড়জোর দুই মিনিট সময় লাগবে পিস্তল খুঁজতে, যদি অস্ত্রটা না থাকে তাহলে অযথা মূল্যবান সময়ের অপচয় বলে প্রতীয়মান হবে, এই ফাঁকে জিম বেনসন উদয় হতে পারে!

এব্যাপারে একমত হলো কেনেডি। লোকটাকে অপছন্দ করে ও, যদিও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নেই ওর—অন্তত খুন খারাবির ঘটনা ঘটার মত কিছু হয়নি। বেনসনের উচিত হবে এবার নিজের কথা ভুলে নিজের পথ ধরা। ওদের আর না জ্বালালেই তার জন্যে ভাল হবে। মেয়েটা সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে বেনসন বা তার পরিকল্পনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর। বেনসন যদি বুদ্ধিমান হয়—সত্যিকার পুরুষ হয়—এটা মেনে নেবে। মেনে নেয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে…যদি…চট করে লিজের দিকে তাকাল ও।

'আচ্ছা, টাকাগুলো কোথায়—জিম তার অংশ বুঝে নিয়েছে তো?'

স্যাডলহর্নের সঙ্গে আটকানো স্যাডলব্যাগের দিকে নজর চলে গেল লিজের, হতাশার ছাপ পড়ল চেহারায়, কেনেডির দিকে তাকাল ও।

'না, আমার কাছে রয়ে গেছে—সব!'

গুঙিয়ে উঠল কেনেডি। আর কোন সন্দেহ নেই, জিম ঠিক পিছু নেবে ওদের। বিশ হাজার ডলারে তার অংশ কিছুতেই ছেড়ে দেবে না!

'আমার কাছ থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়েছিল সে, নিজের কাছে রাখার জন্যে। নিজের ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছিল তখন!'

কাঁধ ঝাঁকাল কেনেডি। বেনসন এত লোভী না হলে, টাকা ভর্তি স্যাডলব্যাগটা যেমন ছিল তেমনি লিজের ঘোড়ার পিঠেই থাকতে দিত, আর তাহলে এখনও তার কাছেই থাকত সব টাকা। লোকটা ওদের পিছু নেবে ভেবে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ থাকত না আর।

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে,' বলল কেনেডি, 'আমাদের পিছু নেবেই সে এবার। আমাদের যদি ধরে ফেলতে পারে তাহলে ওর সঙ্গে একটা রফায় পৌঁছানোর চেষ্টা করব আমরা। ওর টাকা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে অনুরোধ করব তোমাকে যেন আর না জ্বালায়। ওকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করব। হয়তো মাথাটাকে একটু খাটাবে সে; আর যদি না খাটায়,' কোমরের পিস্তল স্পর্শ করল কেনেডি, 'ওকে বাধ্য করব!'



মাথা নাড়ল লিজ। 'টাকাগুলো তার কাছে রয়ে গেলেই ভাল ছিল। এটা একটা অভিশাপ, আর কিছু না—মৃত্যু ডেকে আনছে বারবার!'

'তোমার অংশে পুরো অধিকার আছে তোমার,' বলল কেনেডি, 'এই টাকা রোজগার করার জন্যে ঘাম ঝরিয়েছে তোমার ভাই। পুবে ফিরে গেলে টাকাটা তোমার কাজে লাগবে।'

'যদি যাই,' বিরস কণ্ঠে জবাব দিল লিজ, 'কোথায় যাচ্ছি সেটা এখন গুরুত্বহীন। যেকোন একটা শহরে যেতে পারলেই হলো—মানুষজনের দেখা পেলে নিরাপদ মনে হবে নিজেকে; এসব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করব।'

'আমারও একই কথা,' বলল কেনেডি। টুসান আর জুড ওয়েদার-বির কথা ভাবল ও। 'আগামী কাল রাত কিংবা পরশু সকালে লর্ডসবার্গে পৌঁছে যেতে পারব আমরা, আশা করি। তখন তোমার সব বিপদের অবসান ঘটবে।'

সহসা সমগ্র অস্তিত্ব সজাগ হয়ে উঠল কেনেডির। মাঠের ওপাশে গাছপালার ঠিক ভেতরে অস্পষ্ট আলোড়ন মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে, আড়ষ্ট হয়ে গেল ও, ভাল করে দেখার জন্যে একটু উঁচু হলো স্যাডলের ওপর। এবার দেখতে পেল—তামাটে শরীরে ঠিকরে যাচ্ছে সূর্যের আলো। ছায়া থেকে বেরিয়েই ফের উধাও হয়ে যাচ্ছে!

*'অ্যাপাচি!'* কঠিন নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে বলে উঠল কেনেডি, *'আমার সঙ্গে থেকো!'*

## ষোলো

সাঁৎ করে বাকস্কিনটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে নিল ওয়েস কেনেডি।

আচমকা দিক বদল করায় হোঁচট খেলো ঘোড়াটা, সামলে উঠল পরক্ষণে, তারপর জোর কদমে ছুটল আবার। ঝুঁকি নিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে একবার তাকাল কেনেডি, ওর ঠিক পেছনেই আসছে লিজ। ওর ঠোঁটজোড়া শক্ত হয়ে চেপে বসে একটা রেখা সৃষ্টি করেছে যেন, উজ্জ্বল আলোয় তামাটে চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে এখন।

মাঠের ওমাথায় ঝোপের আড়াল ছেড়ে বিদ্যুৎগতিতে ফাঁকায় বেরিয়ে এল তিনজন ব্রেভ, কেনেডিরা যাতে আণ্ডারব্রুশের আড়ালে আশ্রয় নিতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্যে সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে কোনাকুনিভাবে তেড়ে এল। ওদের পেছনে গাছপালার ভেতর দিকে আরও অ্যাপাচির উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। বেশ বড় একটা দল...কমপক্ষে জনা বারো বাক রয়েছে...বেশিও হতে পারে। আদ্যি-কালের রাইফেলটা তখন যার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল ও হয়তো সেই এদেরকে ডেকে এনেছে। এই ধারণার পেছনে অবশ্য জোরাল কোন যুক্তি নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন দলও হতে পারে!

মাঠের উল্টো দিকে রাইডারদের একজন তার হাতের রাইফেল বাড়িয়ে ধরল। অস্ত্রটা একহাতে ধরে ওটার স্টক বাহুর সামনের দিকে ঠেকিয়ে লক্ষ্য স্থির করল। ট্রিগারে টান দিয়ে কেনেডিদের দিকে একটা গুলি পাঠাল সে। কিন্তু অস্ত্রটা কাঁপছিল বলে অনেক দূর দিয়ে চলে গেল বুলেট।

রিভলভারটা বের করে আনল কেনেডি। অ্যাপাচিদের আগেই ঝোপের কাছে পৌঁছাতে হবে ওদের। পারবে, তবে ওখানে কি বিপদ অপেক্ষা করে আছে একমাত্র খোদাই জানে! হয়তো আরেকদল ইণ্ডিয়ান ওত পেতে আছে! তাই যদি হয়—আবার লিজের দিকে তাকাল ও। কালো ঘোড়ার পিঠে নুয়ে পড়েছে মেয়েটা, যেমন বলে দেয়া হয়েছিল, বাকস্কিনের কাছাকাছি থেকে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে।

ঝোপের সীমানার কাছে চলে এল ওরা। ভেতরে নজর চালানোর চেষ্টা করল কেনেডি। প্রত্যেকটা ছায়া আলাদাভাবে পরখ করে চলমান



কোন অবয়ব চোখে পড়ে কিনা বোঝার প্রয়াস পেল। কাউকে দেখা গেল না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অ্যাপাচিরা কেবল মাঠের ওদিকেই অ্যাম্বুশ করে অপেক্ষা করছিল, ওরা সোজা ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে ভেবেছিল; সেই তিনজন অ্যাপাচি যেমন ট্রেইলে কেনেডির জন্যে অপেক্ষা করছিল তখন। কিন্তু একজন হঠাৎ নড়ে ওঠায় ওদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে...সৌভাগ্য একেই বলে...ধরা পড়ে যাবার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ওদের দু'জনকে, নতুন একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে রক্ষা পাওয়ার!

ঝোপের একেবারে সীমানায় পৌঁছে গেল ওরা। জট পাকানো ঘন ঝোপে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়! পরক্ষণে ঘোড়া ঘোরাল কেনেডি, হাঁপাচ্ছে ওর বাকস্কিন, একটা অগভীর গহ্বরে জন্মানো চকচেরির ঘন ঝোপের দিকে ছোটাল ওটাকে, ওখানে একটা ক্রিক আছে। প্রায় পঞ্চাশ গজের মত দূরে। সঙ্গে সঙ্গে-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, গর্জন ছাড়তে লাগল বন্দুক, প্রতিধ্বনিতে গম গম করে উঠল সারা বেসিন।

বাকস্কিনের পিঠে মিশে গেল কেনেডি। বামদিক দিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল তিন ব্রেভ, তাদের মোকাবিলা করার জন্যে ঘুরল। এখন এরাই আশু বিপদের কারণ। বামহাতের ওপর রেখে ডান হাত স্থির করল কেনেডি, নিশানা ঠিক করেই একটা বুলেট পাঠাল প্রতিপক্ষের বরাবরে। সবচেয়ে কাছের অ্যাপাচি দু'ভাঁজ হয়ে গেল, লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছিল তার পনি, ওটার পিঠ থেকে দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেল লোকটা।

একটা পচা গাছের গুঁড়ি এড়াতে এক পাশে সরে গেল বাকস্কিন, অসতর্ক কেনেডি ঘোড়াটা হঠাৎ বাঁক নেয়ায় টলে গেল স্যাডলের ওপর, তাল হারিয়ে পড়ে যেত আরেকটু হলেই, কোনমতে সামলে নিল। অন্য দুই অ্যাপাচি তেড়ে আসছে এখনও। নিজেদের বিরত রেখেছে তারা গুলি করা থেকে, যেন লিজ আর ওকে স্রেফ মাড়িয়ে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য!

আবার নিশানা স্থির করল কেনেডি, টান দিল পয়েন্ট ফোর ফোর-এর ট্রিগারে। মাথায় লাল ব্যানডানা বাঁধা অ্যাপাচি কাঁধ চেপে ধরল, এপাশ ওপাশ দুলল মুহূর্তের জন্যে, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে যেতে শুরু করল। আর দেরি না করে ঘোড়া ঘুরিয়ে চম্পট্ দিল তৃতীয়জন। তার ওপাশে বাকি অ্যাপাচিদের ঘোড়া দাবড়ে তেড়ে আসতে দেখল কেনেডি।

ওদের মতলব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন। ওদের চকচেরির ঝোপের দিকে যেতে বাধ্য করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তিন ব্রেভকে, যাতে ওরা দলের বাকি অংশের কবলে ধরা পড়ে। ঝোপের দূরবর্তী প্রান্ত থেকে ঝড়ের বেগে ওদের ধরার জন্যে ছুটে আসছিল তারা এতক্ষণ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো কেনেডির। চট করে বাম দিকে সরাল বাকস্কিনকে। বলতে গেলে মাত্র এক কদম দূরে থাকতে ঝোপের কিনারা থেকে সরে আসতে পারল ও। গুলির শব্দ হলো, চেঁচামেচি আর শোরগোল শুনে বোঝা গেল ওদের আকস্মিক দিক বদল শত্রুর নজরে পড়ে গেছে! তবে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে এখন।

লিজের উদ্দেশে চিৎকার করল কেনেডি, ইঙ্গিতে পাশে আসার জন্যে তাগাদা দিল, যাতে ও নিজে লিজ আর অ্যাপাচিদের মাঝখানে থাকতে পারে। ইন্ডিয়ানরাও ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে শুরু করেছে। গম্ভীর চেহারায় উবু হয়ে আছে কেনেডি, আশপাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে চলে যাচ্ছে একের পর এক সীসার টুকরো, কুৎসিত শব্দ আঘাত হানছে কানের পর্দায়! গাছের কাণ্ডে থ্যাপ-থ্যাপ বিঁধছে ওগুলো। অ্যাপাচিদের কাছে গোটা কয়েক রিপিটিং রাইফেলও আছে, মাঝে সাঝে দ্রুত গুলি বর্ষণের শব্দ আলাদা করতে পারছে কেনেডি।

আচমকা উল্টোদিক থেকে তিনজন ব্রেভ ওদের একেবারে সামনে চলে এল। রঙচঙে চেহারা বিকৃত হয়ে আছে, মুখ হাঁ করে চিৎকার ছাড়ছে! পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেনজে সবচেয়ে কাছের জনকে গুলি করল



কেনেডি। হতচকিত বাকস্কিনটা পিছলে দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে পিছু হটার চেষ্টা করল। ওর গুলিটা ফস্কে গেল তাতে। আবার গুলি চালাল ও। কেঁপে উঠল ব্রেভ, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

লিজের আর্তনাদ কানে যেতেই ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কেনেডি। দু'নম্বর অ্যাপাচি একেবারে কাছে চলে গেছে মেয়েটার, হাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরে স্যাডল থেকে টেনে নামানোর প্রয়াস পাচ্ছে। উন্মাদের মত তাকে বাধা দিচ্ছে লিজ। দুর্বল হাতে লোকটার চোখে মুখে অবিরাম চড় মারছে। স্যাডল থেকে হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল লিজ, আচমকা ওজনের তারতম্য ঘটায় টাল হারাল ব্রেভ, একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করল দু'জন।

তারপরই ওদের কাছে পৌঁছে গেল কেনেডি। ঝোপঝাড় ভেঙে ঝড়ের মত হুঙ্কার তুলে তেড়ে আসছে ব্রেভরা, ভ্রূক্ষেপ করল না সেদিকে। অ্যাপাচির চাঁদি বরাবর সজোরে বাড়ি মারল পিস্তল দিয়ে। হাড়ভাঙার শব্দ বাজল কানে। লিজের ওপর থেকে শিথিল হয়ে গেল তার হাতের বাঁধন, পড়ে গেল সে।

'তোমার ঘোড়া!' লিজের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল কেনেডি।

আগেই কালো ঘোড়াটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিজ, স্যাডলহর্নের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। লিজ লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠে বসতেই সবচেয়ে কাছের অ্যাপাচিকে উদ্দেশ্য করে একবার গুলি চালাল কেনেডি। প্রচণ্ড আঘাতে টলে উঠল শত্রু, তারপর ভাঁজ হয়ে গেল সামনে। আবার গুলি করল ও—পয়েন্ট ফোর ফোর-এর সিলিণ্ডারের শেষ কার্তুজটা বেরিয়ে গেল—এবং ফসকে গেল ওটা। ঠিক এই সময় শক্ত কিছুর আঘাত লাগল ওর বাহুতে, ছিটকে পড়ে যাবার দশা হলো ওর।

শাদা শঙ্কিত চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে লিজ। পলকের জন্যে দেখতে পেল কেনেডি, ইশারায় ওকে সামনের ঘাসে ছাওয়া বেসিনটা দেখাল।

'ওদিকে দৌড়াও!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'আ-আমি ঠিক আছি!'

চট করে কালো ঘোড়ার একপাশে লাথি হাঁকাল লিজ, লাফিয়ে সামনে ছুটল জানোয়ারটা। বাকস্কিনের লাগাম স্যাডলহর্নের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিল কেনেডি। বাড়তি কার্তুজের বাক্সটা বের করতে হাত ঢুকিয়ে দিল শার্টের ভেতর। বাহুর তীব্র ব্যথা গ্রাহ্যে আনছে না। হাতড়ে হাতড়ে খুদে পেপার-কার্টনটার মুখ খোলার চেষ্টা করল ও। বুড়ো আঙুলের ডগা ঢাকনার ফাঁকে সেঁধিয়ে দিল, তারপর অধৈর্য ভঙ্গিতে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল।

শার্টের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল তাজা কার্তুজ। এক মুঠো বুলেট তুলে নিল কেনেডি। আড়ষ্ট বাম হাতে পিস্তলটা ধরে রেখে সিলিণ্ডারের খালি খোসাগুলো বের করে ফেলতে শুরু করল; একই সঙ্গে ডান হাতে ওটায় নতুন কার্তুজও ভরে চলল।

কষ্ট হচ্ছে! ওর হাতে যেন বুড়ো আঙুল ছাড়া আর কিছু নেই! মরিয়া হয়ে একবার পেছনে তাকাল ও। অ্যাপাচিরা প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ওদের চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়! ওর চারপাশে ঝোপে এসে গাঁথছে একের পর এক বুলেট। বড়জোর আর কয়েক মিনিটের মামলা! অচিরেই গুলি খাবে ওর বাকস্কিনটা কিংবা ফের গুলি লাগবে ওরই গায়ে। জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো গাছপালার দিকে তাকাল কেনেডি। কালো ঘোড়ার পিঠে মিশে যাওয়া একটা অদ্ভুত আকৃতি বলে মনে হচ্ছে লিজকে, এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে; পলকের জন্যে দেখা যাচ্ছে, অদৃশ্য হচ্ছে আবার পরক্ষণেই। ওর রেহাই পাবার ক্ষীণ আশা আছে, বুঝতে পেরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল কেনেডি।

আচমকা ওর মাথার একপাশে তীব্র একটা আঘাত লাগল। ছুটন্ত বাকস্কিনের পিঠে দুলতে শুরু করল ও। কেমন যেন শিথিল হয়ে আসতে চাইছে চিন্তাশক্তি। ডানহাতে শক্ত করে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে বাম হাতে স্যাডলহর্ন ধরল কেনেডি। প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সফল হলো ওর প্রয়াস। অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল ও, চারপাশ থেকে চেপে আসা অন্ধকারের কবল থেকে চেতনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল।



ডান পাশে নতুন করে গোলাগুলি শুরু হলো আবার, কিন্তু সে সম্পর্কে বলতে গেলে অজ্ঞান ও। আরও কতগুলো হারামজাদা এসেছে, ভাবল কেনেডি। নাছোড়বান্দার মত স্যাডলে টিকে থাকতে যুঝতে লাগল। ঝিমঝিম করছে মগজ, প্রাণান্ত চেষ্টায় পরিষ্কার করে আনল। পিস্তল রিলোড করার কাজ শুরু করল আবার। তিনটা বুলেট ঢোকাতে পারল ও...আরও গোটা দুয়েক শয়তানের বাচ্চাকে কতল করা যাবে...বাকস্কিনকে এগোতে দিয়ে নিজের কাজে নজর দিল।

বেড়ে উঠেছে গোলাগুলি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওর কাছেপিঠে কোন গুলি বেঁধার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। শোরগোলও অস্পষ্ট হয়ে গেছে যেন। *নিশ্চয়ই জ্ঞান হারাচ্ছি:* ভাবল ও, *এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছি যে কিছুই আর শুনতে পাচ্ছি না!* তবে ওতে শরীরের বাকি অংশের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব হলো না। ঠিকমতই কাজ করছে ডানহাতের আঙুলগুলো। মাথা নেড়ে আবার গুলি ভরতে শুরু করল ও...*এবার—নিকুচি করি শালাদের—আয় দেখি—আয় কত আসবি!* স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরে পেছনে তাকাল কেনেডি।

কিন্তু ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে অ্যাপাচিরা, খানিক দূরে একটা পাথুরে টিবির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চলার ওপরই গুলি চালাচ্ছে তারা। টিবির ওপাশ থেকে মাথা তুলল দু'জন লোক, ভারি পর্দার আড়ালে ঢাকা অস্পষ্ট দুটো অবয়ব যেন, আগুয়ান অ্যাপাচিদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করল তারা।

*আউট-ল দল...!*

যন্ত্রণার কুয়াশা ভেদ করে ওর মগজে পৌঁছে গেল চিন্তাটা, প্রায় অসাড় মস্তিষ্কের কোষে ছাপ পড়ল। পেছনে ফিরে আশপাশে নজর বোলাল কেনেডি, লিজের খোঁজ করল। সামনে রয়েছে মেয়েটা, ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনছে। দুর্বল হাত নেড়ে ওকে সামনে এগোনোর ইঙ্গিত দিল কেনেডি। কিন্তু লিজ শুনল না, গতি কমিয়ে হাঁটাতে শুরু করল ঘোড়াটাকে। লিজের পাশে চলে এল কেনেডি। ওর রক্ত-লাল

শার্টের হাতার দিকে তাকাল লিজ, মুখ আর মাথার জমাট রক্ত নজর এড়াল না। উৎকণ্ঠার ছাপ পড়ল তার চেহারায়।

'থামতে হবে আমাদের···তুমি গুলি খেয়েছ—যত্নের দরকার!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কেনেডি। 'না···এখনও আমাদের বিপদ কাটেনি!'

ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে গেল লিজের, কালো ঘোড়ার পিঠে লাথি হাঁকাল সে। ঝোপের দিকে যাবার জন্যে তাগাদা দিল। দু'হাতে স্যাডলহর্ন ধরে নিজেকে স্থির রাখার প্রয়াস পাচ্ছে কেনেডি, লিজের ঘোড়ার কাছাকাছি রেখেছে নিজের বাকস্কিনকে।

'ট্রেইলটা—কাছেপিঠেই থাকার কথা,' বলল ও। 'আমার বামদিকে থাকো তুমি।'

মাথা দুলিয়ে লিজ জানাল কেনেডির কথা বুঝতে পেরেছে। ওদের পেছনে গোলাগুলির আওয়াজ বেড়ে উঠল। তবে আওয়াজটা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। মোচড় খেলো কেনেডি, পেছনে তাকাল। পিছু ধাওয়া করতে দেখা গেল না কোন অ্যাপাচিকে। ওদের আগ্রহ অন্য দিকে সরে গেছে, নতুন শত্রুর ওপর স্থির হয়েছে নজর। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেনেডির মনে স্বস্তির একটা ঢেউ খেলে গেল।

ভাবনা চিন্তা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যেতে চাইছে। ক্লান্ত কেনেডি। আবার ঝুঁকে পড়ল ও ঘোড়ার পিঠে। ঝাপসা দৃষ্টিতে লিজের গতি লক্ষ করল, তারপর বাঁক নিল আচমকা। মেইন ট্রেইলে পৌঁছে গেছে ওরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন এই বেসিন থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার—পাথুরে ঢিবির কাছে যুদ্ধরত দু'দলের যারাই জিতুক ওদের অবস্থার কোন হেরফের হবে না তাতে। দু'পক্ষেরই লক্ষ্যবস্তু ওরা দু'জন!

শিগগিরই ওদের থামতে হবে, তাও বুঝতে পারছে কেনেডি। বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে চিন্তার স্রোত। বাহুর ক্ষত থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখন। রক্তপাত বন্ধ করতে না পারলে কোন দিনই আর



নর্ডসবার্গে পৌঁছাতে হবে না···অন্তত ও যে পারবে না সেটা সন্দেহাতীত! অধৈর্যভাবে নড়ে উঠল কেনেডি। বিনা কারণে একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে এখন রক্তক্ষরণে জান খোয়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কি বিশ্রী ব্যাপার!

ট্রেইলটা চালু হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল কেনেডি, একটা ক্যানিয়নের দিকে নেমে গেছে। খাড়া পাহাড় উঠে গেছে ওদের বামদিকে। গ্রানিট স্ল্যাবগুলোর দিকে তাকাল ও, চাতাল আর তীক্ষ্ণ কিনারাঅলা খাঁজগুলো দেখছে।

'ওপরে উঠে যেতে হবে আমাদের,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ও, 'নিরাপদ হবে সেটা!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লিজ। 'কি বললে?'

'ওপরে উঠতে হবে,' ভারি গলায় বলল কেনেডি, অক্ষত হাতে ইশারা করল। 'গা ঢাকা দিতে হবে—কিছুক্ষণের জন্যে হলেও!'

'ট্রেইল আছে ওপরে?'

মাথা নাড়ল কেনেডি। 'জানি না···দেখতে যাইনি কোনদিন!'

শাঁই করে ট্রেইল থেকে সরে গেল লিজ, বাকস্কিনকে পথ দেখিয়ে খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। একটা চাতালে পৌঁছুল লিজ, বেশ উঁচুতে, সম্ভাব্য সবার নাগালের বাইরে।

'থেমো না···'

সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে ঘুরল লিজ, চাতালের কিনারা বরাবর এগিয়ে চলল। সঙ্কীর্ণ একটা ট্রেইলের দেখা পাওয়া গেল অবশেষে, পাথুরে গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে, সম্ভবত গেইম ট্রেইল। ঘোড়া থামিয়ে মাটিতে নামল লিজ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল কেনেডি।

'আমাদের···এগিয়ে যাওয়া উচিত। ট্রেইল···পেয়েছ নাকি তুমি?'

'পেয়েছি,' জানাল লিজ, তারপর এগোতে শুরু করল আবার।

## সতেরো

দুটো ক্যান্টিন টলটলে পরিষ্কার পানিতে ভরে নিয়েছে বেনসন, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, সন্তোষের সঙ্গে শরীরের আলস্য তাড়ানোর প্রয়াস পেল। ওর পছন্দ মাফিকই চলছে সব। টাকা এসে গেছে হাতে—পাক্কা বিশ হাজার ডলার; ট্রেইলের ওই পাঁচটা লোকের চোখকে ফাঁকি দেয়া গেছে; অক্কা পেয়েছে ওয়েস কেনেডি, তাকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না, এবং লিজ কনরকেও কব্জা করা গেছে!

ওদিকে অগুনতি রিজ আর পাহাড় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে, দেখা যাচ্ছে, পাহাড়সারির ওপাশে একটা শহরের দেখা সে পাবেই। শহর থাকলে সেখানে স্টেজকোচ লাইন থাকতে বাধ্য; অন্তত একটা রাস্তা তো মিলবে যেটা ধরে এগোলে স্টেজের নাগাল পাওয়া যাবে...তারপর সোজা নিউ অরলিন্সের পথ ধরবে ওরা। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে জীবন পার করে দেয়া যাবে ওখানে!

উষ্ণ একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়ল বেনসনের মনে। সব কিছু এমন খাপে খাপে মিলে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি সে কোনদিন। তার ধারণা ছিল বেশি হলে টাকাটার অর্ধেক ভাগ পাবে সে; আর পটিয়ে-পাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো বা লিজ কনরকে বিয়েতে রাজি করানো যাবে, কপাল সহায় থাকলে; ম্যাট বেঁচে থাকলে অবশ্য সেদিকেই গড়াত ব্যাপারটা, সন্দেহ নেই!

কিন্তু দোস্ত ম্যাট পটল তোলায় এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। এখন পুরো টাকার মালিক বনে গেছে সে। মেয়েটা চাক বা না চাক এখন সে



তার দখলে—অবশ্য মেয়েটাকে যদি আদৌ পেতে চায় ও! সহসা চিন্তাটা খেলে গেল ওর মাথায়। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে সম্ভাবনাটা। ইচ্ছা করলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে আবার ফেলেও যাওয়া যায়—ওর ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে সেটা। ওয়েস কেনেডি যখন আর ধারেকাছে নেই সব কিছুর জন্যে প্রতি মুহূর্তে ওর কাছেই হাত পাততে বাধ্য হবে সে। ভাবতেই পুলক বোধ করল বেনসন। নিজেকে শক্তিমান আর বিরাট ক্ষমতাধর বলে মনে হলো নিজের কাছে।

মেয়েটারও মাথা খাটানোর সময় এসেছে এবার! নিজের অবস্থান বুঝতে হবে তাকে। কেনেডির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার পরেই হঠাৎ বদলে গিয়েছিল মেয়েটা, ব্যাপারটা ওর একদম পছন্দ হয়নি। ওরও নিজেকে একটু বদলে নেয়া উচিত, ভাবল বেনসন। বিয়েশাদী আপাতত মুলতবী রাখা যায়! নিউ অরলিন্সে পৌঁছে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

আরে, তাই তো, নিউ অরলিন্সে হাজারটা সুন্দরী পাওয়া যাবে, মেয়েমানুষের কোন ঘাটতি নেই ওখানে! পকেট ভর্তি মচমচে টাকা থাকলে পুরুষ মানুষের পক্ষে একটা মেয়ে ভজানো কোন ব্যাপারই না! তা সে যত সুন্দরী হোক না কেন! ওখানে গিয়ে লিজ কনরের চেয়ে ঢের সুন্দরী কোন মেয়েকে বেছে নেবে সে। ইয়েস, স্যার, চমৎকার বুদ্ধি...এবার দেখা যাবে...

তবে আপাতত সঙ্গেই রাখবে ও লিজকে। মেয়েটা ধরে নিক ওদের দু'জনের বিয়ে হতে যাচ্ছে, একসঙ্গে থাকার মজা লুটে নিতে পারবে তাহলে সে...নিউ অরলিন্স অনেক দূরের রাস্তা...মাঝে কত রাত কাটাতে হবে কে জানে!

আচ্ছা, ব্যাপারটা এখনই সেরে ফেললে ক্ষতি কি, হঠাৎ ভাবল কথাটা কেনেডি। চমৎকার একটা জায়গায় ক্যাম্প করেছে ওরা। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর পক্ষে ঝর্নাটা যথেষ্ট কাছে না হলেও

ক্যাম্পসাইট হিসাবে মন্দ নয়...আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ঠিকই টিকে থাকবে জানোয়ারগুলো। পথের ধারে হয়তো আরও ক্রিক বা স্প্রীং আছে!

ক্যান্টিন কাঁধে ঝুলিয়ে কেনেডির রাইফেলটা হাতে নিল বেনসন, একটা গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছিল সে ওটা। দু'শো গজ দীর্ঘ ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল এবার। সিদ্ধান্ত নিতে পেরে এখন উৎফুল্ল বেনসন। রাতটা এখানে থাকার জন্যে মনস্থির করে ফেলেছে। মেয়েটাকে সোজা করবে, দু'জনের সম্পর্কটা কেমন হতে যাচ্ছে এখনই বুঝিয়ে দিতে হবে তাকে!

ওর স্ত্রী হতে যাচ্ছে সে, নিউ অরলিন্সে যাওয়ার অপেক্ষা করতে হবে স্রেফ ব্যাপারটাকে বৈধ রূপ দেয়ার খাতিরে। মেয়েটাকে ভাঁওতা দেয়ার জন্যে বলবে দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানটা সারবে সে, দেখার মত হবে! একথা ঠিকই হজম করবে বোকার হদ্দ মেয়েলোকটা—সন্তুষ্ট থাকবে।

অর্ধেকটা ঢাল অতিক্রম করার পর দম নেয়ার জন্যে একবার থামল বেনসন। কাল সকালে আবার পথে নামার আগে আরেকটা কাজ সারতে হবে—কেনেডির বাকস্কিনটাকে ছেড়ে দেবে। কেনেডির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, নিজের আশপাশে এমন কোন চিহ্ন রাখার প্রয়োজন নেই। ও ব্যাটার কথা মনে পড়লেই হারামজাদী যেন পাগল বনে যায়, সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে! ম্যাটের ঘোড়াই বাড়তি ভার বহন করতে পারবে। তাছাড়া পাহাড় অতিক্রম করার পর ওরা হয়তো এমন কারও সামনে পড়ে যাবে যার সঙ্গে ওয়েস কেনেডির পরিচয় আছে, তাহলে ঘোড়াটা ঠিকই চিনতে পারবে সে, মহা ঝামেলা বেধে যাবে!

আবার উঠতে শুরু করল বেনসন। দরদর করে ঘামছে ঢাল বাইতে গিয়ে। অবশেষে মালভূমির সমান্তরাল রেখায় এল তার দৃষ্টি। আচমকা থমকে দাঁড়াল সে। কোথাও একটা গড়বড় হয়েছে। দুটো ঘোড়া



নেই—ওর কালোটা আর বাকস্কিন। পরক্ষণে একটা চিন্তা টোকা দিল মাথায়, সতর্কতায় ঢিল পড়ল। ঘাস খেতে খেতে হয়তো একটু দূরে সরে গেছে ওগুলো, ক্যাম্পের ওধারেই আছে।

আবার উঠতে শুরু করল বেনসন। সমতলে উঠে এল অবশেষে। ঝোপের এপাশে বেরিয়ে এল। নতুন করে উদ্বেগের একটা স্রোত বয়ে গেল আবার সারা শরীরে। আসলেই কোথাও ভজঘট হয়ে গেছে। মেয়েটা উধাও—নিশ্চয়ই একা পালায়নি! দড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওটার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে; মেয়েটাকে যেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সেই গুঁড়িটার পাশেই পড়ে আছে!

চোখের পলকে পাঁই করে ঘুরল বেনসন, পিছিয়ে এসে নিমেষে গা ঢাকা দিল ঝোপে। অ্যাপাচির দল! নিশ্চয়ই অ্যাপাচি! কেনেডি এত তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়ে কিছুতেই এত দূরে আসতে পারেনি—আর ওহারা বাহিনী তো রয়েছে আরও দূরে! ওদের ঝেড়ে ফেলার ব্যাপারে বেনসনের মনে কোন সন্দেহ নেই।

আগাছার ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল বেনসন। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে। ইণ্ডিয়ানরা হয়তো আশপাশেই আছে, ওর ফিরে আসার অপেক্ষা করছে...কিন্তু অ্যাপাচিই যদি হবে তাহলে ক্রিকেই ওর ওপর হামলে পড়েনি কেন? চারটে ঘোড়ার মাত্র দুটোই বা নিল কেন? দুটো কেন—কেনেডির বাকস্কিন আর ওর কালো ঘোড়া?

*কালো ঘোড়া!*

যাশ-শালা, কালো ঘোড়ার পিঠেই তো ছিল সব টাকা! নিজের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে রেখেছিল টাকাভর্তি স্যাডলব্যাগ, নিরাপত্তার খাতিরে! শালার বদনসিব আর কাকে বলে! যেমন ছিল সেভাবে থাকতে দিলে—মেয়েটার কাছেই যদি থাকত টাকাগুলো—তাহলে এখনও তারই কাছে থাকত ওগুলো!

এবার বুঝতে পারল বেনসন কাজটা অ্যাপাচিদের নয়। সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যায়। ইণ্ডিয়ানরা চোখের সামনে যা পেত সব

হাতিয়ে নিয়ে তারপর ঢাল বেয়ে ওর দিকে এগিয়ে যেত শিকারির মত, ওর খুলির চামড়া ছিলে নিত হত্যা করার পর! ওয়েস কেনেডিও আসেনি এখানে!

লিজ একাই করেছে বদমায়েশিটা, একা! মেয়েটার কাছে একটা ছুরি দেখেছিল বেনসন, কোন ভাবে কাজে লাগিয়েছে সে ওটা। ছুরিটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল বেনসন। ওই ছুরি দিয়েই হাতের বাঁধন কেটেছে ডাইনীটা, তারপর একই কায়দায় গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িও কেটেছে। মুক্ত হয়ে নাগালের মধ্যে যে দুটো ঘোড়া ছিল সেগুলো নিয়ে উল্টোপথে সটকে পড়েছে! সন্দেহ নেই, বাড়তি ঘোড়াটা কেনেডির জন্যেই নিয়েছে সে। ভাবছে ও ব্যাটা এখনও বেঁচে আছে···থাকতেও পারে!

কঠিন হাসি দেখা দিল বেনসনের ঠোঁটে। ওকে ঠিক হাঁদারাম ঠাউরেছে হারামজাদীটা। কিন্তু এই দানে সবগুলো টেক্কা এখনও ওরই হাতে; কেনেডির রাইফেল আর নিজের পিস্তলটা আছে সঙ্গে—আর মেয়েটার কাণ্ডও ধরে ফেলতে পেরেছে ঝটপট। আরে, ও বেটি মাইল খানেকের বেশি দূরে যেতে পারেনি এখনও।

দ্রুত আবার ঝোপের আড়ালে চলে এল বেনসন। লিজ নিজের চেষ্টাতেই পালিয়েছে নিশ্চিত হলেও সতর্ক সে, মালভূমির কিনারা বরাবর এগিয়ে আবার ঘোড়া দুটোর কাছে চলে এল সে। ম্যাট কনরের কালো ঘোড়াটা সঙ্গে নেবে কিনা ভেবে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল এবং অচিরেই ঘোড়াটা সঙ্গে নিলেই ভাল হবে ধরে নিল, ঘোড়াটা চলার গতি অনেক কমিয়ে দেবে জেনেও।

সঙ্গে অতিরিক্ত ঘোড়া থাকায় লিজও নিশ্চয়ই ধীরে এগোতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া ওদের গিয়ার খাবার ইত্যাদি সবই রয়েছে কালো ঘোড়ার পিঠে, আনলোড করতে গেলে সময় লাগবে, আবার জিনিস বাছাই করার একটা ঝামেলাও আছে। কিন্তু এখন মেয়েটার ট্রেইলে পৌঁছে তাকে পাকড়াও করাটাই সবচেয়ে জরুরী। পরে অদলবদল করার কথা ভাবা যাবে।



বে-র স্যাডলে উঠে বসল বেনসন, ম্যাটের ঘোড়াটার লাগাম ধরল, তারপর ঘুরে মালভূমির ওপর দিয়ে এগোল সোজা। বেশি জোরে ঘোড়া হাঁকাতে পারবে না লিজ, স্পষ্ট ট্রেইল না থাকায় পথ তৈরি করে নিতে হবে তাকে। পথ হারিয়ে ফেলতে পারে এমনকি! মুখ খিস্তি করল বেনসন, ছোটখাট মানুষের উপযোগী করে তৈরি স্যাডলটায় নিজেকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করল। কসম খোদার, ধরতে পারলে কুত্তিটাকে এমন শিক্ষা দেবে জীবনেও আর ভুলতে পারবে না, পালানোর চিন্তাও করবে না আর কোনদিন!

আচমকা রাইফেলের কান ফাটানো আওয়াজে মূর্তির মত জমে গেল বেনসন। পরক্ষণে আরেকটা রাইফেল গর্জে উঠল। এবং তারপর গাছে ছাওয়া বেসিন, যার ওপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাচ্ছে সে, গোলাগুলি আর চেঁচামেচিতে জেগে উঠল যেন হঠাৎ!

আবার কোন ফ্যাসাদে পড়লাম? ভাবল বেনসন। এই গোলাগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই আসে না। ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই—তবে যদি সে অ্যাপাচিদের কবলে পড়ে থাকে—একটা মেয়ের পেছনে পাউডার আর সীসা নষ্ট করতে যাবে না রেডস্কিনরা। ঘোড়া দাবড়ে ছুটে এসে ধরে ফেলবে!

স্তিমিত হলো গুলির আওয়াজ। আবার বেড়ে উঠল পরক্ষণেই। এবার অনেকখানি উত্তরে। ভুরু কোঁচকাল বেনসন, স্পারের খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে। ওর কোন সম্পর্ক নেই এর সঙ্গে। বাম দিকে সরে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রের অনেকটা নিচ দিয়ে কেটে পড়তে পারবে সে। অস্পষ্ট চেঁচামেচির দিকে কান পাতল বেনসন, বন্দুকের ঘন ঘন গর্জন শুনল মন দিয়ে।

অ্যাপাচি, সন্দেহ নেই, কিন্তু লড়ছে কাদের বিরুদ্ধে? ওহারাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই? সাঙ্গপাঙ্গ সহ অ্যাপাচিদের খপ্পরে পড়ে গেছে ব্যাটা! কোনভাবে হয়তো বুঝে নিয়েছিল মেইন ট্রেইল ছেড়ে সরে এসেছে, পুবের পথ ধরেছে ও, আবার ওর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু কপালের ফেরে অ্যাপাচিদের বিরাট একটা দলের সামনে পড়ে গেছে!

দারুণ! উচিত শিক্ষা হয়েছে শালাদের! জাহান্নামে যাক! বেনসন আশা করল লাল চামড়ার শয়তানেরা সব ক'টার মাথা ঝকমকে শানা করে কামিয়ে দেবে···সেই অবসরে আশপাশে গাঢাকা দিয়ে থাকবে সে। নিজ কনর আর বিশ হাজার ডলার বেশি দূরে নেই। লড়াইটা কারও নজরে ধরা না পড়ে পালাতে সাহায্য করেছে তাকে, ঠিক ওর মতই; কিন্তু মেয়েটা যদি ভেবে থাকে জিম বেনসনের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে, মহা বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে!

সঙ্গীদের আগেই একটা ঘন জুনিপার ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার সময় নিজ কনর আর একটা লোককে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে যেতে দেখল জন ওহারা। ঘোড়া নিয়ে ওর পাশে চলে এল ওয়েলডন আর এডসন।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল এডসন।

'ওরা আসছে,' বলল ওহারা, 'একটা মেয়ে আর তার সঙ্গে এক লোককে দেখেছি আমি। অন্য লোকটাও কাছেপিঠেই আছে নিশ্চয়ই!'

পরমুহূর্তে চারদিকে ঝোপ ভেঙে ঝড়ের মত বেরিয়ে আসতে শুরু করল অ্যাপাচিরা। ওহারা দেখল মেয়েটা আর অপর ঘোড়সওয়ার প্রশস্ত মাঠের এক পাশে ঝোপের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে তুফান বেগে ছুটতে শুরু করল। তিনজন ব্রেভ ওদের পিছু ধাওয়া করল। বাকি অ্যাপাচিরা গন্তব্যে পৌঁছে যাবার আগেই ওদের ঠেকানোর জন্যে ছুটল ঝোপের ভেতর দিয়ে।

'চলো, আগে বাড়ি,' বলল ওহারা, আণ্ডারগ্রোথের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে। ইণ্ডিয়ানরা কেনেডিকে বাধা দেয়ার জন্যে যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই এগোতে শুরু করল।

জোরে খিস্তি করে উঠল এডসন। 'পুরো দলটাকে আমরা তিনজনে ঠেকাতে পারব না—' বলতে গেল সে, কিন্তু ইতিমধ্যে ফাঁকায় বেরিয়ে গেছে ওহারা।

বাকি দু'জনও অনুসরণ করল তাকে, নিজ নিজ কারবাইন বের করে নিয়েছে, সামনে ঝুঁকে আছে দু'জনই। গ্রামা ঘাসের একটা সংকীর্ণ



রেখার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। সমানে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে অ্যাপাচিরা। মেয়েটার সঙ্গী পাল্টা গুলি চালাচ্ছে। আচমকা পাল্টে যেতে শুরু করল সামনের দৃশ্য। ওহারা দেখল অ্যাপাচিরা সরে যাচ্ছে, পাতা আর ডালপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে ছুটন্ত কালো ছায়ার মত লাগছে ওদের, তবে ওরা যে দিক বদল করছে তাতে সন্দেহ নেই।

'দেখো, এদিকেই আসছে ব্যাটারা!' চেঁচিয়ে উঠল ওয়েলডন।

ঘাঁই করে বামে ঘোড়া সরিয়ে নিল ওহারা, ইশারা করল বাকি দু'জনকে। 'ওই যে পাথরগুলো দেখছ,' এমন শান্তকণ্ঠে বলল কথাটা যেন টেলুরাইড স্যালুনে বিয়ারের ফরমাশ দিচ্ছে। 'রুখে দাঁড়ানোর জন্যে উপযুক্ত জায়গা ওটা।'

চরকির মত ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর পেছনে চলে এল এডসন আর ওয়েলডন, একজোট হয়ে পাইনের ভেতর দিয়ে ছুটল ঝড় তুলে। একটা অনুচ্চ ঢিবির ওপর বেঢপ চেহারার বোল্ডারের একটা স্তূপের কাছে পৌঁছে গেল। একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করল ওরা, সামনে বাড়ল; গ্রানিট দেয়ালের আড়ালে গায়ে গা ঠেকিয়ে লুকাল; ইণ্ডিয়ানরা ওদের দেখে ফেলেছে, এগিয়ে আসছে দ্রুত!

রাইফেল নিশানা করল ওহারা, একটা গুলি পাঠাল শত্রুর দিকে। সামনের কাতারের এক রাইডার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল, কাপড়ের পুতুলের মত ল্যাগব্যাগ করল এক মুহূর্ত, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তার পাশের জনকে হত্যা করল এডসন। কিন্তু ওয়েলডনের মুখ দিয়ে খিস্তির তুফান চলছে, নিজের অস্ত্রের লেভারিং মেকানিজম নিয়ে সমস্যায় পড়ে-গেছে সে।

'রিপিটারধারীদের আলাদা করার চেষ্টা করো,' বলল ওহারা, 'তিন কি চারটার কাছে আছে মনে হয়!'

'সিঙ্গেল শটগুলোও মানুষ মারতে কম যায় না!' বিড়বিড় করে বলল এডসন।

'তা ঠিক,' মৃদু কণ্ঠে সায় দিল ওহারা, 'কিন্তু অস্ত্রটা যার কাছে আছে সে একবার গুলি করার সুযোগ পায়, ঘোলোবার নয়!'

অবশেষে নিজের কারবাইনের অ্যাকশন ফ্রী করতে পারল ওয়েলডন, পাথরের সঙ্গে মিশে গেল সে, কিনারার ওপর দিয়ে উঁকি দিল সামনের দিকে!

'ইয়া খোদা!' গুঙিয়ে উঠল সে।

চারদিক গিজগিজ করছে অ্যাপাচিতে, সাঁই সাঁই ছুটে বেড়াচ্ছে সামনে পেছনে, চক্কর দিচ্ছে, আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। সেই লোকটা বা মেয়েটার ছায়াও দেখা যাচ্ছে না আর, ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বোঝার প্রয়াস পেল সে। ওদিকে মরে পড়ে আছে হয়তো—এবং কে জানে, শিগগিরই ওদেরও যোগ দিতে হতে পারে ওই দলে! ঘামে চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে চাইছে, অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘাম মুছল সে। খোদারে, ওহারা কি ভেবেছে নিউ মেক্সিকোর অর্ধেক অ্যাপাচিকে ওরা তিনজনেই ঠেকিয়ে দিতে পারবে? হায়রে, ওই দলটায় যত অ্যাপাচি আছে তারা পায়ের নিচেই পিষে মেরে ফেলতে পারবে ওদের, গুলি চালানোর দরকার হবে না!

আবার মুখের ঘাম মুছল সে, ডান দিকে এক ব্রেভের উদ্দেশে গুলি চালাল। কেঁপে উঠতে দেখল প্রতিপক্ষকে; লেভার টানল, গুলি চালাল আবার পেছনের অ্যাপাচির দিকে। হাসল। এবারও ভুল হয়নি ওহারার। চমৎকার একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছে ওরা। হয়তো শেষতক ঠেকিয়ে দিতে পারবে ওদের!

'ওয়েলডন—তোমার পেছনে!'

এডসনের সাবধানবাণী কানে যাওয়ামাত্র পাঁই করে ঘুরল ওয়েলডন, একজন ব্রেভের ছিপছিপে তামাটে কাঠামো দেখতে পেল, তার হাতে বর্শা প্রস্তুত, এগিয়ে আসছে দ্রুত! ইণ্ডিয়ান তার বর্শা ছুঁড়ে দেয়ার মুহূর্তে গুলি চালাল ওয়েলডন। রক্তের একটা বিস্ফোরণের সঙ্গে উধাও হলো ইণ্ডিয়ানের চেহারা। চরম মুহূর্তে এটাই ড্যান ওয়েলডনের দেখা শেষ দৃশ্য। তার বুকে এসে গাঁথল বর্শা, পাথরের গায়ে আটকে দিল তাকে।

ওয়েলডনের কোঁকড়ানো শরীরের দিকে তাকাল এডসন, ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'ওয়েলডনকে শেষ করে দিয়েছে হারামজাদারা!'



মাথা দোলাতে দেখল সে ওহারাকে। থুতু ফেলল সে। একটা চ্যাপ্টা বোল্ডারের সঙ্গে মিশে গেছে ওহারা, চমৎকার পজিশন, চিবির সামনের দিকটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ঠাণ্ডা, নিরাবেগ; যন্ত্রের মত ক্রমাগত গুলি চালিয়ে যাচ্ছে; কান ফাটানো চেঁচামেচির দিকে কান দিচ্ছে না। ঘোড়ার দৌড়ানোর আওয়াজ, গাঢ় ধোঁয়া আর পাথরে লেগে ঠিকরে যাওয়া গুলির বিশ্রী শব্দ; কিছুই তার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না। হঠাৎ থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'তুমি উল্টোদিকে নজর রাখো, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পেছন দিক থেকে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারবে না ওরা···যথেষ্ট গুলি আছে তো তোমার কাছে?'

ওহারার দিকে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হ্যারি এডসন। জন ওহারার নির্লিপ্ততা অমানুষিকতার পর্যায়ে পড়ে! মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর। মনে হচ্ছে অনেক দিন আগেই মারা গেছে এমন কারও সঙ্গে জুটি বেঁধেছে যেন সে; কিভাবে খোদা মালুম এখনও কাজ করে যাচ্ছে লোকটা।

'তোমার গুলি শেষ হয়ে গেলে ওয়েলডনেরটা ব্যবহার কোরো,' এডসন জবাব না দেয়ায় আবার বলল ওহারা, 'ওটা আর দরকার হবে না তার।'

নড়ে উঠল এডসন। ওহারার পরামর্শ মোতাবেক পেছনে নজর রাখতে লাগল। অ্যাপাচিরা সরে গেছে, বেশ খানিকটা দূরে, শ'খানেক গজ হবে আনুমানিক, একটা ঝোপে জমায়েত হচ্ছে আবার···হানা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে···আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আধডজন রেডস্কিন, আর কোনদিন হামলায় অংশ নিতে পারবে না তারা!

সামনে ঝুঁকল এডসন, ড্যান ওয়েলডনের কারবাইনটা তুলে নিল হাতে; হাঁটুর ওপর রাখল। জরুরী প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগাতে চাইলে নাগালের মধ্যে রাখাই ভাল।

'আসছে ওরা,' নিরাসক্ত কণ্ঠে জানাল জন ওহারা।

## আঠারো

ট্রেইলের কোন চিহ্ন নেই এখানে, আবছা পথটা মিলিয়ে গেছে; কিন্তু ওয়েস কেনেডিকে এ সম্পর্কে কিছুই জানাল না লিজ। এমনিতেও বোঝার মত অবস্থায় নেই লোকটা। মাথার ক্ষতটা তাকে বেসামাল করে দিয়েছে, মনে হচ্ছে কোন হুঁশই নেই। সবচেয়ে বেশি ভয় : স্যাডল থেকে যদি পড়ে যায় মানুষটা, তাহলে আবার আঘাত পাবে। এবং তাহলে, লিজ খুব ভাল করে জানে, আবার ওকে ঘোড়ার পিঠে টেনে তোলা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।

ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা, গোলাগুলির ছাড়া-ছাড়া আওয়াজ আর তার প্রতিধ্বনি ঢাল বেয়ে কানে এসে লাগছে এখনও। ঘোড়াগুলোসহ এবড়োখেবড়ো পাথর আর শক্ত কাঁটাঅলা ঝোপের ভেতর দিয়ে ঢালু জমিন বেয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠতে লাগল লিজ। মাঝে মাঝে নরম মাটিতে ট্র্যাক দেখা যায় : হরিণের পায়ের ছাপ হবে হয়তো, আন্দাজ করল লিজ, কারণ ছোট ছোট গোলাকার ছাপগুলো তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। একটা কারণে সন্তোষ বোধ করছে লিজ—ওদের চালাফেরার তেমন একটা শব্দ হচ্ছে না এখানে। সম্প্রতি বৃষ্টি হয়েছে বলে মাটি নরম। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। কোন ধুলোও উড়ছে না।

অবশেষে থামল লিজ। ওর সামনে অল্প দূরে খাড়া একটা পাথুরে দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে পাথুরে প্রাচীর। স্পষ্টতই যতটা সম্ভব ওপরে উঠে এসেছে ওরা। যাত্রা বিরতি করার জন্যে জুৎসই জায়গার খোঁজে আশপাশে নজর বোলাল লিজ। বামদিকের একটু নিচুমত জায়গা



যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ঘোড়াগুলোকে পেছনে রেখে পাথুরে ফোকর গলে এগিয়ে গেল লিজ। একটা খাড়া কিন্তু চিকন ধাপ পেরিয়ে স্ক্রাব সিডার আর অন্যান্য ছোটখাট গাছের বেড়ার সামনে পড়ল ও। গাছপালা ঠেলে সামনে এগোল লিজ, একটা খুদে ফাঁকা জায়গায় হাজির হলো ও। এমন একটা জায়গাই খুঁজছিল সে।

দ্রুত আবার ঘোড়ার কাছে ফিরে এল লিজ, নিজের ঘোড়াটা চাতাল থেকে সরিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে ফাঁকায় নিয়ে এল। কেনেডির বাকস্কিন আরও শক্ত হাতের নির্দেশে অভ্যস্ত, প্রথমে এগোতে রাজি হলো না। রাগে লিজের চেহারা লাল হয়ে গেল। একটা কাঠের টুকরো তুলে নিল ও, সেটার ভয় দেখিয়ে ঘোড়াটাকে বাধ্য করল ধাপ বেয়ে ফাঁকায় আসতে। দ্রুত ওয়েস কেনেডিকে স্যাডল থেকে নামিয়ে ঝোপের দেয়ালের কাছে নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল লিজ, রোদ থেকে নিস্তার পাবে ও এখানে। ঘোড়াগুলো থাকায় জায়গাটাকে গুমোট লাগছে লিজের। আশপাশে একটু ঘোরাঘুরি করতেই খানিক দূরে আরেকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেল ও, ওখানে রেখে এল ঘোড়াগুলো।

ফিরে এসে দেখল কেনেডি যেন কিঞ্চিৎ সামলে উঠতে শুরু করেছে। উঠে বসার চেষ্টা করছে সে। নিজের শার্ট ধরে টানছে, খুলে ফেলতে চায়।

'বাহুতে লেগেছে গুলিটা। মারাত্মক কিছু নয় তবে রক্ত বেরোচ্ছে,' নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল কেনেডি।

মাথার পাশের রক্তাক্ত ক্ষতটা সম্পর্কে তাকে সচেতন বলে মনে হলো না।

কিছু বলল না লিজ, শার্ট খুলতে সাহায্য করল কেনেডিকে। ব্যাক ট্র্যাক করে ওদের এখানে আসার সব চিহ্ন নষ্ট করার তাগিদ অনুভব করছে লিজ। কাপড় সরানোর পর ক্ষতটা পরখ করল। তেমন মারাত্মক নয়, পরিষ্কার করে টাইট করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে যাতে চুঁইয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।

মাথার ক্ষতটাও মরাত্মক কিছু নয়। একটা বুলেট চামড়ায় ঘষা দিয়ে গেছে, সেটারই ধাক্কা খেয়েছে কেনেডি, তবে অনেক রক্ত হারিয়েছে ও। এটাও পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেই চলবে। আস্তে আস্তে ওর মগজের অসাড়তা কেটে যাবে। দুটো ক্ষতই জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করার দরকার ছিল, কিন্তু তা যখন নাগালের মধ্যে নেই, চিকিৎসার এই অংশটা আপাতত বাদ দিতে হচ্ছে।

সবার আগে, অবশ্যই, নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে। কেনেডি যেমন বিপদে ওকে সাহায্য করেছে, এখন তার বিপদ, এই অসহায় অবস্থায় অবশ্যই ওর যত্ন নিতে হবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সামনে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেনেডিকে জরিপ করল লিজ। মাথার ক্ষত থেকে এখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে; তবে বাহুর বিশ্রী ক্ষত থেকে এখনও একনাগাড়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

'এখানে চেপে ধরে রাখো তুমি,' কেনেডির ডান হাত তুলে বিক্ষত মাংসপেশীর নিচে শিরার ওপর বসিয়ে বলল লিজ, 'তাহলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাবে।'

নিজের দিকে তাকাল কেনেডি। ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গেল। 'আমার স্যাডলব্যাগে কাপড় আছে···বের করে দিচ্ছি—ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও···'

'না, আমি দেখব সেটা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল লিজ। 'তবে আমাদের ট্র্যাক আগে নষ্ট করতে হবে। কেউ আমাদের অনুসরণের চেষ্টা করতে পারে, আমি যতক্ষণ না ফিরছি ততক্ষণ এখানে শুয়ে থাকো তুমি—কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না আমার।'

চলে গেল লিজ। আণ্ডারব্রুশ ঠেলে ট্রেইলের দিকে এগোল। নিজেদের পথ রিট্রেস করতে করতে পাথরের একটা স্তর যেখানে সমকোণে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে একটা শুকনো ডাল হাতে তুলে নিল লিজ, তারপর খুব যত্নের সঙ্গে ঘোড়ার খুরের ছাপ নষ্ট করতে শুরু করল।

ওরা যেখানে ট্রেইল থেকে বাঁক নিয়েছে সেখান পর্যন্ত সব ট্র্যাক



মুছে ফেলল ও, তারপর ওদের উপস্থিতির সব চিহ্ন আরও দুর্বোধ্য করতে শুকনো পাতা, নুড়ি পাথর আর খুদে ডালপালা মাঠে ঢোকার পথের ওপর বিছিয়ে দিল। অবশেষে পথের আর কোন চিহ্ন থাকল না। এরপর ওয়েস কেনেডি হলে যা যা করত তার সবই করা হয়েছে ভেবে সন্তুষ্ট হয়ে আবার কেনেডির কাছে ফিরে এল লিজ।

এখন অনেকটা বল ফিরে পেয়েছে কেনেডি, অনেক সতর্ক, যেন সামান্য চাপ দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পেরে বেশ উপকৃত হয়েছে। গম্ভীর, প্রায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওকে স্বাগত জানাল কেনেডি।

'ও কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেই হত,' বলল সে, 'নিজের কাজ কখনও কোন মেয়েকে দিয়ে করাইনি আমি।'

হাসল লিজ। লোকটার অহঙ্কার প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। আমোদ পেল ও। 'এবার তোমার ক্ষতগুলোর ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি···তুমি আবার কিছু মনে করবে না তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেনেডি, ট্রেইলের দিকে তাকাল। 'অ্যাপাচি বা আর কারও চিহ্ন নেই?' জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল লিজ। 'খানিক আগে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল সে, দ্রুত ঘোড়াগুলো যেখানে চরছে সেদিকে এগিয়ে গেল।

সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। জিম বেনসন নিজেরটার সঙ্গে ওর ক্যান্টিনও নিয়ে গিয়েছিল ক্রিকের ধারে পানি ভরার জন্যে, মালভূমিতে ক্যাম্প করার পর। ওদের কাছে পানি বলে কিছু থাকবে না যদি···মনে মনে খোদার নাম জপতে জপতে বাকস্কিনের কাছে এগিয়ে গেল লিজ, কেনেডির স্যাডলের সঙ্গে ঝোলানো কনটেইনারের দিকে হাত বাড়াল। ভারি, প্রায় ভর্তি!

সন্তোষের সঙ্গে লম্বা করে একটা দম ফেলল লিজ। কাঁধে ঝোলাল সে ক্যান্টিনটা, তারপর কেনেডির স্যাডলব্যাগ খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ কি ভেবে স্যাডলব্যাগ নামিয়ে নিল ও, কেনেডির কাছে ফিরে এল ওটাসহ।

গরম পানি দিয়ে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু

আগুন জ্বালার সাহস হলো না লিজের। শুকনো কাঠ পাওয়া গেলে ধোঁয়া হয়তো সৃষ্টি হবে না, কিন্তু গন্ধটা ঠিকই নেমে যাবে ঢাল বেয়ে। অ্যাপাচিরা টের পেয়ে যাবে ওদের উপস্থিতি; আউট-ল আর জিম বেনসনরা যদি খেয়াল নাও করে...তবে খুশির ব্যাপার হলো... স্যাডলব্যাগের একপাশের পাউচ থেকে কাপড়ের টুকরো বের করতে গিয়ে একটা হুইস্কির বোতল পেয়ে গেল লিজ, আধা ভর্তি। এবার কাজ শুরু করল সে। ক্ষতগুলো যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে লিকারের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করল।

হুইস্কির স্পর্শে ক্ষতবিক্ষত মাংসে যেন আগুন ধরে গেল কেনেডির; কুঁকড়ে গেল ও। লিজ ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় বোতল থেকে লম্বা এক চুমুক হুইস্কি গলায় ঢেলে ব্যথা দূর করার চেষ্টা করল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন মানুষ অন্যের সাহায্য নিতে বাধ্য হলে যেমন হবার কথা তেমনি চেহারা করে আবার শুয়ে পড়ল কেনেডি।

'ঋণী হয়ে গেলাম তোমার কাছে!'

কেনেডির স্যাডলব্যাগ থেকে বেরুনো টুকটাক জিনিসপত্র আবার গুছিয়ে রাখছিল লিজ, বলল: 'অবান্তর কথা! তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার কাছে এটা কিছুই না। খিদে পেয়েছে তোমার?'

'সামান্য,' জবাব দিল কেনেডি, সূর্যের দিকে তাকাল ও। 'সন্ধ্যার আগে আগুন না জ্বাললেই বোধ হয় ভাল হবে।'

ভুরু কোঁচকাল লিজ। 'তখন কি তবে ওরা ধোঁয়ার গন্ধ পাবে না?'

'না, তখন বাতাস বইবে—রাতের বেলা পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া বয়, পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দেবে ধোঁয়ার গন্ধ।'

মাথা দোলাল লিজ, পরক্ষণে আরেকটা কথা মনে পড়তেই আবার বলল। 'খাবার—আমাদের সঙ্গে তো খাবার নেই! ম্যাটের ঘোড়ায় ছিল সব।'

স্যাডলব্যাগের বন্ধ পাউচটার দিকে ইঙ্গিত করল কেনেডি, লিজ ওটায় হাত দেয়নি। 'খানিকটা খাবার সব সময় সঙ্গে থাকে আমার। অনেক সময় এমন জায়গায় আটকা পড়ে যাই যখন কাছেপিঠে কোন



জনবসতি থাকে না, খাবার জোগাড়ের উপায় থাকে না কোন—মজুদ করা খাবার তখন কাজে আসে।'

চট করে পাউচটা খুলে ফেলল লিজ। অয়েল পেপারের মোড়কে ঢাকা জার্কি আর কফির গুঁড়োর একটা প্যাকেট একসঙ্গে একটা লার্ড টিনে রাখা, দেখতে পেল। এই কৌটোটার সাহায্যেই কফি বানাতে হবে। দুই ক্যান পীচ আর এক ব্যাগ রুটিও রয়েছে—শুকিয়ে প্রায় পাথর হয়ে গেছে।

হাসল লিজ, একেই কিনা খাবারের ডিপো বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছে কেনেডি! প্রায়শই যদি এই সামান্য খাবারের ওপর নির্ভর করে থাকার মত অবস্থায় পড়তে হয় তাহলে সে বেঁচে আছে কিভাবে সেটাই গবেষণার বিষয় হতে পারে!

'অন্ধকারেই যতটা সম্ভব করব আমরা,' বলল লিজ।

স্থিরদৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল কেনেডি। পেটে লিকার পড়েছে, তাছাড়া আহত হাত আর মাথার যত্ন নেয়া হয়েছে, দ্রুত উন্নতি হচ্ছে ওর অবস্থার।

'ঠিকই সামলে নেব আমরা,' বলল ও।

উঠে দাঁড়াল লিজ, ঘোড়াগুলোর কাছে চলে এল, কেনেডির স্যাডলের পেছন থেকে ব্ল্যাংকেট রোল খসাল ও। কেনেডি দ্রুত সেরে উঠছে, এতে যেন একটু খারাপই লাগছে ওর। মানুষটার যত্ন নিতে পারলে, অন্তত কয়েকটা দিনের জন্যে যদি ওর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকত সে, লিজের জন্যে সুখকর হত। কিন্তু কেনেডি সেইসব মানুষের একজন যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তাছাড়া লোকটার মাঝে আদিম এক ধরনের শক্তি রয়েছে যার সুবাদে ওর ওপর তার নির্ভর করে থাকার প্রশ্নই উঠতে পারছে না!

সূর্যাস্তের দিকেই উঠে দাঁড়াতে পারল কেনেডি। পায়চারি করতে লাগল সে। আহত হাতটা সাবধানে নড়াচড়া করছে। মাথার ক্ষতটা যেন কোন মনোযোগই টানতে পারেনি ওর। চেহারায় আবার দৃঢ়তা ফিরে এসেছে, দু'চোখের দৃষ্টি এখন পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ। লিজের সঙ্গে হাঁটতে

হাঁটতে ট্রেইল পর্যন্ত এল ও, ওদের ট্র্যাক মোছার পেছনে লিজের কষ্ট স্বীকারের চিহ্ন লক্ষ করল।

'ভালই কাজ দেখিয়েছ তুমি,' মন্তব্য করল, 'অনেকেই ধোঁকা খাবে।'

একটু যেন আহত হলো লিজ, ওর দিকে তাকাল। 'অনেকেই মানে?'

নড়ে উঠল কেনেডি। 'ট্র্যাকিংয়ে অ্যাপাচিদের জুড়ি নেই—সব কৌশলই তারা জানে—ওদের ফাঁকি দেয়া অসম্ভব।'

অন্ধকার ঘোর হবার পর একটা লম্বা আকৃতির পাথরের আড়ালে গর্তমত জায়গায় আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করল কেনেডি যাতে আভাটা নিচে কেউ যদি থেকেও থাকে তার নজরে না পড়ে—অবশ্য পশ্চিমের মরুভূমি থেকে বয়ে আসা হাওয়া পাহাড়ের দিকে ধেয়ে যেতে শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

নতুন করে কোন গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি ওরা। লিজ বুঝতে পারল ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলেছে কেনেডিকে। কারণ এর মানে লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটেছে এবং অ্যাপাচি অথবা আউট-লরা আবার রওনা হয়ে গেছে ওদের খোঁজে···জিম বেনসনও আছে কাছেপিঠেই···

খাবার তৈরি করল লিজ। জার্কি আর শুকনো রুটি কয়েক মুহূর্ত পানিতে ভিজিয়ে নরম করে ঝলসে নিল আগুনে। কফি তৈরি করল কেনেডি, কড়া তেতো কফি। এক ক্যান পীচ ভাগাভাগি করে খেলো দু'জনে। খাবার শেষ হলে মনে মনে লিজ স্বীকার করতে বাধ্য হলো, মোটামুটি ভালই হয়েছে খাবারটা।

'রাতেই আবার রওনা দিচ্ছি আমরা?' কফি শেষ করার পর জিজ্ঞেস করল লিজ।

'এখানে গাঢাকা দিয়ে পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি,' বলল কেনেডি, 'একেবারে কাক ভোরে রওনা দিলেই চলবে!'

বেসিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোর কথা ভাবল লিজ। 'ওরা বোধ হয়



মারা গেছে—আউট-লদের কথা বলছিলাম।'

'বলা কঠিন। পরিস্থিতি ওদের পক্ষে ছিল।'

'তা কি করে হয়? অ্যাপাচিতে গিজগিজ করছিল চারদিক, কোথাও তিল ধরারও জায়গা হবে না বলে মনে হচ্ছিল! যা শোরগোল তুলেছিল ওরা—কি রঙচঙে চেহারা তাদের—'

'দলটা বড় ছিল, ঠিক,' সায় দিল কেনেডি, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে ভাল রাইফেল ছিল না। তফাৎটা এখানেই। ওদের বেশিরভাগের কাছেই ছিল মান্ধাতা আমলের আর্মি রাইফেল—সিঙ্গলশট—নয়তো বর্শা। আউট-লদের কাছে ছিল রিপিটিং রাইফেল!'

খানিকক্ষণ চুপ থাকল লিজ, তারপর বলল, 'আচ্ছা, জিম ওই লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারে না?'

'মনে হয় না। সে আসার আগেই গোলাগুলি শুরু হয়েছিল—যদি আমাদের অনুসরণ করে থাকে। আমার বিশ্বাস অনুসরণ করেছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয় তার পক্ষে।'

উঠে দাঁড়াল কেনেডি, ফাঁকা মাঠের উল্টোদিকে এসে নিজের ব্ল্যাংকেট নিয়ে লিজের দিকে ছুঁড়ে দিল।

'ঘুমিয়ে পড়ো। ট্রেইলে নজর বুলিয়ে এসে আমিও শোবো।'

উলের কম্বলে কাঁধ পর্যন্ত ঢাকল লিজ, কেনেডিকে ঝোপের ওপাশে হারিয়ে যেতে দেখল—ছিপছিপে একটা ছায়ামূর্তি—কোন শব্দই করছে না চলাফেরা করার সময়···ওয়েস কেনেডির সান্নিধ্য পাবার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, বুঝতে পারছে, তবে অল্প সময়ের জন্যে হলেও তাকে কাছে পাবে ও।

## উনিশ

ভোর হবার দু'ঘন্টা বাকি তখনও, লিজ কনরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাল ওয়েস কেনেডি। ধড়মড় করে উঠে বসল লিজ, চকিত দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল। চারদিক ঠাণ্ডা, আকাশের গায়ে ফ্যাকাসে আভা দেখা দিয়েছে কেবল। পর্বতমালার চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত অবাস্তব ঠেকল ওর।

'যাবার সময় হয়ে গেল?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওকে লিজ।

আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে কেনেডি। 'এখানে আর থাকা যাবে না,' বলল ও।

ভয়ে প্রায় হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লিজ কনর। 'কেন, কেউ আসছে?' জিজ্ঞেস করল আবার। তাড়াতাড়ি ব্ল্যাংকেট ভাঁজ করে রোল করে ফেলল।

'ক্যানিয়নের ওপাশে ঘোড়ার চলাফেরার আওয়াজ পেয়েছি। দু'বার।'

'কে—'

'বলা মুশকিল। হয়তো অ্যাপাচিরা। বেলা ওঠার আগেই এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদের।'

কিছু বলল না লিজ, কেনেডির পেছন পেছন ওদের ঘোড়া পিকেট করার জায়গায় চলে এল। জানোয়ারগুলোর জিনের পেটি আলগা করে আরও তাজা ঘাসে ভরা জায়গায় নিয়ে এসেছিল কেনেডি। ওর ভেজা টুপি দেখে বোঝা গেছে অল্প পরিমাণে পানিও খাইয়েছে সে ওদের।



কেনেডি ঘোড়ার পিঠে শক্ত করে গিয়ার বাঁধার সময় নিজের ব্ল্যাংকেট রোল স্যাডলের সঙ্গে বাঁধল লিজ, তারপর পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। আড়ষ্ট একটা ভাব কেনেডির আহত বাহুতে, বেশ যন্ত্রণা সহ্য করছে বোঝা যায়, কিন্তু নিজের কষ্টের দিকে খুব একটা নজর নেই, নিবিষ্ট মনে কাজ করতে লাগল সে। মাথার ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলেছে, জমাট বাঁধা রক্ত কেবল ক্ষতটার একমাত্র সাক্ষী হিসাবে রয়ে গেছে।

প্রস্তুতি নেয়ার ফাঁকে বার দুই থামল কেনেডি। রুপালি-আভা-লাগা অন্ধকারে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, ক্যানিয়নের দিকে তাকাল। দু'বারই ওর চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে উঠতে দেখল লিজ, প্রায় নিষ্ঠুরতার কাছাকাছি পর্যায়ে পড়ে অভিব্যক্তিটা, যেন বোঝাতে চায় এমনিতে আরও ভায়োলেন্স আশঙ্কা করছে না, ঝামেলায় জড়াতে চায় না, তবে মোকাবিলার তাকৎ থাকলে যে কেউ আসতে পারে, রুখে দাঁড়াতে একটুও ভীত নয় সে!

পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল ওর চেহারা, কঠিন ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেল পুরোপুরি। নিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঢাকা পড়ল দু'বারই। আবার নিজের কাজ শুরু করল আপাত শান্ত মিতভাষী লোকটা।

'ট্রেইল পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঘোড়াগুলোকে,' কালো ঘোড়ার লাগাম লিজের হাতে দিয়ে বলল কেনেডি। 'এখানে কোন শব্দ করা যাবে না।'

জানোয়ারগুলোর নিরাপত্তার কথা পর্যন্ত ভাবছে মানুষটা। পরিষ্কার আলোতেও ঢালের ওই ট্রেইল ধরে এগোনো বিপজ্জনক, আবছায়া অন্ধকারে ঘোড়াগুলো সহজেই হোঁচট খেয়ে পা মচকাবে। তবে পিঠে সওয়ারী না থাকলে সহজে পার হয়ে যেতে পারবে হয়তো।

ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে রইল কেনেডি। লাগামের দৈর্ঘ্য কমিয়ে নিয়ে বাকস্কিনসহ এগোচ্ছে। একবার খাড়া ঝোপের এপাশে ঢালে ওঠার পর থামল কেনেডি, মেয়েটা উঠে আসার

অপেক্ষা করল, তারপর নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

নীরবে এগিয়ে চলল দু'জন। মাঝে মাঝে নাল পরানো খুরের সঙ্গে পাথরের সংঘর্ষের ধাতব শব্দ হচ্ছে কেবল, তবে পর্বতমালার নৈঃশব্দ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে সেটাও। ঢালের পাদদেশে পৌঁছে গেল ওরা। থামল কেনেডি। বাকস্কিনের লাগাম ঝুলিয়ে দিল মাটিতে, তারপর লিজের দিকে তাকাল।

'একটু দাঁড়াও এখানে,' বলল ও।

ট্রেইল বরাবর খানিকটা ওপর দিকে এগিয়ে গেল কেনেডি, থেমে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার প্রয়াস পেল। ওর দু'চোখে বাজপাখির দৃষ্টি ফুটে উঠেছে; ক্যানিয়ন আর পাহাড়ের কিনারাগুলো পরখ করছে; একটু পরেই ফিরে এল ও; নিচের দিকে গিয়ে একইভাবে নজর চালাল।

'ধারেকাছে কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে,' লিজের কাছে ফিরে এসে অবশেষে মত প্রকাশ করল ও। 'তবে এই অনুমানের ওপর নির্ভর করব না আমরা।'

লিজের কনুই ধরে তাকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল কেনেডি, তারপর নিজেও চাপল বাকস্কিনের পিঠে।

'ট্রেইলের ভেতর দিকে থাকার চেষ্টা কোরো,' বলল ও, 'কেউ দেখে ফেলার আশঙ্কা থাকবে না তাহলে।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল লিজ, আগের প্রশ্নটাই করল আবার। 'ওদিকে কারা থাকতে পারে?'

'অ্যাপাচি—আউট-লরা—হয়তো জিম বেনসন; যে কেউ কিংবা সবাই—কে জানে!'

আবার এগোলো ওরা। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল লিজ, কেঁপে উঠল থরথর করে। 'কিছুই তাহলে বদলায়নি, না? হয়তো সবাই আমাদের জন্যে ওত পেতে আছে, অপেক্ষা করছে কোথাও—কে জানে সামনের বাঁকেই—'

'ব্যাপারটা সেরকমই।'



লিজের মুখ দিয়ে হতাশাব্যঞ্জক একটা শব্দ বেরিয়ে এল। 'ওহ! আমি আরও মনে করেছি ঝামেলা মিটে গেছে! এমন কিছু না হলেই ভাল ছিল...এত ছোটাছুটি, গাঢাকা দেয়া...খুন খারাবি...'

'চুকে যাবে...অচিরেই।'

মাথা তুলে তাকাল লিজ। 'লর্ডসবার্গ আর কতদূর?'

'কালই পৌঁছে যেতে পারব আশা করি।'

আরও কিছু বলতে চাইল কেনেডি: ওর হিসাবটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের সহায়তার ওপর নির্ভর করছে; নির্ভর করছে সামনের পথটুকু কিভাবে পাড়ি দিতে পারছে তার ওপর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে বিরত রাখল ও।

'আগামীকাল,' নিচু গলায় পুনরাবৃত্তি করল লিজ, 'অনেক বাকি!'

'ঠিকই পারব, দেখো,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কেনেডি।

আধো অন্ধকারে লিজের কাছে দীর্ঘ চৌকো একটা ছায়ার মত লাগছে কেনেডিকে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে, আহত হাতটা বাঁচানোর চেষ্টা করছে প্রতিক্ষণ।

'ক্ষতটা—তোমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে!'

আবছাভাবে শ্রাগ করল কেনেডি। 'এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। সামলে নিতে পারব আমি।'

দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা, একটা দীর্ঘ ঢাল বরাবর উঠে যাওয়া সংকীর্ণ ট্রেইল অনুসরণ করছে। একটা গভীর সোয়েলে নেমে এল অবশেষে। ট্রেইলের দু'পাশেই ঘন হয়ে ঝোপঝাড় জন্মেছে এখানে। ঘাসে ছাওয়া উঁচু একটা স্যাডল পেরুল ওরা এরপর, একটা চূড়া ছাড়িয়ে আরেকটা সুউচ্চ চূড়ার ওপর দিয়ে মসৃণভাবে এগিয়ে গেছে স্যাডলটা।

ওদের সামনে খানিকক্ষণ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলল একটা কয়োটে, ফোলা লেজটা নোয়ানো, ঝোপের ভেতর খাবার খোঁজার সময় সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে ওটার মাথা। ওদের চলার শব্দে চমকে উঠে মাথার প্রায় কাছ ঘেঁষে উড়ে পালাল একটা প্যাঁচা, ওটার ডানার প্রান্তের ছোঁয়া লেগে যেত লিজের গালে আরেকটু হলে! ভয়ে মৃদু

চিৎকার করে উঠল মেয়েটা, পরক্ষণে উত্তেজনা দূর করতে হেসে ফেলল।

চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। রিজগুলোর পেছনে পুব দিগন্তে ফ্যাকাসে ধূসর আলো দেখা দিয়েছে, আস্তে আস্তে আকাশের মাঝ বরাবর ছড়িয়ে পড়ছে। ঝোপের অন্ধকার পকেটগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ; সবকিছু, অন্ধকারে রহস্যময় ঠেকছিল যেসব জিনিস, নিজস্ব চেহারা ফিরে পাচ্ছে আবার, অচেনা লাগছে না আর।

পেছন ফিরে লিজের দিকে তাকাল কেনেডি। 'সুযোগ পাওয়ামাত্র কফিতে চুমুক দেয়ার জন্যে থামব আমরা। খেয়েও নেয়া যাবে, যদি তোমার খিদে লেগে থাকে।'

হাসল লিজ। 'কোন দরকার নেই।'

'কফি না হলে আমার চলবে না,' জবাব দিল কেনেডি।

একটু পরেই হঠাৎ ঘোড়া থামাল ও, উঁচু হলো স্যাডলে। ওর পাশে এসে থামল লিজ, পলকে উদ্বেগের ছাপ পড়ল ওর চেহারায়।

'কি—'

ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বলল কেনেডি। বেশ খানিকক্ষণ বাতাসের ছোঁয়ায় ঝোপে আলোড়ন ওঠার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না; দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠছে পাখপাখালি। তারপর সতর্ককারী শব্দটা আবার শুনতে পেল কেনেডি, শক্ত মাটিতে ঘোড়ার খুরের স্পষ্ট আওয়াজ।

চট করে আবার স্যাডলে বসে পড়ল কেনেডি, লিজকে ইঙ্গিত দিয়ে ট্রেইল থেকে সরে এল ঘোড়াসহ, বাকস্কিনের পেটে স্পার দাবিয়ে পলকে আণ্ডারগ্রোথের আড়ালে চলে এল ও। দশ-বারো কদম দক্ষিণে সরে গেল কেনেডি, শব্দের উৎসের দিকেই যাচ্ছে, তবে ট্রেইল যেখানে ত্যাগ করেছে তার একটু নিচে একটা জায়গার দিকে এগোচ্ছে। জুনিপার আর অন্যান্য গাছের আড়ালে ঘোড়ার পিঠে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে কেনেডি, অপেক্ষা করছে, আন্দাজ দশ গজ নিচে ট্রেইলের ওপর নজর সেঁটে আছে।



কেটে যাচ্ছে একের পর এক মিনিটগুলো। অস্থিরভাবে নড়ে উঠল লিজের কালো ঘোড়া। হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার কাঁধ স্পর্শ করল কেনেডি, আস্তে আস্তে আদর করে শান্ত করল ওটাকে।

আচমকা ওদের দৃষ্টিপথে, ট্রেইলের আইন সদৃশ দৃশ্যমান অংশে নড়াচড়া দেখা গেল। এক অ্যাপাচি, পনির পিঠের দু'পাশে দুই পা ড্যাংড্যাং দুলছে তার, মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে, খোলা জায়গাটা অতিক্রম করে অদৃশ্য হলো। আরেকজনকে দেখা গেল পরক্ষণেই, তারপর তৃতীয়জন—এবং আরও—মোট সাতজন—গুণল কেনেডি।

ঘাড় ফিরিয়ে লিজের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হাসল ও। 'কাছে,' বিড়বিড় করে বলল, 'বড় বেশি কাছে!'

ইণ্ডিয়ানদের গমনপথের দিকে তাকিয়েছিল লিজ। 'আমাদের ট্র্যাক দেখে ফেলবে না ওরা?' জিজ্ঞেস করল।

'এখনও বেশ অন্ধকার,' জবাব দিল কেনেডি, 'তাছাড়া ট্র্যাকের খোঁজ করছে না ওরা। কপাল ভাল, বাতাসটা আমাদের উল্টোদিকে বইছে। আমাদের চলার শব্দ ওদের কানেই যায়নি।'

'অন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই—ওদের যে কয়জন বেঁচে আছে।'

'হতে পারে। তবে অন্য একটা দল হবার সম্ভাবনাই বেশি। সারা দেশ এখন অ্যাপাচিতে ভরে আছে।' একটু ইতস্তত করল ও, তারপর কি ভেবে আবার যোগ করল: 'ভাগ্যিস গতকালই এসে পড়েনি ব্যাটারা!' ঝোপের ভেতর দিয়ে বাকস্কিন নিয়ে আবার পিছু হটল কেনেডি, কোনাকুনিভাবে ট্রেইলের দিকে এগোল। কয়েক কদম দূরে থাকতে ফের থামল কেনেডি, স্টিরাপে ভর দিয়ে দাঁড়াল আবার, ট্রেইলটা এঁকেবেঁকে যে ঢাল বরাবর নেমে গেছে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ সময়।

'চলে গেছে ওরা,' উত্তেজনায় ঢিল পড়ল কেনেডির, লিজকে বলল সে, তারপর হেসে সামনের দিকে ইশারা করল, 'টিলার ওপাশে গিয়ে

থামব আমরা—কফি তৈরি করব।'

জন ওহারা আর হ্যারি এডসনও দেখেছে সাত অ্যাপাচিকে।

ভোর তিনটার দিকে, সকালের প্রথম আলো ফোটার বেশ বাকি তখনও, ওরা যেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেই পাথরের ঢিবির আড়াল ছেড়ে সরে আসে ওরা, বেরিয়ে পড়ে বেসিন থেকে, তারপর থেকে ট্রেইল ধরে দক্ষিণে লর্ডসবার্গের উদ্দেশে এগোতে শুরু করে ওরা।

'ওদের দু'জনকে এদিকে যেতে দেখেছি না আমরা?' এ নিয়ে প্রশ্ন করায় বলেছে ওহারা, 'চোখ বুজে বলতে পারি উত্তরে যাবে না ওরা, ঠিক কিনা?'

তিন নম্বর লোকটা পরে ওদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কিনা ঠিক করে বলতে পারে না ওরা। তবে সম্ভাবনা প্রবল। ওরা অ্যাপাচিদের সামনে পড়ে যাবার পর এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব যে অন্য লোকটা পুরো লড়াইয়ের সময়টাতে পাশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে থাকলেও বোঝার উপায় ছিল না ওদের।

ওরা যখন তিনজনের সঙ্গে দূরত্ব একেবারে কমিয়ে এনেছে ঠিক তখনই ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়ে যাওয়াকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়? সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার: দু'পক্ষের লড়াইয়ের পরিণতিতে ড্যান ওয়েলডনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

বেশ কয়েকটা অ্যাপাচিও অবশ্য আর কখনও পাহাড় পর্বত ঢুঁড়ে বেড়াতে পারবে না, খুন-খারাবি কিংবা লুটতরাজ চালাতে হবে না আর কোনদিন। এটা ভেবে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে জন ওহারা। কেবল ওদের ব্যবহৃত অস্ত্রের সুবাদেই এযাত্রা রেহাই মিলেছে। অ্যাপাচিরাও আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ পেলে অন্যরকম হত ইতিহাস; কিংবা সে আর হ্যারি যদি স্রেফ সিক্স-গান নিয়ে ধরা খেত তাহলেও উল্টো ফল হত!

সঙ্গে উন্নত মানের অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও শেষের আক্রমণে প্রায় খতম



হতে যাচ্ছিল ওরা। দশ বারোজন ইন্ডিয়ান তিনদিক থেকে চড়াও হয়েছিল ওদের ওপর। তখনই এডসনের পায়ে একটা বর্শা বিঁধে যায়, ওই হামলার স্মৃতি ওহারাকেও বহন করতে হচ্ছে: একটা বুলেট ওর মুখের একেবারে কাছে—পাথর-কুচি ছিটিয়েছিল, ধারাল টুকরোর ঘায়ে মোরব্বা হয়ে গেছে সারা গাল। জবাই করা পশুর মত দশ-বারো জায়গা থেকে ঝর্নার মত রক্ত বেরিয়েছে।

তবে হারামজাদাদের ঠেকাতে পেরেছে ওরা। কমপক্ষে অর্ধেক অ্যাপাচিকে পনির পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে। জানত, তা নাহলে ওদেরই প্রাণ খোয়াতে হবে। তারপর অবশিষ্ট ব্রেভরা স্রেফ যার যার ঘোড়া নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ঝোপের আড়ালে; ওখানেই ঘাপটি মেরে বসে ছিল তারা, আর হামলা চালানোর খায়েশ হয়নি, আবার হার মেনে চলেও যায়নি।

পাথর-ঢিবির আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা ওদের দু'জনকে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে খানিক পর পর রাইফেল তুলে গুলি চালিয়েছে কেউ একজন। তবে ওই সব বিক্ষিপ্ত আক্রমণে কোনই ক্ষতি হয়নি ওদের, যদিও স্নায়ুর ওপর নিদারুণ চাপ পড়েছে।

ওহারা হঠাৎ বুঝে যায় অ্যাপাচিরা হয় দিনের আলো ফোটার অপেক্ষায় গাঢাকা দিয়েছে কিংবা স্বগোত্রীয়দের যোগ দেয়ার আশা করছে; তাই আর ওখানে অপেক্ষা না করে সটকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওয়েলডনকে ওখানেই কবর দিয়েছে ওরা, লম্বা একটা গ্রানিট স্ল্যাবের পাদদেশে গর্ত খুঁড়ে আলগা পাথরে ঢেকে দিয়েছে লাশটা, যাতে বুনো জীবজন্তু নাগাল না পায়।

এর খানিক পরেই সরে পড়ে ওরা। ঝোপের ভেতর দিয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগিয়েছে, সারাক্ষণ চাঁদের আলো থেকে দূরে অন্ধকারে ছিল। কিন্তু অ্যাপাচিরা ওদের অনুসরণ করার কোন চেষ্টা করেনি। ওহারা ধরে নিয়েছে হয় ওদের চলাফেরা তাদের নজর এড়িয়ে গেছে কিংবা ইন্ডিয়ানরা আগেই বিদায় নিয়েছে। তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। ওখান থেকে সরে আসতে পেরে খুশিই হয়েছে ওহারা।

নিরাপদ দূরত্বে এসে স্যাডলে চেপেছে ওরা, কিন্তু তবু যাতে কোনরকম শব্দ না হয় সেদিকে কড়া নজর রেখেছে, অযথা ফাঁকায় আসার ঝুঁকিও নেয়নি। বেসিনের ওপর দিয়ে এগিয়ে ট্রেইলে উঠে এসেছে। আকাশ মুক্তোর রঙ ধরার সময় এখানে পৌঁছেছে ওরা।

দুলকি চালে দক্ষিণে এগোচ্ছিল ওরা। মেয়েটা আর তার সঙ্গী ওদের সামনে আছে, তবে কতটা সামনে একমাত্র খোদাই জানে। জন ওহারার জন্যে এটা অবশ্য কোন ভাবনার বিষয় নয়। শেষ পর্যন্ত ওদের ঠিকই ধরবে সে!

এর খানিক পরেই সাত অ্যাপাচির দেখা পেল ওরা, ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে, আধ মাইলটাক দূরে আছে এখনও, এডসনসহ চট করে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল ওহারা, ইন্ডিয়ানরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওখানেই।

নিরাপদ সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেইলে উঠে এল, নাছোড়বান্দার মত পিছু ধাওয়া শুরু করল আবার। ওহারার সারা মুখে রক্তের দাগ, গ্রানিট-পাথর-কুচি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে; শক্ত হয়ে চেপে বসেছে ওর চোয়াল; চোখজোড়া ফুলে আছে, গম্ভীর। এডসনের পায়ের কাফের মাংসের গভীরে গেঁথেছে একটা বর্শার ফলা, তীব্র যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে সে।

একবার থামার কথা বলেছিল এডসন, ছুরির ডগা গরম করে হতচ্ছাড়া ফলাটা বের করার জন্যে, কিন্তু মাথা নেড়ে ওর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে ওহারা।

'নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের,' বলেছে সে।



## বিশ

আরও কয়েক মাইল দক্ষিণে একটা স্যাণ্ডস্টোন ট্যালাসের পাদদেশে উপুড় হয়ে শুয়ে জিম বেনসনও সাত অ্যাপাচিকে দল বেঁধে এগিয়ে যেতে দেখল।

পাথুরে দুর্গের আশ্রয়ে ঘাপটি মেরে জুৎসই কোন বোল্ডারের মাথায় কেনেডির রাইফেল বসিয়ে হারামজাদাগুলোর দিকে নিশানা করে সহজেই পটাপট সবগুলো অ্যাপাচিকে শুয়ে দিতে পারত, কতল করা যেত সব ক'টাকে, এটা কোন ব্যাপারই নয়, কোত্থেকে গুলি আসছে টের পাবার আগেই টপা-টপ পটল তুলত ব্যাটারা।

কিন্তু অ্যাপাচি নিধনে আগ্রহ নেই বেনসনের। তা করতে গেলে তার হাইডআউট ফাঁস হয়ে যাবে। লিজ কনর আর ওয়েস কেনেডির জন্যে এখানে অপেক্ষা করছে সে। শিগগিরই এসে পড়বে ওরা। ওদের মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি থাকতে চায় বেনসন।

জন ওহারাদের ওপর অ্যাপাচিদের দলটা যখন চড়াও হয় তখনই লিজদের পিছু নেয়ার সুযোগ পেয়ে যায় বেনসন। কপালজোরে মওকাটা পেয়েছিল সে। দু'পক্ষের নজর এড়িয়ে পিছলে বেসিন থেকে সটকে পড়েছে বেনসন, ফলে কেনেডি আর লিজের ট্রেইল ধরতে পেরেছিল সহজেই। ওরাও তখন খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। গোলাগুলি আর হৈচৈয়ের সুযোগে সরে পড়েছে বেসিন থেকে।

কিন্তু যেভাবেই হোক ট্রেইলেই কোথাও ওদের পেছনে ফেলে এসেছে বেনসন। পরিষ্কার বোঝা যায় ট্রেইল ছেড়ে সরে গেছে

কেনেডিরা, রাতের মত বিশ্রাম নিতে গাঢাকা দিয়েছে কোথাও। একটু অদ্ভুতই বলতে হবে ব্যাপারটাকে। বেনসনের ধারণা ছিল অ্যাপাচিদের কবল থেকে একবার রেহাই পেলে সোজা লর্ডসবার্গের পথ ধরবে ওরা, ট্র্যাকিংয়ে খুব একটা দক্ষতা না থাকলেও দুটো ঘোড়া ঠিক কোথায় ট্রেইলে উঠে দক্ষিণে এগিয়েছে ঠিকই ধরতে পেরেছিল সে।

তারপরই ট্র্যাক হারিয়ে ফেলে বেনসন। যে কোন কারণেই হোক যাত্রা বিরতি করেছে কেনেডি…হয়তো অ্যাপাচিদের বুলেট লেগেছে কোন একজনের গায়ে, থামতে বাধ্য হয়েছে…তাতে কিছু যায় আসে না। যখনই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে যে লর্ডসবার্গ আর কেনেডিদের মাঝখানে রয়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে নজর বুলিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়েছে যেখান থেকে পেছনের পুরো এলাকার ওপর নজর রাখতে পারে, তারপর এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আপাতত ওরা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

দাঁত কেলিয়ে হাসল বেনসন, কেনেডি আর লিজ কি চিপিতে পড়তে যাচ্ছে সেকথা ভেবে। শালার ব্যাটা কেনেডি, নিজেকে খুব চালাক ভেবেছে! শালা জানে না জায়গামত ধরা খেয়ে গেছে! অ্যাপাচি কিংবা জন ওহারা কিংবা দুটো দলই হয়তো ওদের পিছু ধাওয়া করছে আর সামনে অপেক্ষা করছে পুরানো দোস্ত জিম বেনসন…একটা জিনিস পরিষ্কার: মিস্টার ওয়েস কেনেডি আর কোনদিনই লর্ডসবার্গের চেহারা দেখবে না। কথাটা তার জানা নেই, এই যা!

অ্যাপাচিরা চলে যাবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই কেনেডিদের দেখতে পেল বেনসন, দুটো ফোঁটার মত লাগছে ওদের, ফ্যাকাসে আলোয় প্রায় অদৃশ্য। তবু ওদের পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না বেনসনের মনে। এক মাইল দূর থেকেও লিজ কনরকে চিনতে পারবে সে—আরে, মেয়েটার ওপর ওর নজর আজকের নাকি? তেলতেলে ফর্সা চেহারায় আস্তে আস্তে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল বেনসনের।

নিজের বাকস্কিনই হাঁকাচ্ছে কেনেডি, সামনে রয়েছে সে। ঠিক পেছনেই মেয়েটা। সতর্ক সাবধানী মানুষ কেনেডি, সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর



বোলাচ্ছে সে চারপাশে। আরও অ্যাপাচি আসার আশঙ্কা করছে বোধ হয়…লর্ডসবার্গে পৌছুতে চায় বলে ওকে দোষ দেয়া যায় না। একসঙ্গে বিশ হাজার ডলার আর লিজ কনরের মত একটা মাল ঝপ করে যদি তোমার কোলে এসে পড়ে, তাকে সোনায় সোহাগা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়! এ তো কোন ব্যাংকের মালিক তার সেফের তালা খুলে যেন দাওয়াত দিচ্ছে যত খুশি টাকা নেয়ার—এমন একটা ব্যাপার!

ওদের সামনে আসতে পেরে, কেনেডিকে বোকা বানানো যাবে ভেবে সন্তুষ্ট বোধ করছে বেনসন। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে ওদিকে বেসিনে এখন ওর লাশ পড়ে আছে; কিংবা ভেবেছে লিজ আর টাকা হাতছাড়া হয়েছে বুঝতে পেরে ঘোড়ায় চেপে নিজের রাস্তা ধরেছে সে। কিন্তু নতুন খবর অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। জিম বেনসন কি চিজ টের পায়নি এখনও। দুনিয়ার কিছুই ওই টাকার কাছ থেকে সরাতে পারবে না ওকে—যেখানে টাকার সঙ্গে আবার লিজ কনরের মত একটা বোনাস আছে! ওই টাকা আর মেয়েটার মালিক সে, যেভাবেই হোক উদ্ধার করবেই…এখন তারই একটা চমৎকার সুযোগ পেতে যাচ্ছে, সবুরের মেওয়া ফলতে যাচ্ছে এবার!

কেনেডির রাইফেলটা এখন তার দখলে, নিরস্ত্র লোকটা ভেড়ার মতই অসহায়। রাইফেল কেড়ে নেয়া আর কেনেডির কব্জি আলগা করে ফেলা সমান কথা…একেবারে পানির মত সহজ হয়ে যাবে কাজটা।

কেনেডি আর লিজকে একটা গভীর অ্যারোয়োয় অদৃশ্য হতে দেখল বেনসন। দৃষ্টিসীমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঢিবি, ওটার জন্যেই দেখা যাচ্ছে না। চট করে উঠে দাঁড়াল বেনসন, স্যাডলে উঠে বসল সে, ট্রেইলের ধারে ঘন হয়ে ঝোপ জন্মেছে এক জায়গায়, সেখানে এসে নামল আবার।

কারও নজরে পড়বে না এমন একটা নিরাপদ জায়গায় ঘোড়া লুকিয়ে রেখে রাইফেল হাতে আগেই বেছে রাখা সেই পাথরঢিবির দিকে এগিয়ে গেল বেনসন। কেনেডির দেখা পাওয়ামাত্র এখানে এসে অপেক্ষা করার কথা আগেই ভেবে রেখেছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল

বেনসন, সে যখন শান্ত চেহারায় গ্রানিট-শোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসবে তখন তাদের চেহারা বিস্ময়ে কেমন হতে পারে ভেবে পুলক বোধ করল। ওদের অভিব্যক্তি অনেক দিন মনে থাকবে, বারবার উপভোগ করবে।

আনন্দময় সেই মুহূর্তের প্রত্যাশায় রাইফেলের লিভার টানল বেনসন, চেম্বারে কার্ট্রিজ আছে নিশ্চিত হলো, তারপর হেলান দিল সহজ ভঙ্গিতে। সকাল হয়েছে, নানা রঙের খেলা চলছে আকাশে। উত্তপ্ত দিনের আলামত মিলছে। মরুভূমির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। লর্ডসবার্গে পৌঁছে একটা স্যালুনে ঢুকে আগে কয়েক গ্লাস বিয়ার দিয়ে গলা ভেজানো গেলে মন্দ হবে না।

দেখার আগেই কেনেডিদের আগমনের আওয়াজ পেল বেনসন—অস্পষ্ট কিন্তু নিয়মিত ব্যবধানে খুরের শব্দ—খানিক পর স্যাডলের চামড়ার খস্‌খস্ শব্দও পাওয়া গেল। উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেল বেনসন। বোল্ডারের স্তূপ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিল ওদের। তাড়াহুড়ো করে কিছু করবে না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এইবার রাইফেল কক্ করল বেনসন, বেরিয়ে এল ট্রেইলে।

'এবার থামতে পারো, কেনেডি!'

লিজ কনরের মুখ দিয়ে বিস্ময় আর আতঙ্কের একটা মিলিত আওয়াজ বেরিয়ে এল। ওয়েস কেনেডি ঘোড়া থামাল, যেন বরফ হয়ে গেছে!

'জিম!' পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল লিজ।

'*ইয়েস, ম্যাম—আমি জিম!*' অদ্ভুত কায়দায় ওকে ভেঙচাল বেনসন। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে সে। 'আমাকে বোধ হয় আশা করোনি তোমরা! মনে করেছ ফাঁকি দেয়া গেছে—পুরো টাকাই হাত করে ফেলেছ! বাজি ধরে বলতে পারি তোমরা ধরে নিয়েছিলে অন্যদের সঙ্গে আমিও পটল তুলেছি ওদিকে!'

হাসল বেনসন, কেনেডির প্রশস্ত পিঠের দিকে তাকাল। 'তুমি কিছু বলছ না যে, মিস্টার? একটুও অবাক হওনি?'



'অবাক হতে অনেক বছর আগেই ভুলে গেছি,' জবাব দিল কেনেডি।

গম্ভীর হয়ে গেল বেনসনের চেহারা, জ্বলে উঠল চোখজোড়া। 'এখনও কঠিন কাউবয়ের চাল!' ধমক দিল সে, আচরণ বদলে যাচ্ছে তার। 'আজ নতুন একটা জিনিস শিখতে যাচ্ছ তুমি, ফ্রেণ্ড...এমন শিক্ষা দেব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে থাকবে। স্যাডল থেকে নামো!'

একটু সামনে ঝুঁকল কেনেডি, ব্রুশ জ্যাকেটের সামনের দিকটা ঠিক করল, তারপর আস্তে করে নামল স্যাডল থেকে। চট করে ঘুরে বেনসনের মুখোমুখি হলো।

মাথা দোলাল বেনসন, বলল: 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো...আর তুমি,' লিজের দিকে তাকিয়ে আবার যোগ করল: 'যেমন আছ তেমনি থাকো। শিগগিরই আবার রওনা হব আমরা—হাতের ছোট কাজটা শেষ হলেই!'

আতঙ্ক ভরা লিজের দৃষ্টি, কেনেডির দিকে তাকাল ও। স্থির দৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়ে বেনসনকে জরিপ করছে কেনেডি, হাত দুটো বুকের কাছে আড়াআড়ি বেঁধে রেখেছে।

'রাইফেলের ট্রিগার টানার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'গুলি করামাত্র শ্রবণসীমায় যত অ্যাপাচি আছে একসঙ্গে হাজির হবে সবাই, এখান থেকে এক মাইল দূরে যাবার আগেই ধরা পড়ে যাবে।'

সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল বেনসন। 'এদিক দিয়ে গেছে যারা তাদের কথা বলছ তো? দেখেছি আমি ওদের। ওরা কোন ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। ব্যাটারা এতক্ষণে বহু দূরে চলে গেছে!'

'যতটা ভেবেছ ততটা নয়...ওরা ছাড়াও অ্যাপাচি আছে! লিজের কথা ভাব...মেয়েটা ওদের খপ্পরে পড়ুক তাই চাও?'

'পড়বে না। আমি দেখব সেটা।'

'জিম,' হঠাৎ কথা বলে উঠল মেয়েটা, সামনে এগোল, স্যাডলে ঝোলানো স্যাডলব্যাগের ওপর হাত রাখল, 'সব টাকাই আছে এখানে,

এগুলো তোমার—সব! নিয়ে চলে যেতে দাও আমাদের!'

বেনসনের ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল। 'তোমার এই গান আগেও শুনেছি—জবাবটা, এখনও, না! এত ভয় পাচ্ছ কেন, অ্যাঁ? তোমার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না! আমি তেমন কিছু চিন্তাও করিনি। হ্যাঁ, তোমার প্রতি একটু রাগ আমার আছে, ওভাবে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ায়—'

'প্লীজ, জিম—'

বেনসনের চওড়া ভুরু কুঁচকে গেল। 'ওর জন্যেই তো এমন করছ, তাই না? ওর মাথায় একটা বুলেট সেঁধিয়ে আমাদের ব্যাপারে নোংরা নাক গলানোর শাস্তি দিই চাও না—এই তো?'

কোনমতে মাথা দোলাল লিজ। 'এমন কিছু প্রাপ্য নয় ওর···কেবল আমাকে সাহায্য করছিল ও···সত্যি বলতে গেলে তোমাকেও। তুমি জানো!'

'টাকার কথা শোনার আগ পর্যন্ত সাহায্য করার নিয়তই ছিল, কিন্তু পরে টাকা আর তোমার ওপর বদ নজর পড়ে তার, সেই থেকে কেবল নিজের আখের গোছানোর তালেই আছে ব্যাটা!'

'কথাটা ঠিক নয়। এর মধ্যে জড়ানোর কোন ইচ্ছাই ছিল না ওর—আমরা—আমি ওকে বাধ্য করেছিলাম—আমাদের সঙ্গে থাকতে··· ম্যাট মারা যাবার পরই নিজের পথ ধরতে পারত ও···কিছুতেই তুমি—'

'আমার মন যা চায় তাই করব আমি,' বাধা দিয়ে বলল বেনসন, 'ওর সঙ্গে হিসাব চুকিয়ে ফেলার একটা ইচ্ছা আছে আমার। কেউ আমাকে গুঁতোবে আর আমি মুখ বুজে মেনে নেব, তা তো হয় না! তাছাড়া ওকে আমার পছন্দও নয়!'

'বাদ দাও তো,' সহজ কণ্ঠে বলল কেনেডি, 'এখন অন্য ঝামেলা সামাল দিতে হবে তোমাকে!'

শব্দ করে হাসল বেনসন। 'রদ্দি চাল খাটানোর চেষ্টা করছ—পেছনে কেউ আসছে ধরে নিই আমি, তাই চাইছ? কে, অ্যাপাচি



নাকি?'

কিছু বলল না কেনেডি, বেনসনের পেছনে ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পরক্ষণেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল লিজ কনর।

'আউট-ল—ওরা এসে পড়েছে!'

অবিশ্বাসের সঙ্গে ওর দিকে তাকাল বেনসন, ভেবেছে মেয়েটাও বুঝি ওকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টায় ওয়েস কেনেডিকে সাহায্য করছে। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য হলো সে। দু'জন লোককে এগিয়ে আসতে দেখল, পায়ে হেঁটে ঝোপের আড়ালে আড়ালে সামনে বাড়ছে!

'*ওহারা!*' চিৎকার করে উঠল বেনসন।

দ্রুত নড়ে উঠল কেনেডি, চরকির মত ঘুরে নিজের ঘোড়ার পেছনে সজোরে একটা চাপড় মারল, পলকে উল্টো ঘুরে ট্রেইল ধরে ঝড়ের বেগে ছুটে পালাল ওটা আরোহীসহ।

'না! নিকুচি করি তোমার!' চেঁচিয়ে উঠল বেনসন, আবার ঘাড় ফিরিয়েছে। 'এভাবে পার পাবে না—'

আবার ঘুরল কেনেডি, চোখের পলকে একহাত দিয়ে জ্যাকেটের খোলা প্রান্ত একপাশে ঠেলে দিল, অপর হাতে উঠে এল ওয়েইস্ট-ব্যাণ্ডে গোঁজা রিভলভারটা। বেনসনের বুক বরাবর পর পর দু'বার গুলি চালাল ও। রাইফেলের ট্রিগার টানার ফুরসতই পেল না বেনসন। লাফ দিয়ে একপাশে সরে এল কেনেডি, ঝট করে আবার বাকস্কিনের পিঠে উঠে বসল ও।

ওহারা আর তার সঙ্গী এবার গুলি চালাতে শুরু করল, কিন্তু আগেই পাথুরে বাঁধের পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়েছে কেনেডি। ঢালের বেশ নিচে চলে গেছে লিজ ইতিমধ্যে, দ্রুত মেয়েটার দিকে এগিয়ে চলল ও।

## একুশ

দ্রুত ছুটছে ওর বাকস্কিন, খুরের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে পেছনের রাইফেলের গুলির আওয়াজ, কিন্তু সেদিকে কেনেডির ভ্রূক্ষেপ নেই। অযথা সীসার অপচয় করছে আউট-লরা। জিম বেনসনের আত্মগোপনের স্থান সেই পাথরটাই এখন ওদের রক্ষাব্যূহের কাজ করছে, লাইন-অভ-ফায়ার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ওদের দু'জনকে। পেছনের লোকগুলো সরাসরি গুলি চালাতে পারছে না।

ছুটন্ত বাকস্কিনের মাথার ওপর দিয়ে সামনে তাকাল কেনেডি। ছোটার গতি কমছে লিজের, ওর নাগাল পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে মেয়েটা। খানিক বাদেই লিজের কাছে চলে এল কেনেডি, তারপর একসঙ্গে দীর্ঘ ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলল। আঁকাবাঁকা ট্রেইল বরাবর অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর ফের বাঁক নিয়ে করাতের দাঁতের মত দাঁড়ানো পর্বতমালার দিকে এগোল।

অনেকক্ষণ উর্ধ্বশ্বাসে ছোটায় দুটো ঘোড়াই এখন বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে। গতি কমিয়ে আনল কেনেডি। লিজকেও ইশারায় গতি কমাতে বলল। তাই করল মেয়েটা, কিন্তু ওর চেহারা উদ্বেগে কুঁচকে রয়েছে।

'আউট-লরা—'

'ঘোড়া জোগাড় করতে ফিরে যেতে হবে ওদের,' বলল কেনেডি, 'এই ফাঁকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব আমরা।'

আউট-লরা কোথায় ঘোড়া রেখে এসেছিল লক্ষ করেনি কেনেডি,



তবে ট্রেইল থেকে বেশ দূরেই হবে...এখন মাত্র দু'জন রয়েছে দলে...পাঁচজন ছিল শুরুতে...বোঝাই যাচ্ছে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি ব্যাটারা। লিজ কনর ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার দিকে।

'জিম—সে কি—'

মাথা দোলাল কেনেডি। 'নাচার ছিলাম আমি,' বলল।

শিউরে উঠল লিজ কনর, মলিন হাসল তারপর। 'জানি,' বলল, 'তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। এই টাকার কারণে আরও একজনকে প্রাণ দিতে হলো, সেটাই ভাবছি!'

'আউট-ল দলেও আর মাত্র দু'জন বেঁচে আছে বলে মনে হলো।'

'জঘন্য ব্যাপার—টাকা জিনিসটা সোনার মতই—অভিশপ্ত...আমি এখন ভাবছি শেষ পর্যন্ত আদৌ নর্ডসবার্গ পর্যন্ত যেতে পারব কিনা!'

কিছু বলল না কেনেডি। সেটলমেন্টটা এখনও বেশ দূরের পথ, সামনের ওই পর্বতমালা পেরুতে হবে আগে, তারপর হোয়াইট রক ক্যানিয়ন অতিক্রম করে সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে আরও বেশ অনেকটা পথ চলতে হবে। আজ গোটা দিন এবং আগামী কালেরও সিংহভাগ লেগে যাবে—যদি তকদীর ভাল থাকে!

'ক্যানিয়নটা—যেটার কথা বলেছিলে তুমি,' হঠাৎ বলল লিজ, 'পার হলেই বিপদ কেটে যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেনেডি। 'এমুহূর্তে জোর দিয়ে সেটা বলার উপায় নেই আমার, তবে আশা করা যায়, রেহাই পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।'

হোয়াইট রক ক্যানিয়নের ও-মাথায় যেতে পারলে অ্যাপাচিদের মুখোমুখি না হবার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল, সমতল থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে তারা, কিন্তু ওর চিন্তা হচ্ছে আউট-লদের নিয়ে। ওরা কিছুতেই ক্ষান্ত দেবে না—এতদূর পথ ধাওয়া করে আসার পর আর পিছু হটার কথাও নয়।

পেছনে তাকাল কেনেডি। দু'জন রাইডার, এত দূরে যে বলতে

গেলে বোঝাই যায় না, গোঁয়ারের মত তেড়ে আসছে ট্রেইল বরাবর, বিরামহীন। লিজও দেখতে পেল ওদের। মেয়েটার ঠোঁটজোড়া চেপে বসতে দেখল কেনেডি।

'এরচেয়ে আর কাছে আসতে পারবে না ওরা,' লিজকে শঙ্কামুক্ত করার জন্যে বলল কেনেডি।

সামনে খুদে একটা মাঠের কিনারা দেখতে পেল ওরা। অচিরেই চকচকে গ্রানিটের ছুঁচাল মাথা ভরা এবড়োখেবড়ো প্রায় গোলক ধাঁধার মত পর্বতমালার ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠতে দেখা গেল ওদের। 'ক্যাসলরক'—জায়গাটার এই নাম কে রেখেছিল মনে করতে পারল না কেনেডি, তবে তার ভুল হয়নি, কড়া রোদে এখানে আটকা পড়লে কি নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় জানা আছে ওর।

পাথুরে দেয়ালগুলোর ওপর এসে পড়ে কড়া রোদ, তারপর ট্রেইলটা এঁকেবেঁকে যেদিক দিয়ে গেছে সেই প্যাসেজওয়েতে জ্বলন্ত উনুনের তাপ বিলোতে থাকে। ওদের কপাল ভাল, জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে পার হতে পারছে।

ঘোড়াগুলোর কষ্ট হচ্ছে। ওরা যখন চূড়ায় পৌছুল ততক্ষণে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে পশুগুলো। বিশ্রাম না দিলে আর বেশি দূর যেতে পারবে না, আউট-লরা পিছু ধাওয়া করুক বা না করুক। সামনে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে গ্রেড, ওটার পাদদেশের ধূসর-সবুজ একটা ঢিবির দিকে ইশারা করল কেনেডি।

'ওখানে গিয়ে থামব আমরা,' বলল।

মুহূর্তে উদ্বেগের ছাপ পড়ল লিজের চেহারায়। 'কিন্তু পেছনের ওরা—'

'ওদের ঘোড়ার অবস্থা আমাদেরগুলোর মতই,' বলল কেনেডি, 'ওদেরও বিশ্রাম দিতে হবে। ওদের পাহাড়-চূড়ায় উঠে আসতে দেখলেই আবার চলতে শুরু করব আমরা।'

এতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত বিশ্রামের সুযোগ পেল ওরা। কফি তৈরি করল লিজ, সামান্য জার্কি আর কেনেডির স্যাডলব্যাগ থেকে



পীচের অবশিষ্ট ক্যানটা বের করে নিল; প্রায় শেষ হয়ে আসা পানির খানিকটা দিয়ে একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে জানোয়ারগুলোর নাক মুছে দিল কেনেডি, খাওয়াল ফোঁটা ফোঁটা।

সংক্ষিপ্ত হলেও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হলো বিশ্রামটুকু। দুই আউট-ল আবার যখন দৃষ্টিসীমায় হাজির হলো তখন স্যাডলে চেপে ট্রেইল বরাবর ছুটছে ওরা। এখন নব উদ্যমে দৌড়ুচ্ছে ঘোড়াগুলো।

অচিরেই আরেকটা রিজের চূড়ায় উঠে এল ওরা। পেছনে তাকিয়ে কেনেডি দেখল মাত্র ওদের বিশ্রাম নেয়ার জায়গায় পৌছেছে আউট-লরা। ক্লান্ত ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে ওরাও থামবে কিনা কে জানে! কিন্তু সেই আশায় সময় নষ্ট করতে চাইল না কেনেডি।

উত্তপ্ত মাঝ বিকেলের দিকে হোয়াইট রক ক্যানিয়নের প্রবেশ মুখের কাছে পৌছুল ওরা। বাদামী মাটির গায়ে প্রায় এক মাইলের মত দীর্ঘ একটা খাঁজ, ওটার পুব ধার দিয়ে চোখের ভুরুর মত বাঁকা সঙ্কীর্ণ একটা ট্রেইল চলে গেছে কোনমতে।

সারাদিনের রোদে পুড়ে এখন তন্দুরের মত তেতে আছে পাথর ভর্তি সঙ্কীর্ণ ফোকরটা। একটু ভেতরে ঢোকার পর থামল ওরা। এবং জীবনে প্রথমবারের মত ক্যানিয়নের সীমাহীন গভীরতা দেখল লিজ, ট্রেইলটাও লক্ষ করল। একটা ঘোড়া চলতে পারবে, এতই সরু। ওর মনের কথা ধরে ফেলল কেনেডি।

'কোন ভয় নেই,' লিজকে আশ্বস্ত করে বলল, 'কমপক্ষে দশ বার এই ট্রেইল দিয়ে গেছি আমি। অনেকেই এটা ব্যবহার করে।'

লিজের সন্দিহান মন কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেল। হোয়াইট-রক ক্যানিয়নেও বৃষ্টি হয়েছে, বেশ ভাল পরিমাণেই; আরও গভীর হয়েছে এখন ওঅশগুলো, আগেই খেয়াল করেছে কেনেডি; এতদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক গাছ উপড়ে গেছে, নিচে ক্যানিয়নের খাড়া ঢালে উল্টে পড়ে আছে, অধিকাংশ গাছের পাতা এখনও তাদের সবুজ আভা হারায়নি; অতি সাম্প্রতিক কালের কোন ঝড়ের আলামত এসব, বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

আর ট্রেইলটাও···অনেক জায়গায় মাটি ধসে গিয়ে প্রান্তগুলো গোল হয়ে চেপে বসেছে ভেতর দিকে; এখানে ওখানে গভীর খাদ দেখে বোঝা যায় ওপর থেকে পানির স্রোত তুমুল বেগে নেমে এসব জায়গা দিয়ে আরও নিচে গড়িয়ে পড়েছে, বিধ্বংসী শক্তিতে সৃষ্টি হয়েছে নালাগুলোর।

কিন্তু এখন ওটার বিকল্প কোন পথ নেই। পেছনে যাবার সুযোগ নেই, কারণ তাহলে আউট-লদের বিরুদ্ধে শোডাউনের ঝুঁকি নিতে হবে, সেটা চাইছে না কেনেডি, কারণ দু-দুটো শক্তিশালী রাইফেলের বিরুদ্ধে মাত্র একটা রিভলভার দিয়ে লড়তে হবে; তাছাড়া সঙ্গে লিজ রয়েছে। হেসে মেয়েটার দিকে তাকাল ও, নিজের উদ্বেগ গোপন করল।

'যত জলদি ও মাথায় যেতে পারছি লর্ডসবার্গে পৌঁছানো তত সহজ হবে আমাদের জন্যে।'

'তুমি বললেই আমি এগোব,' জবাব দিল লিজ।

সঙ্গে সঙ্গে সামনে বাড়ল কেনেডি। ওর বাকস্কিনটা ক্লিফের পাথুরে প্রাচীরের একদম গা ঘেঁষে এগোচ্ছে, ওর পেছনে রইল লিজ, সাবধানে গেল্ডিংয়ের ট্র্যাক অনুসরণ করছে।

প্রথম শ'খানেক গজ অতি সাবধানে এগোল কেনেডি, মাটির দিকে তাকিয়ে আছে ও। কোথাও মাটি কিংবা পাথর গড়িয়ে পড়ছে কিনা তার শব্দ শোনার জন্যে কানখাড়া, আগেই যাতে বিপদের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু পায়ের নিচের মাটি শক্ত বলেই মনে হলো ওর। খানিক পর উদ্বেগ কেটে যাচ্ছে, বুঝতে পারল কেনেডি। কপালের ঘাম মুছে লিজের দিকে তাকাল এক পলক। মেয়েটাও বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে এখন, আতঙ্কময় প্রাথমিক মুহূর্তগুলো পেছনে ফেলে আসতে পেরেছে!

'ঘোড়াটাকে নিজের ইচ্ছায় এগোতে দাও,' বলল কেনেডি, 'কি করতে হবে ওটা জানে।'

হাসল মেয়েটা। আবার সামনে এগিয়ে চলল ওরা, যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। চেপে এল ট্রেইলটা, আবার চওড়া হলো, সরু হয়ে গেল



আবার। একটা বিশাল মাটি-ধস নিচে ক্যানিয়নের তলদেশে গিয়ে পড়েছে, এখানে এসে আবার গম্ভীর হয়ে গেল কেনেডির চেহারা, তবে মেয়েটাকে তা টের পেতে দিল না।

অনেক উঁচুতে অনায়াস ভঙ্গিতে উড়ছে একটা ঈগল, ডানা মেলে দিয়েছে দু'পাশে, অনবরত চক্কর খাচ্ছে। গভীর ক্যানিয়নের দম আটকানো উত্তপ্ত অভ্যন্তরে প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই। এক পরিত্যক্ত জগতে এসে পড়েছে যেন ওরা।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে···

ওভারহ্যাংগিং একটা সিডার ক্লিফের দেয়াল থেকে বেরিয়ে মধ্যবর্তী জায়গাটার নিশানার কাজ করছিল এতদিন, এখন গোড়া আলগা হয়ে ট্রেইলের ওপর পড়ে আছে ওটা, খাড়া পাথুরে প্রাচীরের তলায়। খুব সতর্কতার সঙ্গে ওটাকে পাশ কাটাল ওদের ঘোড়া, বাধ্য হলো ডালপালা মাড়িয়ে আগে বাড়তে। চিন্তিত চেহারায় সামনে তাকাল কেনেডি। ট্রেইলটা আবার সরু হয়ে যাচ্ছে মনে হলো। ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে ক্যানিয়ন। প্রবল আঘাত হেনেছে এখানে ঝড়টা।

হাত বাড়িয়ে বাকস্কিনের ঘাড়ে মৃদু চাপড় দিল কেনেডি। এখন থেকে বিপদ টের পাওয়ার ব্যাপারে ঘোড়ার দক্ষতার ওপরই প্রায় সব কিছু নির্ভর করবে। প্রকৃতিদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে ঘোড়াটা যদি আগাম বিপদ টের পায় তাহলে ওটা থেমে যাবে, আর কিছুতেই এগোতে চাইবে না। পায়ের তলার মাটি এখনও নিরাপদ বলেই মনে হচ্ছে ওর।

দুই তৃতীয়াংশ পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। লিজকে খবরটা জানিয়ে তাকে আবার আশ্বস্ত করার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে যাচ্ছিল কেনেডি। আচমকা ক্যানিয়নের ভেতর রাইফেলের গুলির প্রতিধ্বনি শোনা গেল, মুখের কাছে এসে কথা আটকে গেল ওর।

বিস্মিত হতচকিত কেনেডি স্টির‍্যাপে স্রেফ দাঁড়িয়ে পড়ল, নজর ফেরাল পেছনে। দুই আউট-ল ক্যানিয়নের প্রবেশ পথে পৌঁছে গেছে, ভেতরে ঢুকছে এখন। ঘোড়াকে বিশ্রাম দিতে থামেনি ওরা, যেমন আশা করেছিল ও, বরং ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করেছে;

শেষ চেষ্টার অংশ হিসাবে নির্দয়ভাবে শাস্তি দিচ্ছে জানোয়ারগুলোকে, মরিয়া হয়ে উঠেছে ওদের ধরার জন্যে।

আবার গমগম করে উঠল ক্যানিয়ন। বেশ দূরে রয়েছে আউট-লরা, এই দূরত্বে ওদের পক্ষে নিখুঁত নিশানা করা অসম্ভব! পেছনে মাথার বেশ ওপরে কোথাও বিঁধছে বুলেটগুলো, সরসর করে পাথর আর মাটির চাঙর নেমে আসছে ট্রেইলের ওপর।

টানটান হয়ে গেল ওয়েস কেনেডির স্নায়ু। খাড়া ঢাল তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে আছে, বুলেটের আঘাত আর প্রতিধ্বনিতে পাহাড় ধস শুরু হতে পারে! চোখ ছোট করে সামনে তাকাল ও। পথের শেষ প্রান্ত দেখা যায়। একটা সমতল প্রান্তরে শেষ হয়েছে ক্যানিয়ন, লম্বা লম্বা নিবিড় পাইন গাছের সারি দেখা যাচ্ছে ওখানে।

মাঝখানের দূরত্বটুকু আঁচ করার প্রয়াস পেল কেনেডি। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে পায়ের নিচের মাটি সহ্য করতে পারবে কিনা বুঝতে চাইল। নাকি আস্তে, নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর এগোবে? ধস নামলে তখন ছুটবে দ্রুত?

কিন্তু পর মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো কেনেডি। ওদের থামানোর জন্যে, পাথুরে প্রাচীরের অভ্যন্তরেই ওদের আটক করতে, একসঙ্গে গুলি চালাতে শুরু করল আউট-লরা। কেনেডি আর লিজের মাথার ওপর সর্বত্র ক্লিফের দেয়ালে বিঁধতে লাগল একের পর এক বুলেট। বিপজ্জনকরকম কাছে চলে এল কয়েকটা।

পাথর আর মাটির স্রোত ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল। প্রথমে অল্প, বাড়তে লাগল ক্রমশ। মৃদু গুম্-গুম্ শব্দে ভারি হয়ে উঠল বাতাস, নিমেষে জোরাল হয়ে উঠল শব্দটা এবং অচিরেই গুলির প্রচণ্ড শব্দ ছাপিয়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। চট করে চূড়ার দিকে একবার তাকাল ওয়েস কেনেডি, লিজের দিকে ফিরল তারপর।

'ছোটো!' চিৎকার করে বলল ও, চোখের দেখাতেই অ্যাকশনে নেমে পড়েছে নিমেষে।

সন্ত্রস্ত বাকস্কিনের পেটে স্পার দাবাল ও, ঝুঁকে পড়ল সামনে,



ক্যানিয়নের শেষ প্রান্তের উদ্দেশে ছুটল ঝড়ের বেগে। পেছনেই লিজের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাচ্ছে। আবছাভাবে আরেকবার গুলির শব্দ শুনল—এবং পরক্ষণে সবকিছু যেন গ্রাস করে নিল বজ্রপাতের মত ভয়াবহ প্রচণ্ড এক শব্দ।

তপ্ত হাওয়ার একটা ধাক্কা খেলো ওরা। পাথর আছড়ে পড়ার শব্দ আঘাত হানল কানের পর্দায়। গড়িয়ে পড়া মাটি আর গাছপালার উপড়ানোর শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ধুলোর এক বিশাল মেঘের সৃষ্টি হলো, বহু শতাব্দী ঝড়ঝাপটার নাগালের বাইরে ছিল, আজ যেন ফুঁসে উঠল অজগরের মত, সারা ক্যানিয়নে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ভরে যাচ্ছে গহ্বরগুলো, একাধিক স্তর তৈরি করল আবার থিতিয়ে আসার সময়; সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে গেল ধুলোর মেঘে।

প্রায় অন্ধকার ফোকর দিয়ে পাইনের মাথাগুলো দেখতে পেল কেনেডি। বাতাসের ঝাপটায় প্রবল বেগে এপাশ ওপাশ দুলছে। চোখ মুছল ও, লিজকে খুঁজল। কাছেই আছে সে, মাথা নিচু করে রেখেছে আতঙ্কে, কালো ঘোড়ার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে আগেই।

'আর অল্প!' থিতিয়ে আসা গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কেনেডি।

মাথা দোলাল লিজ, সেটা বুঝতে পেরে নাকি স্রেফ ওর কথায় সাড়া দিতে, বুঝতে পারল না ও। বাকস্কিনের পরের পদক্ষেপেই মরুভূমির শক্ত মাটির অস্তিত্ব টের পেল কেনেডি, শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে ওরা!

চট করে ঘোড়া থামাল কেনেডি, লিজের সঙ্গে মিলিত হতে ঘুরল। আগেই পাশে চলে এসেছে মেয়েটা। দম বন্ধ হবার অবস্থা ওর, হাঁপাচ্ছে। ওর শরীরে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে। চোখ মুছল লিজ, ক্ষীণ হাসল।

'কাছে—বড় বেশি কাছে!' কেনেডির কথা ধার করে বলল সে।

হাসল কেনেডি, মাথা দোলাল। 'ঠিক বলেছ!'

মুখ তুলে পেছনে ধুলোয় ঢাকা গহ্বরের দিকে তাকাল কেনেডি। 'আর তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই,' বলল ও, 'ওরা আসতে পারছে

না!'

ধ্বংস হয়ে গেছে হোয়াইট-রক-ক্যানিয়ন!

## বাইশ

'লর্ডসবার্গ,' ইশারায় চলার পথের দীর্ঘ ঢালের শেষ প্রান্তে একটা ধোঁয়াটে ফুটকি দেখিয়ে বলল কেনেডি।

হোয়াইট রক ক্যানিয়নের অনতিদূরে দক্ষিণ দিকের একটা কুলি-তে রাত কাটায় ওরা, এগোনোর মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল না কারও, তাছাড়া কেনেডি বলেছিল তাড়াহুড়ো করার আর কোন প্রয়োজনও নেই। যদিও অ্যাপাচিদের ব্যাপারে একটু ভয় ছিল, তবে ওদের যাত্রা বিরতির জায়গাটা এমন ছিল যেখানে ইণ্ডিয়ানদের হামলা চালানোর কথা নয়।

অল্প পরিমাণে পানি আছে এখন ওদের সঙ্গে, খাবারের অবস্থাও তাই। লর্ডসবার্গের স্ট্রীটের নাগাল পেতে আগামীকাল দুপুর হয়ে যাবে, এই আশাই ওদের টিকিয়ে রেখেছে।

'মনে হচ্ছে কয়েক মাস আগে কলোরাডো ছেড়ে এসেছি,' এক নাগাড়ে পথ চলতে গিয়ে শ্রান্ত লিজ কনর, সে-ই বলল কথাটা, 'কতদিন যে গোসল করি না, ভাল খাবার খাই না পেট পুরে—মানুষজন ভরা একটা শহর পর্যন্ত নজরে পড়েনি। আর চোখের সামনে যেসব ঘটতে দেখেছি তার কথা মনে হলেই—' ইতস্তত করল লিজ, হঠাৎ আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কেনেডির দিকে। 'ওহ্, ওয়েস, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল! ভাবতেও গা শিউরে উঠছে এখন, যদি—'

'তুমি ঠিকই সামাল দিতে পারতে,' বলল কেনেডি, 'মানুষ কোন না



কোনভাবে ঠিকই সামলে নেয়।'

নীরব গম্ভীর চেহারায় সামনের সমভূমির দিকে তাকিয়ে থাকল লিজ। মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্যটা, তবে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘগুলো খানিকটা ছায়া দিচ্ছে ওদের।

'লর্ডসবার্গে পৌঁছে কি করবে?'

'আমি বোধ হয় চলার ওপরই থাকব,' বলল কেনেডি। জুড ওয়েদারবির বহু প্রতীক্ষিত সেই চাকরির কথা বলল না। চাকরিটা বোধ হয় হাতছাড়া হয়ে গেছে, এবার চিরদিনের জন্যে, চেপে গেল তা-ও। 'ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চলে যেতে পারি ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্যে। আজকাল অনেকেই যাচ্ছে ওখানে। তুমি কি করবে?'

'কি জানি—সত্যি বলতে পারব না!'

'তুমি তো এখন বড়লোক,' হেসে বলল কেনেডি, 'সমস্যা হবার কথা নয় কোনরকম। যেখানে মন চায় যেতে পারবে, এখন যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা পেয়ে গেছ তুমি।'

'কেন যেন বেশি কিছু মনে হচ্ছে না একে,' বলল লিজ, 'ম্যাট বেঁচে থাকলে হয়তো—আর জিম—'

ঝট করে লিজের দিকে তাকাল কেনেডি। 'তোমার কাছে বেনসনের কোন মূল্য নেই বলে ভেবেছিলাম আমি।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চট করে ওর দিকে ফিরল লিজ, তারপর মাথা নাড়ল। 'ঠিকই ভেবেছ। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম ওরা দু'জন যদি বেঁচে থাকত তাহলে হয়তো এখন আমার সামনে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকত।'

আবার কেনেডির দিকে তাকাল লিজ। 'জিম বেনসনের কোন গুরুত্ব কোনদিনই ছিল না আমার কাছে, কিন্তু ওর আসল রূপ দেখার আগে পর্যন্ত সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। আমি স্রেফ কিছুই না দেখার ভান করে, সব ঠিক আছে ভেবে, কোনভাবে জীবনযাপন করে যাচ্ছিলাম, ব্যস। সত্যি করে বলতে গেলে কিছুই আসলে ভাবিনি আমি কোনদিন, ম্যাটের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম সব!'

চুপ করে থাকল কেনেডি, বোঝা যায় নিজের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। অবশেষে নড়ে উঠল সে। হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল, কপালের ঘাম মুছল।

'লর্ডসবার্গ শহর হিসাবে আহামরি কিছু নয়,' বলল কেনেডি, ওর কণ্ঠ থেকে কর্কশ ভাব মিলিয়ে গেল। 'ওখানে হয়তো বেশিদিন থাকতে ইচ্ছা করবে না তোমার। বললে আমি তোমার জন্যে স্টেজ প্যাসেজের ব্যবস্থা করে দেব—মেরিল্যাণ্ড থেকে এসেছিলে না তোমরা—নাকি কলোরাডোতেই ফিরে যাবার কথা ভাবছ?'

'না, কলোরাডো নয়,' বলল লিজ, 'মেরিল্যাণ্ডে যাবারও কোন কারণ নেই। ওখানে কেউ নেই আমার। আ-আমি আসলে বুঝতে পারছি না কি করব!'

একটু সময় ওকে জরিপ করল কেনেডি, শান্ত হয়ে এসেছে ওর চেহারা, প্রায় কোমল দৃষ্টি; অবশেষে বলল: 'তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই। দিন দুই বিশ্রাম করো, গোসল করার কথা বলেছিলে, সেরে নাও ও কাজটা; খাওয়া দাওয়া করো পেট ভরে, তখন সবকিছু অন্যরকম মনে হবে।'

আবার যখন কেনেডির দিকে তাকাল লিজ, চেহারা গম্ভীর ওর। 'কি জানি,' দূরাগত কণ্ঠে বলল সে।

লর্ডসবার্গ নিয়ে ভেবেছে কেনেডি, ওখানে পৌঁছার অর্থ বোঝার প্রয়াস পেয়েছে। লিজ আর ওর সঙ্গে থাকবে না···ব্যাপারটা মানা কঠিন—মেয়েটার নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখা, তার জন্যে উদ্বেগ বোধ করা—সবকিছুরই অবসান ঘটবে—অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে সব, ভাবল ওয়েস কেনেডি।

ঠিক হয়ে যায় সবই—ভাল বা খারাপ—একটা সময় আসবে তখন মেয়েটার স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যাবে ওর মন থেকে, যেমন মুছে গেছে অন্যান্য মেয়ের কথা। লিজ কনর তাদের চেয়ে ভিন্ন, এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

নাকি আছে? প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুলল কেনেডিকে। উল্টোটা প্রমাণিত



করতে সচেষ্ট হয়ে উঠল মনে মনে। সেটাই হওয়া উচিত, বোঝাল নিজেকে। আশা করল লর্ডসবার্গে পৌঁছার পরপরই অন্য কোথাও রওনা দিতে তৈরি অবস্থায় একটা স্টেজের দেখা পেয়ে যাবে। মেয়েটা যত শিগগির স্টেজে করে কোন একটা গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হচ্ছে ততই ওর জন্যে মঙ্গল।

মাঝ বিকেল, সূর্যটা এখন সমতল প্রান্তরের ওপর তীর্যক আলো বিলোচ্ছে, বালুময় শেষ ওঅংশটা পেছনে ফেলে লর্ডসবার্গের উপকণ্ঠে পৌঁছুল ওরা—ছড়ানো-ছিটানো কতগুলো গাছের ছায়ায় প্রায় জবুথুবু হয়ে দাঁড়ানো কতগুলো অ্যাডোবে হাট।

'শহরের মূল অংশটা অবশ্য দেখতে এরচেয়ে অনেক ভাল,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল কেনেডি, পরক্ষণে ওদের ডানদিকের একটা স্যাডলের পেছন থেকে তিনজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে ভুরু কোঁচকাল। ছড়িয়ে পড়ে পথের ওপর একটা ব্যারিকেড তৈরি করল লোকগুলো। খোঁচাখোঁচা দাড়িঅলা একজনের ঠোঁটের ওপর দাড়ির সঙ্গে মানানসই পেল্লায় একজোড়া গোঁফ, তার শার্টে একটা স্টার সাঁটা। বাকি দু'জনকে চেনা চেনা ঠেকল ওর। পিস্তল বের করে নিয়েছে তিনজনই।

'হাত তোলো—দু'জনেই!' কোন ভূমিকা ছাড়াই হুকুম দিল ল-ম্যান।

বিস্ময়ে খেপে উঠল ওয়েস কেনেডি, নির্দেশ উপেক্ষা করে দু'হাতে স্যাডলহর্ন ধরল, ঠাণ্ডা চোখে জরিপ করল মার্শালকে।

'নিজের গলির বাইরে রয়েছ তুমি, মিস্টার! কিন্তু এর মানে কি?'

'মানেটা ভাল করেই জানো তুমি,' ধমকের সুরে বলল মার্শাল। 'আমার নাম কিংস্টন, লর্ডসবার্গ টাউন মার্শাল। কখন তোমাদের চেহারা দেখা যাবে সেই আশায় অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ! তোমার পার্টনার কই?'

'পার্টনার?' পুনরাবৃত্তি করল কেনেডি, লিজের হাঁপিয়ে ওঠার স্পষ্ট

শব্দ শুনতে পেল।

'ওর সঙ্গের লোকদুটো...চিনেছি ওদের। আউট-ল দলে ওরাও ছিল।' বলল লিজ।

এবার মনে পড়ে গেল কেনেডির। ঘটনার সূচনাতেই এ-দু'জনকে দেখেছিল ও। চোয়ালে ব্যাণ্ডেজঅলা লোকটা প্রথম রাতে অ্যারোয়োয় ঘোড়া পাহারার দায়িত্বে ছিল। বোঝা যাচ্ছে ওহারা, মানে গ্যাংলিডার আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এদের দু'জনকে, যাতে কনরদের ধরতে সে ব্যর্থ হলেও এখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়। এরা স্থানীয় ল-ম্যানকে বানোয়াট গল্প বলে পক্ষে টেনে নিয়েছে।

'তোমাকে কি জানানো হয়েছে বলতে পারব না, কিংস্টন,' বলল কেনেডি, 'কিন্তু তোমার সঙ্গের এই দু'জন আসলে আউট-ল। গত কয়েক দিন যাবত ওদের কাছ থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমরা।'

'আউট-ল!' চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। 'ইয়া খোদা, তোমার মাথায় খচ্চরের মগজ নাকি! *ডেপুটি ওরা—দু'জনই। কলোরাডোর শেরিফ ওহারার প্যসির সদস্য!'*

## তেইশ

স্যাডলে জমে গেল কেনেডি, ল-ম্যানের কথায় যেন ভোঁতা হয়ে গেছে ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি।

'প্যসি?'

'না জানার ভান কোরো না!' কিংস্টনের বামপাশের ডেপুটি কথা বলে উঠল, 'তোমরা ব্যাংক ডাকাতি করার পর থেকেই পিছু ধাওয়া করছি আমরা।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে লিজ কনরের দিকে তাকাল কেনেডি। অবিচল রইল লিজ কনরের দৃষ্টি।

'আ-আমি কিছুই জানি না!' ভয়ার্ত কণ্ঠে জানাল মেয়েটা। 'ওরা, ম্যাট আর জিম, আমাকে বলেছিল—'

লিজ কিছু জানে না, চট করে বুঝে গেল কেনেডি। লিজকে ওরা ধোঁকা দিয়েছিল, যেমন ভাঁওতা দিয়েছে ওকেও। ব্যাংক ডাকাতি করেছিল ম্যাট আর বেনসন, হঠাৎ একসঙ্গে অনেক টাকা হাতে আসার কারণ হিসাবে লিজকে খনির বানোয়াট গল্প শুনিয়েছে। ওদের হঠাৎ করে কলোরাডো থেকে চলে আসার কারণটাও এখন খোলাসা হয়ে গেল। আবার কিংস্টনের দিকে তাকাল কেনেডি।

'ডাকাতি হয়তো হয়েছে, মার্শাল,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'তবে আমি বা ও, আমরা কেউই এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তোমরা যাদের খুঁজছ তারা কেউই বেঁচে নেই!'

'একজন হয়তো মরেছে—তুমি বেঁচে আছ দেখতেই পাচ্ছি!'

'না, দু'জনই মারা গেছে। আমার নাম ওয়েস কেনেডি। একই পথ ধরে এদিকে আসছিলাম, হঠাৎ করে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। মেয়েটাও একই গাড্ডায় পড়েছে। নিশ্চিত হতে চাইলে ডজসিটির মার্শালের কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারো, আমার সম্পর্কে জানতে পারবে।'

কিংস্টনের বিশাল চেহারা থেকে বৈরিতার ছাপ খানিকটা বিদায় নিল। ডেপুটির দিকে তাকাল, একটু আগে সে-ই কথা বলেছিল।

'আগে কখনও দেখেছ এদের, পিটারসন?'

মাথা দোলাল ডেপুটি। 'আলবত! মেয়েটাকে চিনি, বেনসন আর অপর আউট-লয়ের সঙ্গে ছিল—অবশ্য একে সেই লোকের মত মনে হচ্ছে না।'

'মেয়েটার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই?'

'মনে হয়। তবে ওহারা পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতে

পারো, নিশ্চিত হবার জন্যে।'

আবার কঠিন হলো কিংস্টনের চেহারা। 'শেরিফ আর ওর সঙ্গীদের কি হয়েছে? ওরা কোথায়?'

পর্বতমালার দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল কেনেডি। 'ওদিকে কোথাও আছে ওরা। ওদের সামনের ক্যানিয়ন-ট্রেইলটা বুজে গেছে, আবার পেছনে যেতে হবে রাস্তা ধরে আসার জন্যে। মাত্র দু'জন বেঁচে আছে এখন। অ্যাপাচিরা শেষ করেছে একজনকে।'

'নাকি তুমি?' প্রশ্ন করল পিটারসন, 'এভাবেই গোলাগুলি চালিয়ে পালিয়ে এসেছ ওদের কাছ থেকে!'

থামল ডেপুটি, কিংস্টনের দিকে তাকাল। 'আমার এখন মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে এই লোকও জড়িত, মার্শাল। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল বোধ হয়, আগেই সে পালাবার ব্যবস্থা সেরে রেখেছিল। মেক্সিকোর দিকে যাচ্ছিল সম্ভবত!'

'তুমি একটা বেকুব!' মৃদু কণ্ঠে সোজাসাপ্টা বলল কেনেডি, 'ডজসিটিতে টেলিগ্রাম করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে।'

শব্দ করে দম ফেলল কিংস্টন। 'ঠিক আছে, ওহারা এলেই সব সন্দেহের অবসান ঘটবে—এই রোদের মধ্যে এভাবে সেদ্ধ হবার কোন মানে হয় না।'

'টাকা—কোথায় ওগুলো?' হঠাৎ কথাটা মনে হতেই মার্শালকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল পিটারসন।

সচেতন হলো কিংস্টনও। 'তাই তো, কোথায় টাকা? বিশ হাজার ডলারের কথা বলা হয়েছিল আমাকে।'

একটু নড়ল কেনেডি, স্যাড্লহর্ন থেকে হাত সরাল। বাম হাত বাড়িয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডলব্যাগটা তুলে নিল।

'এই যে, ধরো!' বলল ও, ল-ম্যানদের দিকে ছুঁড়ে দিল স্যাডলব্যাগটা।

নিজেদের অজান্তেই গা বাঁচাতে সরে গেল লোকগুলো। মুহূর্তের দ্বিধার সুযোগটা কাজে লাগাল কেনেডি। চোখের পলকে পিস্তল উঠে



এল ওর হাতে; বিপজ্জনক ভঙ্গিতে তাক করল তিনজনের দিকে।

'একাজ করার ইচ্ছা ছিল না আমার,' বলল ও, 'কিন্তু আমার সামনে এছাড়া আর কোন পথ খোলা রাখোনি তোমরা।'

রাগে লাল হয়ে গেল কিংস্টনের চেহারা। 'তোমার কাছে হাইড-আউট গান থাকতে পারে আগেই বোঝা উচিত ছিল—ফেলে দাও ওটা! কোন লাভ হবে না!'

'আমাদের দু'জনকে অন্তত টুসান পর্যন্ত যেতে সাহায্য করবে,' বলল কেনেডি। 'তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি আমি। ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। যারা ওই কাজটার জন্যে দায়ী তাদের ধাপ্পাবাজিতে এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম আমি। দু'জনই মারা গেছে ওরা—চোরাই টাকা ফিরে পেয়েছ তোমরা। আমার তো মনে হয় এতেই তোমার আর ওহারার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।'

'এতে কোনই—'

'থামো। সোজা টুসানে যাচ্ছি আমরা। হয়তো এখনও আমার জন্যে একটা চাকরি অপেক্ষা করছে ওখানে, নিশ্চিত করে বলার জো নেই অবশ্য। যা হোক, ডজসিটিতে টেলিগ্রাম পাঠাও তুমি, কিংস্টন, জবাবে যদি সন্তুষ্ট না হও, আমি সন্দেহের উর্ধ্বে না উঠি, যেমন বলেছি, মেয়েটারও কোন দোষ নেই যদি প্রমাণ না হয়, তাহলে চলে এসো টুসানে। সেখানে পাবে আমাকে। মার্শালের কাছেই ঠিকানা পাবে।'

দীর্ঘ এক মিনিট কেনেডির দিকে তাকিয়ে রইল কিংস্টন, ওর হাতের উদ্যত পিস্তলটার দিকে তাকাল একবার, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল।

'এছাড়া অবশ্য কিছু করারও নেই আমার।'

দীর্ঘ নীরবতা নামল আবার। অবশেষে পিটারসন বলল, 'লোকটার কথা সত্যি হতেও পারে। আমরা যাদের ধাওয়া করছিলাম তাদের দু'জনের কারও সঙ্গে এর চেহারা মেলে না। সেই দু'জনও আসেনি এদের সঙ্গে, মারাই গেছে হয়তো!'

'একজন সম্পর্কে ওহারা সাক্ষী দেবে তোমাদের কাছে। আমি

যখন—মানে সে মারা যাবার সময় ওহারা ছিল কাছেই। আর আরেকজন অনেক আগেই মারা গেছে। আমিই তাকে কবর দেয়ার সময় সাহায্য করেছি। তোমাদের প্যসির কোন সদস্যের গুলিতেই প্রাণ হারিয়েছিল সে।'

ব্যাণ্ডেজঅলা ডেপুটি, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার, নিজের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল। 'ওই মেয়েটার ব্যাপারে এটুকু অন্তত বলতে পারি ব্যাংক ডাকাতির সময় ধারে কাছে কোন মেয়ে-টেয়ে ছিল না। দু'জন লোক ছিল কেবল।'

'তাহলে ঠিক আছে, কেনেডি,' চূড়ান্ত ঘোষণার ঢঙে বলল কিংস্টন, 'তোমার কথাই থাকল। তোমরা যেতে পারো...তবে মিথ্যে কথা বলে থাকো যদি আবার আমার চেহারা দেখার জন্যে তৈরি থেকো।'

'আমার খোঁজ পেতে তোমার কষ্ট হবে না। এবার অস্ত্র ফেলে দাও তোমরা। শহরের দিকে হাঁটা ধরো।'

রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেল ল-ম্যান। 'মাথা খারাপ নাকি—'

'অযথা কৈচাল কোরো না,' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পিস্তল নাচিয়ে বলল কেনেডি, 'আমাকে তোমরা যতখানি বিশ্বাস করো আমিও তোমাদের ঠিক ততটুকু বিশ্বাস করি—যতক্ষণ ব্যাপারটা সমান সমান থাকছে। আমরা নজরের বাইরে যাবার আগেই যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত পাল্টে যায় সেটা আমার পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক।'

হালছাড়ার ভঙ্গিতে কাঁধ নামিয়ে নিল কিংস্টন। 'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে, যাচ্ছি! তবে ইয়াদ রেখো, মিথ্যা বলে থাকলে—'

'বলিনি,' ঠাণ্ডা কণ্ঠে বাধা দিল কেনেডি।

নীরবে ওদের অস্ত্র সমর্পণ করতে দেখল ও, ঘুরে দাঁড়াল ওরা, হাঁটা ধরল, পায়ে হাইহিল বুট থাকায় খোঁড়াচ্ছে, কারণ এ ধরনের জুতো হাঁটার উপযোগী করে তৈরি নয়। ওরা প্রথম সারির ঘরগুলোর কাছে যাবার পর লিজের দিকে তাকাল কেনেডি।

'টাকাটা ওদের হাতে তুলে দিতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না।'



মাথা নাড়ল লিজ। 'ওই টাকায় আমার মালিকানা ছিল না—হাতছাড়া করতে পেরে আমি খুশি...আমরা কি আসলেই টুসানে যাচ্ছি—দু'জনই?'

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটাকে জরিপ করল কেনেডি। 'আমার তাই ইচ্ছা—যদি তোমার আপত্তি না থাকে। হয়তো ওখানে গিয়ে চাকরি পাব না, সঙ্গে তেমন টাকা পয়সাও নেই, তবে—'

নিজের ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে বাকস্কিনের পাশে চলে এল লিজ, দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

'তাতে কিছু যায় আসে না,' বলল মেয়েটা। 'আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছ, এটাই অনেক—আমার ভয় ছিল—'

'আমিই আসলে ভয় পাচ্ছিলাম,' বলল কেনেডি, 'তোমাকে যদি হারাতে হয়!'

ল-ম্যানদের দিকে আবার নজর ফেরাল কেনেডি। অনেকটা দূরে চলে গেছে তারা। এবার এগোনো যায়। কিংস্টন, ওহারা কিংবা কলোরাডোর ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে আর কখনও কিছু শুনতে হবে না ওদের।

এখন কেবল আগামী দিনের ভাবনা। এবার একটা কাজ জোগাড় করতেই হবে; তবে এনিয়ে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই—আজ হোক কাল হোক চাকরি একটা মিলবেই—কিন্তু লিজ কনরের মত মেয়ে একবারই আসে জীবনে।

*****